উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা - ইসলামপুর, জেলা - জামালপুর

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইসলামপুর, জামালপুর

সমন্বয়ে:

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় খরা, ভূমিকম্পন, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার বহু লোক ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে নি:স্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদ সহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠিই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতে ও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার UNDP সহ বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠির আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর মাধ্যমে এক যুগান্তরকারী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ ,উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে।

আমি জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২৩/৬/১৪

সভাপতি

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ইসলামপুর , সিরাজগঞ্জ

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	
১.১পটভূমি	০৬
১. ২পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	০৬
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	০৬
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	০৬
১.৩. ২ আয়তন	০৭
১.৩.৩ জনসংখ্যা	০৭
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা	০৭
১.৪.১ অবকাঠামো	০৭
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১০
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৭
১.৪.৪অন্যান্য	১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	২২
২.২ উপজেলার আপদ সমুহ	২২
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্রবর্ণনা	২২
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৩
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৪
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	২৭
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২৯
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৩০
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩১
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩১
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩২
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা	৩২
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩৩
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৫
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৭
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪০
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪১
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪১
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৪২
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৪৩
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৪৪
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৬১
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৬১
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৬১
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৬৩
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৬৩
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৬৩
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান	৬৩
৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৬৩
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৬৩
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ	৬৪

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৬৪
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৬৪
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৬৪
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	৬৪
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	৬৪
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৬৪
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ণনা	৬৫
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৬৬
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৬৮
৪.৬অর্থায়ন	৭০
৪.৭কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৭৩
পঞ্চমঅধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন----------	৭৪
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার----------	৭৫
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা----------	৭৫
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার----------	৭৫
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ----------	৭৬
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা----------	৭৬
সংযুক্তি: ১ ইউনিয়ন ভিত্তিক গ্রাম ও মৌজার তালিকা	৭৭
সংযুক্তি: ২ ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের তালিকা (নাম, অবস্থা ও অবস্থান)	৮৩
সংযুক্তি: ৩ ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্টের তালিকা (ইউনিয়ন, অবস্থা ও অবস্থান)	৯১
সংযুক্তি: ৪ ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার তালিকা (নাম, অবস্থা ও অবস্থান)	১০৬
সংযুক্তি: ৫ ইউনিয়ন ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা	১৪২
সংযুক্তি: ৬ ইউনিয়ন ভিত্তিক বাজারের তালিকা (নাম, অবস্থা ও অবস্থান এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)	১৪৫
সংযুক্তি: ৭ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিদ্যালয়ের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পাঠাগার) তালিকা (নাম, অবস্থা ও অবস্থান)	১৪৯
সংযুক্তি: ৮ ইউনিয়ন ভিত্তিক মসজিদ ও মন্দিরে তালিকা (নাম, অবস্থা ও অবস্থান)	১৬২
সংযুক্তি: ৯ ইউনিয়ন ভিত্তিক ঈদগাঁহের তালিকা (নাম, অবস্থা ও অবস্থান)	১৭৭
সংযুক্তি: ১০ ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তালিকা (নাম, অবস্থা ও অবস্থান)	১৮১
সংযুক্তি: ১১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	১৮৫
সংযুক্তি: ১২ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১৮৬
সংযুক্তি: ১৩ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১৮৭
সংযুক্তি: ১৪ ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকদের তালিকা	১৯৬
সংযুক্তি: ১৫ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	১৯৮
সংযুক্তি: ১৬ ইঞ্জিন চালিত নৌকা	১৯৯
সংযুক্তি: ১৭ স্থানীয় ব্যবসায়ী	২০৩
সংযুক্তি: ১৮ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী	২০৮

এক নজরে ইসলামপুর উপজেলা

আয়তন	৩৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ		ঈদগাঁহ্	৮১টি
ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১২+০১টি		ব্যাংক	০৮টি
মৌজা	৭৫টি		পোস্ট অফিস	১৭টি
গ্রাম	২৪৮টি		ক্লাব	০৮টি
পরিবার	৬২,৪৭৬		হাট বাজার	(১৮+৫১)=৬৯টি
মোট জনসংখ্যা	২,৮৯,৩৩৭জন		কবরস্থান	১৮টি
পুরুষ	১,৪৮,৯৫৮ জন		শ্মশান ঘাট	০৫টি
মহিলা	১,৪০,৩৭৯জন		মুরগির খামার	৭০টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান			কাসারী শিল্প	১০টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০		গভীর নলকূপ (সেচ কাজে ব্যবহৃত)	২০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৩		অগভীর নলকূপ	৯৭৬৫টি
কলেজ	১০		হস্ত চালিত নলকূপ (সেচকাজের)	নাই
মাদ্রাসা(দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	৫৮			
ব্র্যাক স্কুল	৪৪		নদী	০২টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	১৯		খাল	০৮টি
শিক্ষার হার	৪০.৪%		বিল	০৫টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	৪০টি		হাওড়	নাই
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১টি		পুকুর	১১৫৩টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩টি		জলাশয়	নাই
বাঁধ	০৫টি		কাঁচা রাস্তা	৭৬৫কি.মি.
স্লুইজ গেট	১টি		পাকা রাস্তা	১১৪কি.মি.
ব্রীজ	১৩৭টি		মোবাইল টাওয়ার	৩ টি
কালভার্ট	৩২২টি		খেলার মাঠ	১২টি
মসজিদ	৪১৪টি		নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র	২৬টি
মন্দির	০৮টি		ইঞ্জিন চালিত নৌকার সংখ্যা	৮৩টি

প্রথম অধ্যায়

স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১পটভূমিঃ

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কপোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা, ও কার্যকারীতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয় । এ জেলাগুলোর মধ্যে জামালপুর জেলাটি অন্যতম। জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলা একটি অত্যন্ত দুর্যোগ ও ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা। বন্যা ও নদীভাঙ্গন ইসলামপুর উপজেলার প্রধান দুর্যোগ । ইসলামপুর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বন্যা ও নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর দুর্যোগ দেখা দেয় এবং জন সাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি । সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যঃ

- পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা ।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস-করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, এাণ ও তাৎক্ষনিক পূণর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা ।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতিঃ

১.৩.১. জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থানঃ

জামালপুর জেলা শহর হতে সড়ক পথে ইসলামপুর উপজেলার দূরত্ব **২৬ কিলোমিটার**। অত্র উপজেলার আয়তন ৩৫৩বর্গ কিলোমিটার। **ইসলামপুর উপজেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ২৪৮টি, মৌজার সংখ্যা ৭৫টি** । ইসলামপুর পৌরসভা-সহ, ইসলামপুর সদর, কুলকান্দী, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, পার্থশী, পলবান্ধা, গোয়ালেরচর, গাইবান্ধা, চরপুঠীমারী এবং চরগোয়ালিনী এই ১৩ টি ইউনিয়ন/পৌরসভা নিয়ে ইসলামপুর উপজেলা। কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এখানকার বেশীরভাগই বেলে মাটি। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর নিকটবর্তী হওয়ার কারনে প্রতিবছরই বন্যায় ও নদীভাঙ্গনে মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ইউক্যালিপ্টাস, মেহগনি, আকাশমনি, কড়ই, ইত্যাদি এলাকার প্রধান প্রধান গাছপালা। স্থলপথ হিসাবে সর্বমোট ৮৭৯ কি.মি. রাস্তা আছে। যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ৭৬৫ কি. মি. এবং পাকা রাস্তা ১১৪ কি.মি.। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী অত্র উপজেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বন্যার পানি প্রবেশে বাঁধা প্রদান করা লক্ষ্যে প্রায় ৫ টি বাঁধ আছে এবং এই বাঁধ গুলির মোট দৈর্ঘ্য ১৫কি.মি.।

ছক-১: উপজেলা থেকে ইউনিয়নের দূরত্ব

ইউনিয়নের নাম	উপজেলা থেকে দূরত্ব	ইউনিয়নের নাম	উপজেলা থেকে দূরত্ব
কুলকান্দী	১৫ কি.মি.	পার্থশী	০৫ কি.মি.
বেলগাছা	০৭ কি.মি.	পলবান্ধা	০৪ কি.মি.
চিনাডুলী	১১ কি.মি.	গোয়ালেরচর	১০ কি.মি.
সাপধরী	২৫ কি.মি.	গাইবান্ধা	১১ কি.মি.
নোয়ারপাড়া	১২ কি.মি.	চরপুঠিমারী	১৬ কি.মি.
ইসলামপুর সদর	০৫ কি.মি.	চরগোয়ালিনী	১০ কি.মি.

ছক-২: উপজেলা থেকে ইউনিয়নের সমূহের অবস্থান

উপজেলা থেকে দিক ভিত্তিক ইউনিয়নের নাম			
পূর্ব	**উত্তর**	**পশ্চিম**	**দক্ষিণ**
চকগোয়ালিনী	পলবান্ধা	পার্থশী	ইসলামপুর সদর ইউনিয়ন
চরপুঠিমারী	গোয়ালেরচর	বেলগাছা	নোয়ারপাড়া
গাইবান্ধা		কুলকান্দি	
		সাপধরী	

		চিনাডুলী	

১. উপজেলার আয়তনঃ ৩৫৩ বর্গ কিলোমিটার
২. জেলা হতে উপজেলার দূরত্বঃ ২৬ কিলোমিটার
৩. বিভাগ হতে উপজেলার দূরত্বঃ সড়কপথ ২১৬ কিলোমিটার

১.৩.২ আয়তনঃ

জামালপুর জেলার মোট আয়তন ২৪৫৭.৯২, কিলোমিটার (প্রায়) এর মধ্যে ইসলামপুর উপজেলার আয়তন ৩৫৩ বর্গ কিলো মিটার । অত্র উপজেলায় ১২টি+১টি পৌরসভা সহ ১৩টি ইউনিয়নে মোট **২৪৮টি গ্রাম ও ৭৫টি মৌজা** আছে । ইসলামপুর সদর ইউনিয়নে ১১টি গ্রাম, ইসলামপুর পৌরসভায় ৫০টি গ্রাম, কুলকান্দী ইউনিয়নে ১৩টি গ্রাম, বেলগাছা ইউনিয়নে ১৬টি গ্রাম, চিনাডুলী ইউনিয়নে ২৫টি গ্রাম, সাপধরী ইউনিয়নে ২৫টি গ্রাম, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ১৩ টি গ্রাম, পার্থশী ইউনিয়নে ২০ টি গ্রাম, পলবান্ধা ইউনিয়নে ১২টি গ্রাম, গোয়ালেরচর ইউনিয়নে ১১টি গ্রাম, গাইবান্ধা ইউনিয়নে ৩০টি গ্রাম, চরপুঠীমারী ইউনিয়নে ১৪টি গ্রাম এবং চরগোয়ালিনী ইউনিয়নে ৮টি গ্রাম রয়েছে।
সংযুক্তিঃ ১- এ ইউনিয়ন ভিত্তিক গ্রাম ও মৌজার নাম প্রদান করা হলোঃ

তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ

১.৩.৩ জনসংখ্যাঃ

ইসলামপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৮৯৩৩৭ (দুই লক্ষ উনঝই হাজার তিন শত সাঁইত্রিশ)জন। যার মধ্যে পুরুষ- ১৪৮৯৫৮ জন, মহিলা-১৪০৩৭৯ জন। এই উপজেলায় পরিবার সংখ্যা ৬২৪৭৬ (বাষট্টি হাজার চার শত ছিয়াত্তর) এবং মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৪০১৩৩ জন । নিম্নে ছকের মাধ্যমে জনসংখ্যা দেখানো হলোঃ

ছক-৩: উপজেলার মোট জনসংখ্যা (পুরুষ-মহিলা) ও খানা সংখ্যা

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
১.	**ইসলামপুর**	১৪৮৯৫৮	১৪০৩৭৯	২৮৯৩৩৭	৬২, ৪৭৬	১, ৪০, ১৩৩
মোট		১৪৮৯৫৮	১৪০৩৭৯	২৮৯৩৩৭	৬২, ৪৭৬	১, ৪০, ১৩৩

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা নির্বাচন অফিস

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

১.৪.১ অবকাঠামোঃ

- **বাঁধঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় বন্যার পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করা জন্য নদী ও খালের তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট বড় সব মিলে মোট ৫ টি বাঁধ রয়েছে । উক্ত বাঁধগুলোর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ১৫ কি.মি.। নিম্নে বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

ছক-৪ : উপজেলার মোট বাধঁ কোথায় অবস্থিত এবং তার বর্তমান অবস্থা

ইউনিয়নের নাম	কোথায়/কোন ওয়ার্ড; অবস্থিত	কত কি.মি.	কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত	উচ্চতা	বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপ
কুলকান্দি	০৫ নং ওয়ার্ড; কুলকান্দি	০২ কি.মি.	কুলকান্দি পাইলিংপাড় হতে বেলগাছা সীমানা বেরী বাঁধ পর্যন্ত	৩০ ফুট	বর্তমান অবস্থা পাঁচ ভাগের এক ভাগ নদী ভাঙ্গনের স্বীকার ।
নোয়ারপাড়া	০৬ নং ওয়ার্ড; নোয়ারপাড়া	২.৫০ কি.মি.	তারতা পাড়া হতে কাজলা পর্যন্ত নোয়ারপাড়া ইউনিয়ন	২৮ ফুট	বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভাল, কোন কোন জায়গায় মেরামত করতে হবে ।
পার্থশী	০১ নংওয়ার্ড; পার্থশী	০৩ কি.মি.	শমারিয়ার বাড়ী হতে মুরাদাবাদ কুলকান্দি সীমানা পর্যন্ত	২২ ফুট	অনেক জায়গায় ভাঙ্গা, মেরামত করতে হবে ।
চিনাডুলী	০১ নংওয়ার্ড; চিনাডুলী	০৪ কি.মি.	গুঠাইল হতে চিনাডুলী পর্যন্ত	২৬ ফুট	নদীতে ভেঙ্গে গেছে, আবার নির্মাণ করা উদ্যোগ নিয়েছে
বেলগাছা	০১ নংওয়ার্ড; বেলগাছা	৩.৫০ কি.মি.	কুলকান্দি হতে গুঠাইল বাজার পর্যন্ত	২৭ ফুট	.৫০ কি.মি. নদীতে ভেঙ্গে গেছে, মেরামত করতে হবে ।

তথ্য সূত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনসাধরণ।

- **স্লুইচ গেটঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় স্লুইচ গেট ১টি ।

ছক-৫: স্লুইচ গেট

ইউনিয়নের নাম	কোথায় অবস্থিত	কোন নদী/খাল বা রাস্তার উপরে অবস্থিত	বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপ
পলবান্ধা	বাটিকামারী	--	বন্ধ হয়ে অচল অবস্থায় আছে

তথ্য সূত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ইউনিয়দ পরিষদ

- **ব্রীজঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ১৩৭ টি ছোট-বড় ব্রীজ আছে । ১৩৭ টি ব্রীজের মধ্যে ইসলামপুর সদর ইউনিয়নে ১৪টি, ইসলামপুর পৌরসভার ৫টি, বেলগাছা ইউনিয়নে ৬টি, চিনাডুলী ইউনিয়নে ১১টি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ৯ টি, পার্থশী ইউনিয়নে ৭ টি, পলবান্ধা ইউনিয়নে ১৯টি, গোয়ালেরচর ইউনিয়নে ১৩টি, গাইবান্ধা ইউনিয়নে ২৯টি, চরপুঠীমারী ইউনিয়নে ১৮টি এবং চরগোয়ালিনী ইউনিয়নে ৬টি ব্রীজ রয়েছে। এই ব্রীজ গুলো লোহা, ইস্পাত ও কংক্রিট দ্বারা তৈরী। সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, কিছু ব্রীজের দুই মাথায় মাটি ভরাট করা ও রেলিং মেরামত সহ কিছু কিছু কাজের প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামপুর উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের নাম, কোথায় অবস্থিত কোন নদী বা খালের উপর অবস্থিত এবং তার বর্তমান অবস্থা সংযুক্তিঃ ২- এ ছকের মাধ্যমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা প্রকৌশলী-এলজিইডি, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনসাধারণ

- **কালভার্টঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ৩২২ টি কালভার্ট আছে। ৩২২টি কালভার্টের মধ্যে ইসলামপুর সদর ইউনিয়নে ১১টি, ইসলামপুর পৌরসভায় ৪০টি, কুলকান্দী ইউনিয়নে ২৩টি, বেলগাছা ইউনিয়নে ২০টি, চিনাডুলী ইউনিয়নে ৫৭টি, সাপধরী ইউনিয়নে ৫টি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ২৮টি, পার্থশী ইউনিয়নে ১১টি, পলবান্ধা ইউনিয়নে ২১টি, গোয়ালেরচর ইউনিয়নে ৩০টি, গাইবান্ধা ইউনিয়নে ৩৯টি, চরপুঠীমারী ইউনিয়নে ১৭টি এবং চরগোয়ালিনী ইউনিয়নে ২০টি কালভার্ট রয়েছে। এই কালভার্ট গুলো রাস্তার নীচে খালের পানি প্রবাহে সহায়তা করে। ৩২২টি কালভার্টের মধ্যে কিছু কালভার্ট একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে আছে, আবার কিছু কালভার্ট ভাঙ্গা এবং দু'পাশ থেকে মাটি সরে গিয়ে চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে।

সংযুক্তিঃ ৩ -এ ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্ট এর নাম, কোথায় অবস্থিত ও বর্তমান অবস্থা কি তার পরিসংখ্যান টেবিলের মাধ্যমে প্রদান করা হলোঃ

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা প্রকৌশলী-এলজিইডি, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনসাধরণ।

রাস্তাঃ

ইসলামপুর উপজেলায় ছোট-বড়, কাঁচা-পাকা মিলে সর্বমোট ৪৬৪ টি রাস্তা আছে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৭৯ কি.মি.। এর মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ৬৪ টি এবং এর দৈর্ঘ্য ১১৪ কি.মি. এবং কাঁচা রাস্তার সংখ্যা ৪০০ টি এবং এর দৈর্ঘ্য ৭৬৫ কি.মি. । ছোট-বড় এবং পাঁকা ও কাঁচা রাস্তা গুলির মধ্যে ইসলামপুর সদর ইউনিয়নে ২৫টি, ইসলামপুর পৌরসভায় ৪৯টি, কুলকান্দি ইউনিয়নে ২৩টি, বেলগাছা ইউনিয়নে ৪২টি, চিনাডুলী ইউনিয়নে ৭৩টি, সাপধরী ইউনিয়নে ১৭টি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ৪০টি, পার্থশী ইউনিয়নে ১৭টি, পলবান্ধা ইউনিয়নে ২০টি, গোয়ালেরচর ইউনিয়নে ৫০টি, গাইবান্ধা ইউনিয়নে ৫৩টি, চরপুঠীমারী ইউনিয়নে ১১টি এবং চরগোয়ালিনী ইউনিয়নে ৪৪টি রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তা গুলোর গড় উচ্চতা ৩ থেকে ৩.৫ ফুট এবং প্রস্থ যথাক্রমে ১২ থেকে ৫ ফুটের মধ্যে। বন্যার সময় কাঁচা পাকা ও আধা পাকা মিলে প্রায় ৭০% রাস্তা পানিতে ডুবে যায়।

সংযুক্তিঃ ৪ -এ ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার সংখ্যা, রাস্তার নাম, কোথায় অবস্থিত, রাস্তার বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি।

- **সেচ ব্যবস্থাঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় রবি ফসল উৎপাদনে সেচ কাজের জন্য নলকূপ ও শ্যালোমেশিন ব্যবহার করা হয়। ইসলামপুর উপজেলায় মোট গভীর নলকূপের সংখ্যা ২০ টি, শ্যালো মেশিনের সংখ্যা ৯, ৩৪০টি এবং মটর চালিত ৪২৫টি । এই গভীর নলকূপের গড় গভীরতা ৯০০-১০০০ ফুট। তবে এই উপজেলায় কোন হস্তচালিত নলকূপ নাই। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক গভীর ও অগভীর নলকূপের তালিকা দেওয়া হলোঃ

সংযুক্তিঃ ৫- এ সেচ ব্যবস্থার ইউনিয়ন ভিত্তিক ধরণ দেখানো হলঃ

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিসার

- **হাটঃ**

বিভিন্ন তথ্য সুত্রে ও সরেজমিনে পরিদর্শন করে জানা গেছে অত্র উপজেলাতে মোট ১৮ টি হাট রয়েছে। হাটগুলো সাধারনত সপ্তাহে ১/২ দিন বসে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে হাটের তালিকা দেওয়া হলো।

ছক-৬: উপজেলার হাটের নাম , হাটবার ও বিবরণ

ক্র নং	ইউনিয়ন	হাটের নাম	কবে হাট বসে	হাটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	কুলকান্দি	কুলকান্দি মাগুন মিয়া হাট	শুক্রবার ও সোম বার	এই হাটে ধান, পাট, গম, মাছ, সবজি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
২.	চিনাডুলী	কদমতলী হাট	শনিবার ও মঙ্গালবার	হাটটি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে ।
৩.		আমতলা হাট	রবিবার ও বুধবার	এই হাটে মাছ, তরীতরকারী ইত্যাদি বিক্রি করা হয় এছাড়া বাজার সপ্তাহ জুড়ে থাকে ।
৪.		গুঠাইল হাট	শুক্রবার ও সোমবার	গুঠাইল হাট হচ্ছে একটি বড় হাট, এখানে সকল ইউনিয়নের লোকজন আসে ।
৫.	নোয়ার পাড়া	উলিয়া হাট	রবিবার ও বৃহঃস্পতিবার	এই হাটে সকল প্রকার কাঁচামাল ও মজুত পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয় ।
৬.		কাজলা হাট	শনিবার ও মঙ্গালবার	এই হাটে সকল প্রকার কৃষিপণ্য ও মজুত পণ্য সামগ্রী পাইকারী বিক্রি করা হয় ।
৭.		কাটমা জনতা -হাট	শুক্রবার ও মঙ্গালবার	এই হাটে সকল প্রকার পণ্য সামগ্রী পাইকারী বিক্রি ও কেনাবেচা করা হয় ।
৮.		হাড়গিলা হাট	রবিবার ও শুক্রবার	এই হাটে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ প্রয়োজনীয় আসবাপত্র পাইকারী ও খুচরা ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৯.	ইসলামপুর সদর	পঁচাবহলা হাট	সোমবার ও শক্রবার	এই হাটটি সোমবার ও শুক্রবার বসে। এখানে হাঁস মুরগী, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি কেনা বেঁচা হয় ।
১০.	পার্থশী	জারুল-তলা হাট	সোমবারও বৃহস্পতিবার	এই হাটে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, ধান, চাউল, কাঁচা বাজার ও সবজী ইত্যাদি বিক্রি হয় ।
১১.	গাইবান্ধা	দত্তপাড়া টানা ব্রীজ আনন্দ হাট	সোমবার ও শুক্রবার	এখানে মাছ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ, কাঁচাসবজি ইত্যাদি সহ সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী কেনাবেচা করা হয় ।
১২.		নাপিতারচর হাট	শুক্রবারও সোমবার	শুধু গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি বিক্রি হয় ।
১৩.	চরপুঠিমারী	ডিগ্রীর চর	সোমবার ও শুক্রবার	এই হাটে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, ধান, পাট, গম ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয় ।
১৪.		চার নং চর	রবিবার ও বুধ	ধান, পাট,গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, গম ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয় ।
১৫.		বেনুয়ারচর	মঙ্গাল ও শুক্রবার	এখানে হাঁস, মুরগী,গরু, ছাগল, ধান, পাট, গম ইত্যাদি পাইকারীও খুচরা বিক্রি করা হয় ।
১৬.	চরগোয়ালিনী	ডিগ্রীরচর	সোমবার ও শুক্রবার	বিশেষ করে এই হাটে শুধুমাত্র গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী বিক্রি হয় ।
১৭.		কান্দারচর	রবিবার ও শুক্রবার	প্রধানত এই হাট কেবল গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী বিক্রির জন্য ।
১৮.	পৌরসভা	ধমকুড়া	শনিবার ও মঙ্গালবার	ইসলামপুর উপজেলার মধ্যে প্রধান হাট হচ্ছে ধমকুড়া হাট এটার আয়তন প্রায় ৫ একর। এখানে ছাগল, হাঁস, মুরগী, কবুতর ইত্যাদি বিক্রি ও ক্রয় করা হয় । এই হাট সপ্তাহে দু'দিন বসে, দূর-দূরান্ত থেকে এই হাটে চলে আসে অনেক গ্রাহক।

তথ্য সুত্রঃ ইউপি, বনিক সমিতি ও সরজমিনে পরিদর্শন।

- **বাজারঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মোট বাজারের সংখ্যা ৫১ টি । বাজার গুলো সাধারনত প্রতিদিনই বসে। সব বাজার মিলে মোট দোকান সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ২৮৮৯ টি এবং বাজার সমিতির সংখ্যা ৩১টি। ৫১টি বাজারের মধ্যে ইসলামপুর সদর ইউনিয়নে ২টি, ইসলামপুর পৌরসভায় ৩টি, কুলকান্দী ইউনিয়নে ৪টি, বেলগাছা ইউনিয়নে ২টি, চিনাডুলী ইউনিয়নে ২টি, সাপধরী ইউনিয়নে ৪টি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ৫ টি, পার্থশী ইউনিয়নে ৬টি, পলবান্ধা ইউনিয়নে ৩টি, গোয়ালেরচর ইউনিয়নে ৫টি, গাইবান্ধা ইউনিয়নে ৫টি, চরপুঠীমারী ইউনিয়নে ৪টি এবং চরগোয়ালিনী ইউনিয়নে ৬টি বাজার রয়েছে।

সংযুক্তিঃ৬-এ ইউনিয়ন ভিত্তিক বাজারের সংখ্যা, বাজারের নাম, কোথায় অবস্থিত এবং বাজারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলোঃ

তথ্য সুত্রঃ ইউপি, বনিক সমিতি ও সরজমিনে পরিদর্শন।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদঃ

- **ঘরবাড়িঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ঘরবাড়ির সংখ্যা ১, ৩৫, ২৬৭টি। এর ভিতরে পাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ১১, ৫৯১টি, আধাপাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৪, ৪৪০টি এবং সেমীপাকা ঘরের সংখ্যা ৯, ৮৯৫ টি অন্যান্য ঘরের সংখ্যা ১৫৫টি, এবং কাঁচা ঘরবাড়ির সংখ্যা ১, ০৮, ৭৫৬টি । উপজেলার কাঁচা ঘরগুলো টিন, ছোন, বাঁশ, খড় ও ইট দিয়ে তৈরী। এ উপজেলায় প্রায় ৭০% কাঁচা ঘরবাড়ি বন্যা লেভেলের নিচে এবং বেশির ভাগ ঘরগুলো কালবৈশাখী সহনশীল নয়।

ছক-৭: উপজেলার ঘরবাড়ির সংখ্যা ও বন্য লেভেলের উপরে কিনা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মোট ঘরের সংখ্যা	কাঁচা ঘরের সংখ্যা	পাকা ঘরের সংখ্যা	অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরী ঘরের সংখ্যা	কতগুলি ঘরবাড়ি বন্যা লেভেলের উপরে
	কুলকান্দি	৬,৪৫০	৪,১২০	৭০০	আধাপাকা ১,৬৩০	১২০
	বেলগাছা	১২,১২০	১১,০৩০	৫৩৫	আধাপাকা -৪৩৫, ঝাপড়া-১২০	১,৬৮৫
	চিনাডুলী	৬,৫০০	৬,২৭৩	১০২	আধাপাকা ১২৫	২১০
	সাপধরী	১২,০৬০	১২,০২৫	-	ঝুপড়ী -৩৫	১,১০০
	নোয়ার পাড়া	১০,১৯৬	৫,৯৩৪	২০২	সেমী পাকা -৪, ০৬০	১,০৫৫
	ইসলামপুর সদর	৫,১৮৩	৪,৬৭৩	২৬০	সেমী পাকা ২৫০	৩২৫
	পার্থশী	১৩,৮২৭	১,৭৯৭	৬,৫৪০	সেমী পাকা ৫, ৪৬০	৯,৫১০
	পলবান্ধা	১০,৪০০	৯,২৫৫	৫২০	আধাপাকা-৬২৫	১,১০০
	গোয়লেরচর	১২,৪৩৫	১২,২৮২	২৮	সেমী পাকা-১২৫	৯,৫৬০
	গাইবান্ধা	১৩,৭৫০	১২,৪৭০	৩৩৫	আধাপাকা-৫৪৫	১,১৬০
	চরপুঠিমারী	১৩,১২০	১২,৩৪৫	২২০	আধাপাকা-৫৫৫	৫,৯৮০
	চরগোয়ালিনী	১২,৫৬০	১১,৮৬০	১৭৫	আধাপাকা-৫২৫	১০,১০৫
	পৌরসভা	৬,৬৬৬	৪,৬৯২	১,৯৭৪	নাই	৭,৩০৬
মোট	উপজেলা	১,৩৫,২৬৭	১,০৮,৭৫৬	১১,৫৯১	আধাপাকা-৪,৪৪০, সেমী পাকা-৯,৮৯৫, ঝুপড়ী-৩৫, ছাপড়া-১২০	৪৯,২১৬

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও মোঃফজলুল করিম, ইউপি সচিব, ০১৭১৬-৮৬৪৭৫৩ ইসলামপুর।

- **পানিঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় খাবার পানির প্রধান উৎস হলো ব্যক্তিগত নলকূপ । এই উপজেলায় ১০০% লোক নলকূপের পানি ব্যবহার করে। উপজেলায় মোট নলকূপের সংখ্যা **৫১,১৪৪** টি । যদিও সরকার ও কিছু দাতা সংস্থা এই গভীর নলকূপ গুলো স্থাপন করেছে। আবার এই নলকূপ গুলোর মধ্যে মাত্র **৩১,৫৫৩**টি বন্যা লেভেলের উপরে । উল্লেখ্য যে, উপজেলায় বন্যার সময় ব্যবহারের উপযোগী থাকে **৩১,৫৭৩**টি নলকূপ।

ছক-৮: খাবার পানির উৎস , নলকূপের সংখ্যা ও কত শতাংশ পরিবার ভিত্তিক পানি ব্যবহারের হার

ইউনিয়নের নাম	পানি সংক্রান্ত					
	খাবার পানির উৎস্য কি কি	নলকূপের সংখ্যা	নষ্ট নলকূপের সংখ্যা	কয়টি বন্যা লেভেলের উপরে	বন্যার সময় কয়টি ব্যবহার উপযোগি থাকে	কত শতাংশ পরিবার নলকূপের পানি ব্যবহার করে
কুলকান্দি	নলকূপ	১,১৫০	৫৭	১২২	১২২	১০০%
বেলগাছা	নলকূপ	২,৫০০	৭৫	১,১০০	১,১০০	১০০%
চিনাডুলী	নলকূপ	**৬৫০**	**২০**	**২৫**	**২৫**	**১০০%**
সাপধরী	নলকূপ	**১,৬০০**	**১৫০**	**১১০**	**১১০**	**১০০%**
নোয়ার পাড়া	নলকূপ	**৫,৪১০**	**২২০**	**১,০৫৪**	**১,০৫৪**	**১০০%**
ইসলামপুর সদর	নলকূপ	**৩,৭০০**	**৩২০**	**৮২০**	**৮০০**	**১০০%**
পার্থশী	নলকূপ	৩,১০০	২০০	১,৭৫০	১,৭০০	১০০%
পলবান্ধা	নলকূপ	২,৬০০	১২০	১,০০০	১,০০০	১০০%
গোয়ালেরচর	নলকূপ	১,০৮৪	৪৪	৪২৫	৬১৫	১০০%
গাইবান্ধা	নলকূপ	৫,৩০০	২৫	৩,২০০	৩,২০০	১০০%
চরপুঠিমারী	নলকূপ	৮,২৪০	৩৩	৭,১২০	৭,১২০	১০০%
চরগোয়ালিনী	নলকূপ	৯,৪৫০	৫৫	৯,১০০	৯,১০০	১০০%
পৌরসভা	নলকূপ	**৬,৩৬০**	**২৬**	**৫,৭২৭**	**৫,৭২৭**	১০০%
মোট		**৫১,১৪৪**	**১,৩৪৫**	**৩১,৫৫৩**	**৩১,৬৭৩**	**১০০%**

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও মোঃফজলুল করিম, ইউপি সচিব, ০১৭১৬-৮৬৪৭৫৩ ইসলামপুর।

- **পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় ৭৩% লোক স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। উপজেলায় মোট স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সংখ্যা ৩০,২১৬ টি । সরকার ও কিছু দাতা সংস্থা এই স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন গুলো স্থাপন করেছে। আবার এই স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন গুলোর মধ্যে মাত্র ১৩, ৭৩০টি বন্যা লেভেলের উপরে । উল্লেখ্য যে, উপজেলায় বন্যার সময় ব্যবহারের উপযোগী থাকে ১৫, ১৭৯টি ।

ছক-৯: স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সংখ্যা ও বন্যার সময় ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিনের সংখ্যা

ইউনিয়নের নাম	পয়ঃনিষ্কাশন			
	স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সংখ্যা	বন্যা লেভেলের উপরে কতটি	বন্যার সময় ব্যবহার করা যায় কয়টি	
কুলকান্দি	১,২৩০	১১৫	১১৫	
বেলগাছা	৩২৫	২১০	২০০	
চিনাডুলী	**৫৩০**	**২০০**	**২০০**	
সাপধরী	**১২০**	**১০০**	**১০০**	
নোয়ার পাড়া	**৫,০২৩**	**৯৯৫**	**৯৯৫**	
ইসলামপুর সদর	**২,১০০**	**৫৩০**	**৫৩০**	
পার্থশী	৬৫০	৪৫৫	৪৫০	
পলবান্ধা	২,৭৮০	৪০০	৪০০	
গোয়ালেরচর	২,১২০	৯৫৪	৯৫৪	
গাইবান্ধা	৪,৭৯০	১,১২০	১১২০	
চরপুঠিমারী	৫,৩৫০	৬,১২৪	৬১২৪	
চরগোয়ালিনী	২,৪২০	১,৮৭০	১৮৭০	
পৌরসভা	**২,৭৭৮**	**৬৫৭**	**২১২১**	
	৩০,২১৬	**১৩,৭৩০**	**১৫,১৭৯**	

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও **মোঃফজলুল করিম, ইউপি সচিব, ০১৭১৬-৮৬৪৭৫৩ ইসলামপুর ।**

❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ১২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০ টি কলেজ এবং ৫৮টি মাদ্রাসা রয়েছে । সংযুক্তিঃ ৭-এ প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী নাম, শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, কোথায় অবস্থিত এবং সেটা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় কি না, তা টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা শিক্ষক মিটিং এ উপস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, কলেজ অধ্যক্ষ, বিভিন্ন মাদ্রাসা সুপার ও সরজমিনে পরিদর্শন ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ

- **মসজিদঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মোট মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৪১৪ টি । ৪১৪ টি মসজিদের মধ্যে ইসলামপুর সদর ইউনিয়নে ৩২টি, ইসলামপুর পৌরসভায় ৬০টি, কুলকান্দি ইউনিয়নে ১৬টি, বেলগাছা ইউনিয়নে ২৯টি, চিনাডুলী ইউনিয়নে ৩৬টি, সাপধরী ইউনিয়নে ১৮টি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ২৮ টি, পার্থশী ইউনিয়নে ৪২ টি, পলবান্ধা ইউনিয়নে ২০টি, গোয়ালেরচর ইউনিয়নে ৩৭টি, গাইবান্ধা ইউনিয়নে ৪৫টি, চরপুঠীমারী ইউনিয়নে ১৫টি এবং চরগোয়ালিনী ইউনিয়নে ৩৬টি মসজিদ রয়েছে। মসজিদ গুলির মধ্যে কিছু কিছু মসজিদে অজুখানা নেই, যার কারনে মুসল্লিদের অজু করতে সমস্যা হয়। কিছু মসজিদের ল্যাট্রিন নেই আবার ল্যাট্রিন থাকলেও নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু মসজিদের মূল ঘর ও বারান্দার চাল সংস্কার / মেরামত করা খুব প্রয়োজন।

সংযুক্তিঃ ৮-এ ইউনিয়ন ভিত্তিক মসজিদ ও মন্দিরের নাম, কোথায় অবস্থিত এবং বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ, ইমাম, এলাকার জনসাধারন ও সরজমিনে পরিদর্শন।

- **মন্দির/গীর্জাঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মন্দিরের সংখ্যা ৮টি এবং গীর্জা একটি ও নাই। ৮টি মন্দিরের মধ্যে ইসলামপুর পৌরসভায় ০৩টি, কুলকান্দি ইউনিয়নে ০১টি, বেলগাছা ইউনিয়নে ০১টি, চিনাডুলী ইউনিয়নে ০১টি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ০১ টি এবং পার্থশী ইউনিয়নে ০১ টি মন্দির রয়েছে।

তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ, পুরহিত, এলাকার জনসাধারন ও সরজমিনে পরিদর্শন।

- **ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্ মাঠ)ঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় সরকারী ও বেসরকারী মিলে সর্বমোট ঈদগাঁহ্ সংখ্যা ৮১ টি । এই ৮১টি ঈদগাঁহের মধ্যে ইসলামপুর সদর ইউনিয়নে ৩টি, ইসলামপুর পৌরসভায় ৬টি, কুলকান্দি ইউনিয়নে ৪টি, বেলগাছা ইউনিয়নে ৪টি, চিনাডুলী ইউনিয়নে ১২টি, সাপধরী ইউনিয়নে ২টি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ৬ টি, পার্থশী ইউনিয়নে ৬ টি, পলবান্ধা ইউনিয়নে ৫টি, গোয়ালেরচর ইউনিয়নে ৯টি, গাইবান্ধা ইউনিয়নে ১১টি , চরপুঠীমারী ইউনিয়নে ৭টি এবং চরগোয়ালিনী ইউনিয়নে ৬টি ঈদগাঁহ্ রয়েছে।

সংযুক্তিঃ ৯-এ ইউনিয়ন ভিত্তিক ঈদগাঁহের নাম, কোথায় অবস্থিত এবং বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ, ইমাম, এলাকার জনসাধারন ও সরজমিনে পরিদর্শন।

- **স্বাস্থ্য সেবাঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ৪৪ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এর ভিতরে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১ টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ০৩ টি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক (সিসি) ৪০ টি । ৪০ টি সিসির মধ্যে ইসলামপুর সদর ইউনিয়নে ৫টি, ইসলামপুর পৌরসভা ৫টি, কুলকান্দি ইউনিয়নে ১টি, বেলগাছা ইউনিয়নে ২টি, চিনাডুলী ইউনিয়নে ৩টি, সাপধরী ইউনিয়নে ২টি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে ৩ টি, পার্থশী ইউনিয়নে ৩ টি, পলবান্ধা ইউনিয়নে ১টি, গোয়ালেরচর ইউনিয়নে ৩টি, গাইবান্ধা ইউনিয়নে ৪টি , চরপুঠীমারী ইউনিয়নে ৪টি এবং চরগোয়ালিনী ইউনিয়নে ৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে।

সংযুক্তিঃ ১০-এ ইসলামপুর উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম, কোথায় অবস্থিত, ডাক্তার / নার্স সংখ্যা, সেবার মান এবং স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলো।

তথ্য সূত্রঃ ইউএইচএফপিও এর কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকার জনসাধারন।

- **ব্যাংকঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ব্যাংকের সংখ্যা ৮টি । ব্যাংকগুলো হলো কৃষি, সোনালী, জনতা, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক । ব্যাংক গুলো গ্রাহকের টাকা লেনদেন, ডিপোজিট স্কিম, কৃষি ঋণদান, এস এম ই লোন ইত্যাদি সেবাপ্রদান করে থাকে।

ছক-১০: ব্যাংকের নাম, কোথায় অবস্থিত এবং সেবার মান

উপজেলার নাম	ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	কোথায় অবস্থিত	সেবার মান
ইসলামপুর		সোনালী ব্যাংক	ইসলামপুর সদর	সন্তোষজনক
		জনতা ব্যাংক	ইসলামপুর সদর	সন্তোষজনক
		অগ্রণী ব্যাংক	ইসলামপুর সদর	সন্তোষজনক
		রূপালী ব্যাংক	ধমকুড়া	সন্তোষজনক
		কৃষি ব্যাংক	থানার মোড়	সন্তোষজনক
		কৃষি ব্যাংক	গুঠাইল বাজার	সন্তোষজনক
		ডাচ বাংলা ব্যাংক	দিনুয়ার মোড়	সন্তোষজনক
		কৃষি ব্যাংক	পার্থশী ইউনিয়ন	সন্তোষজনক

তথ্য সূত্রঃ ব্যাংক হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

- **পোস্ট অফিসঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ১৭টি পোষ্ট অফিস রয়েছে। এ পোষ্ট অফিসগুলো গ্রাহকের পোষ্টাল সার্ভিস, ক্যাশ কার্ড সার্ভিস, মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, সেভিংস ব্যাংক ও চিঠি আদান-প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে।

ছক-১১: পোষ্ট অফিসের নাম, কোথায় অবস্থিত এবং সেবার মান

ক্রঃনং	পোষ্ট অফিসের নাম	কোথায় অবস্থিত	সেবার মান
	গজ্জাপাড়া	গজ্জাপাড়া	মোটামুটি
	গোয়ালেরচর	গোয়ালেরচর	মোটামুটি
	ঢেংগাড়গড়	ঢেংগাড়গড়	মোটামুটি
	পলবান্ধা	পলবান্ধা	মোটামুটি
	পোড়ারচর	পোড়ারচর	মোটামুটি
	পঁচাবহলা	পঁচাবহলা	মোটামুটি
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	মোটামুটি
	মালমারা	মালমারা	মোটামুটি
	কান্দারচর	কান্দারচর	মোটামুটি
	মোশারফগঞ্জ	মোশারফগঞ্জ	মোটামুটি

সিরাজাবাদ	সিরাজাবাদ	মোটামুটি
চিনাডুলী সাব পোষ্ট অফিস	চিনাডুলী	মোটামুটি
হাড়গিল বাজার সাব পোষ্ট অফিস	হাড়গিল বাজার	মোটামুটি
মুক্তির বাজার সাব পোষ্ট অফিস	মুক্তির বাজার	মোটামুটি
কুলকান্দি সাব পোষ্ট অফিস	কুলকান্দি	মোটামুটি
বেলগাছা সাব পোষ্ট অফিস	বেলগাছা	মোটামুটি
বীরনন্দনের পাড়া সাব পোষ্ট অফিস	বীরনন্দনের পাড়া	মোটামুটি

তথ্য সূত্রঃ পোস্ট অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

- **ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় ছোট বড় মিলে সর্বমোট ৮ টি ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র রয়েছে। এগুলো সাধারনত খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধরনের বিনোদন ছাড়া অন্য কোন সমাজ সেবা বা উন্নয়নমুলক কাজে সহায়তা করে না, তবে দুর্যোগের সময় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে। নিম্নে টেবিলে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

ছক-১২: ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম এবং সমাজ সেবায় তাদের ভূমিকা

ইউনিয়নের নাম	ক্রমিক নং	ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র		
		ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	কোথায় অবস্থিত	কোন সমাজ সেবা/উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কি না
বেলগাছা		মুন্নিয়া তরুণ ক্রিড়া সংগঠন	মুন্নিয়া/ দক্ষিণ; ৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		মধ্য বরুল আশার আলো ক্লাব	মধ্য বরুল; ৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
পার্থশী		নবদিগন্ত স্পোটিং ক্লাব	পার্থশী	না
চরগোয়ালিনী		যুব উন্নয়ন সমিতি	কান্দারচর	হ্যাঁ
পৌরসভা		পপার ইয়ং ষ্টার ক্লাব	থানার মোড় নটার কান্দা	হ্যাঁ
		কিশোর ক্লাব	ধমকুড়া	হ্যাঁ
		শেখ রাসেল	ফকির পাড়া	হ্যাঁ
		কিশোর জাগরণী	ফকির পাড়া	হ্যাঁ

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা সমবায়, সমাজ সেবা অফিস ও সরজমিনে পরিদর্শন।

এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহঃ

ইসলামপুর উপজেলায় ৮ টি এনজিও আছে। এই এনজিও গুলো ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে। নিম্নে এনজিও গুলোর কাজ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

ছক-১৩: এনজিওর নাম, কাজের ধরণ এবং প্রকেল্পের মেয়াদকাল

ক্রমিক নং	এনজিও	কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
	আশা	ক্ষুদ্রঋণ, দূর্যোগ এর সময় সহায়তা প্রদান করা হয়	৩,৫০০ জন	চলমান
	ব্র্যাক	ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর অধিকার, আইনি সহায়তা, এবং দূর্যোগ এর সময় সহায়তা প্রদান করা হয়	৪,৬০০ জন	চলমান
	সাজেদা ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্রঋণ, প্রাইম প্রকল্প, দুর্যোগের সময় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়	৮,৩৮৫ জন	২০১৬ সাল চলমান
	সনির্ভর বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্য সহায়তা প্রকল্প, বন্যার সময় ক্যাম্প করে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়	স্যালাইন	প্রতিবছর করা হয়
	এন ডি পি	প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২,০০০	৩ বছর (২০১৬ পর্যন্ত চলমান)
	এস এস এস	ক্ষুদ্রঋণ	৫,৬০০	চলমান
	ই এস ডি ও	প্রশিক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৭,০০০	চলমান
	টি এম এস এস	ক্ষুদ্রঋণ	৪,৩০০	চলমান

তথ্য সূত্রঃ চাঁদ মাহমুদ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ০১৭৩০-০৯৮৫১৬, মোঃ ইউনুস আলী ভূঁইয়া, ০১৭৩০-৩৪৭৩৭৪, মোঃ শাহ আলম, ০১৭৭৭-৭৭১৬৬৬, আবজাল হোসেন, ম্যানেজার, ০১৭১৬-২৯২৩৭৯ ও সরজমিনে পরিদর্শন।

● খেলার মাঠঃ

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ১২টি খেলার মাঠ রয়েছে। এ মাঠ গুলোর বেশীর ভাগই নিচু এবং বন্যায় মাঠ গুলো অর্ধ নিমজ্জিত থাকে । যার ফলে দূর্যোগের সময় উক্ত মাঠগুলো আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, তবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন, দূর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মহড়ার আয়োজন ইত্যাদি কাজে আসে।

ছক-১৪: খেলার মাঠের সংখ্যা, কোথায় অবস্থিতে এবং দুর্যোগের সময় কিভাবে কাজে লাগে

ইউনিয়নের নাম	ক্রমিক নং	খেলার মাঠ		
		কোথায় অবস্থিত	দুর্যোগের সময় কোন কাজে লাগবে কি না	কিভাবে কাজে লাগবে
কুলকান্দি	১.	কুলকান্দি এস এন উচ্চ বিদ্যাঃ খেলার মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে
	২.	কুলকান্দি হেদায়তিয়া সিঃমাদ্রসা খেলার মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে
চিনাডুলী	৩.	গুঠাইল হাই স্কুল মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
	৪.	ডেবরাই পেচ স্কুল মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
সাপধরী	৫.	সাপধরী উচ্চ বিদ্যাঃ মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
পার্থশী	৬.	মলমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
পলবান্ধা	৭.	সিরাজাবাদ স্কুল মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে কাজে লাগবে, তবে মাঠটি উঁচু করতে হবে কারণ বন্যার সময় প্লাবিত হয়
গোয়ালেরচর	৮.	কাছিমারচর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে কাজে লাগবে, কিন্তু ৪ ফুট উঁচু করতে হবে
পৌরসভা	৯.	ধমকুড়া হামেদ আলী মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
	১০.	ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
	১১.	ইসলামপুর নেকজাহান মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ল মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
	১২.	ইসলামপুর মডেল বিশ্ব বিদ্যালয় মাঠ	হ্যাঁ	আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়

তথ্য সূত্রঃ ধর্মীয় নেতা, জনসাধারণ ও সরজমিনে পরিদর্শন।

➢ কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটঃ

- **কবরস্থানঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় সরকারী, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ১৮টি কবরস্থান রয়েছে। এই উপজেলায় কিছু কবরস্থান বন্যার সময় পানিতে তলিয়ে যায়। নিম্নে টেবিলে বিস্তারিত দেয়া হলোঃ

ছক-১৫: কবরস্থানের নাম কোথায় অবস্থিত এবং বন্যা লেভেলের উপরে কিনা

ইউনিয়নের নাম	ক্রমিক নং	কবরস্থান	
		কোথায় অবস্থিত	বন্যা লেভেলের উপরে কি না
কুলকান্দি	১.	কুলকান্দি কবরস্থান	না
	২.	মধ্যপাড়া কবরস্থান	না
বেলগাছা	৩.	ধনতলা কবরস্থান	হ্যাঁ
চিনাডুলী	৪.	গুঠাইল মিয়াবাড়ী সরকারী কবরস্থান	হ্যাঁ
	৫.	গিলাবাড়ী কবরস্থান	হ্যাঁ
সাবধরী	৬.	মন্ডল পাড়া কবরস্থান	হ্যাঁ
পার্থশী	৭.	পার্থশী সরকার বাড়ী কবরস্থান	হ্যাঁ
	৮.	পার্থশী মন্ডল পাড়া কবরস্থান	হ্যাঁ
	৯.	মুখশিমলা প্রধান বাড়ী কবরস্থান	হ্যাঁ
	১০.	লাউদত্তা খান বাড়ী কবরস্থান	হ্যাঁ
গোয়ালেরচর	১১.	কাছিমারচর আকন্দ বাড়ী কবরস্থান	হ্যাঁ
	১২.	মোহাম্মদপুর ছাহের আলী বাড়ী কবরস্থান	হ্যাঁ
গাইবান্ধা	১৩.	পোড়ার চর কবরস্থান	হ্যাঁ
	১৪.	সরকার পাড়া কবরস্থান	হ্যাঁ
	১৫.	তেঘরিয়া কবরস্থান	হ্যাঁ
	১৬.	শাহ পাড়া কবরস্থান	হ্যাঁ
চরগোয়ালিনী	১৭.	কান্দারচর কবরস্থান	হ্যাঁ
পৌরসভা	১৮.	ধমকুড়া ৭নং	হ্যাঁ

তথ্য সূত্রঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন, ইউ আই এস সি, ০১৭১৭-৪৯৯৮৩১মোঃ আঃ হালিম, ইউপি সচিব, ০১৭৩৪-৩৫২৪৭৪ **এবং সরজমিনে পরিদর্শন ও দলীয় আলোচনা।**

- **শ্মশান ঘাটঃ**

ইসলামপুর উপজেলায় ৫ টি সরকারী শ্মশানঘাট রয়েছে। এই উপজেলায় একটি শ্মশানঘাট নিচু এবং বন্যার সময় পানিতে তলিয়ে যায়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হলোঃ

ছক-১৬: শ্মশানঘাট কোথায় অবস্থিত এবং বন্যা লেভেলের উপরে কিনা

ইউনিয়নের নাম	ক্রঃ নং	শ্মশানঘাট	
		কোথায় অবস্থিত	বন্যা লেভেলের উপরে কি না
পৌরসভা	১.	বেপাড়ী পাড়া শ্মশান স্থান	হ্যাঁ
	২.	অষ্টিমি শ্মশান স্থান	হ্যাঁ
	৩.	ফকির পাড়া শ্মশান স্থান	হ্যাঁ
গাইবান্ধা	৪.	কড়াইতলা নামা পাড়া নদীর পাড় শ্মশান ঘাট	হ্যাঁ
পার্থশী	৫.	পার্থশী ঘোষ পাড়া শ্মশানঘাট	বন্যার পানি উঠে এটা উঁচু করতে হবে

তথ্য সূত্রঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন, ইউ আই এস সি, ০১৭১৭-৪৯৯৮৩১মোঃ আঃ হালিম, ইউপি সচিব, ০১৭৩৪-৩৫২৪৭৪, **সরজমিনে পরিদর্শন ও দলীয় আলোচনা।**

- **যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ**

ইসলামপুর উপজেলার জনগণ যোগাযোগ করা জন্য স্থলপথ ও নদীপথ ব্যবহার করে । স্থলপথে /রাস্তা চলা চলের জন্য ভ্যান, মটরসাইকেল, নছিমন এবং নদীপথে চলাচলের জন্য নৌকা ব্যবহার করে। উপজেলায় মোট ভ্যানের সংখ্যা আনুমানিক ৭৫১ টি, অটো সংখ্যা আনুমানিক ৪২২ টি, নছিমন সংখ্যা আনুমানিক ৪৭০ টি, নৌকা সংখ্যা আনুমানিক ৪৭২ টি এবং অন্যান্য গাড়ি ১,৮৪০টি। যা টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

ছক-১৭: যোগযোগ এর মাধ্যম হিসাবে কি কি ধরণের কতগুলি যানবাহন আছে

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	যোগাযোগের মাধ্যম	ইউনিয়নে কি ধরণের যানবাহন কতগুলি আছে										
			বাস	ট্রাক	মাইক্রো	কার	সিএনিজি /টেম্পু	অটো	নৌকা	রিক্সা	ভ্যান	নছিমন	অন্যান্য
	কুলকান্দি	সড়ক ও নৌপথ	-	-	-	-	-	১	৬	২০	১৫	০২	বাইক ৫০টি
	বেলগাছা	রাস্তা ও নৌপথ	-	-	০২	-	১৫/০১	১০	২৫	৫০	৩০	৫৫	বাইক ১৫টি
	চিনাডুলী	রাস্তা ও নৌকা	-	-	-	-	১৬	৪৫	৩০	৩৫০	১৮০	১২০	বাইক ৩০টি
	সাপধরী	নদীপথ	-	-	-	-	-	-	১২০	-	-	-	-
	নোয়ার পাড়া	রাস্তা ও নৌকা	-	-	-	-	০২	১৫	৫২	২৫	১২০	-	বাইক ১১০ টি
	ইসলামপুর সদর	**সড়ক ও নৌকা**	-	-	-	-	২০	৪৫	১০	৭০	৩০	৮০	বাইক ১৫টি
	পার্থশী	রাস্তা	-	-	০২	-	১০/০৩	৩৫	০৯	৩০০	৫০	১০০	বাইক ২৫টি
	পলবান্ধা	রাস্তা	-	-	-	-	১০	২০	-	৮৫	১০০	৫০	বাইক ৭৫টি
	গোয়ালেরচর	রাস্তা	-	-	-	-	-	-	১৫	-	৬	-	বাইক ১১৫টি
	গাইবান্ধা	রাস্তা ও নদী	-	-	-	-	-	-	১০৫	-	৫০	-	বাইক ৫৬০টি
	চরপুঠিমারী	রাস্তা ও নদী	-	-	-	-	-	০৯	৫৫	৫৫	১৮	০৮	বাইক ২৫০টি
	চরগোয়ালিনী	রাস্তা ও নদী	-	-	-	-	-	--	৪৫	-	০৭	-	বাইক ৪৫০টি
	পৌরসভা	রাস্তা	০২	১১	০৮	১৬	১৮	২৪২	-	৪২৪	১৪৫	৫৫	বাইক ১৪৫টি
মোট			০২	১১	১২	১৬	৯১/৪	৪২২	৪৭২	১৩৭৯	৭৫১	৪৭০	১৮৪০টি

তথ্য সূত্রঃ শ্রমিক সমিতি থেকে নেওয়া হয়েছে।

- **বন ও বনায়নঃ**

বর্তমানে মানবসৃষ্ট কারন ও প্রাকৃতিক বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। ইসলামপুর উপজেলায় উল্লেখ্যযোগ্য কোন বনাঞ্চল নাই। তবে এলাকায় পাকা-কাঁচা রাস্তা, বাঁধ, বসতবাড়ীর চারপাশ, রাস্তার দু'পাশ দিয়ে কিছু সামাজিক বনায়ন পরিলক্ষিত হয়। ইসলামপুর উপজেলাতে মোট ২৫-৩৫ প্রকারের গাছ রয়েছে তার মধ্যে ইউক্যালিপ্টাস, শিশু, বাবলা, মেহগনী, আকাশমনী, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, নিম, মেহগনি অন্যতম। বিভিন্ন ধরনের গাছ সরকারী উদ্যোগেও লাগানো হয়েছে। ইসলামপুর উপজেলাতে সরকারী-বেসরকারী ও ব্যাক্তি উদ্যোগে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার বনায়ন করা হয়েছে।

ছক-১৮: বনায়ন এর জন্য কি কি গাছ আছে তার বিবরণ

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	কোন বনাঞ্চল আছে কি না	কত একর এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল আছে	কি কি গাছ আছে	সরকারী /এনজিও বা ব্যক্তির উদ্যোগে বনায়ন করা হয়েছে কি না (হ্যাঁ হলে নাম লিখুন)
০১	ইসলামপুর	আছে	৩৫কি.মি.	ইউক্যালিপ্টিস, শিশু, বাবলা, মেহগুনী, আকাশমনী, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, নিম ও মেহগনি	বন বিভাগের তথ্যমতে উক্ত এলাকায় সরকারী-বেসরকারী ও ব্যাক্তি উদ্যোগে বেশ কিছু রাস্তার দু'পাশে বনায়ন করা হয়েছে।

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা বন বিভাগ ও সরেজমিনে পরিদর্শন

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ

- **বৃষ্টিপাতের ধারাঃ**

এই এলাকায় বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় একই রকম। এই অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,১৭৪ মি.মি.। ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০০৭ সালের পর দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১, ৬, ৫ এবং ৬ মি.মি-এর অধিক। কিন্তু এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদন কম হচ্ছে। সেইসাথে ফসলের রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। অসময়য়ে বৃষ্টিপাত বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশ্বিন-অগ্রাহায়ন পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হয় ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শীত মৌসুমেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ফলে ফসলের চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলোঃ

ছক-১৯: মৌসুম অনুযায়ী বৃষ্টিপাতের ধারা

মোট বৃষ্টিপাতের পরিমান	কোন মৌসুমে কেমন বৃষ্টি পাত হয়												কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	
১,০১৩মি.মি.	১৬১ মি.মি.	১২৬ মি.মি.	১৪৬ মি.মি.	২৫৩ মিঃমি	১০৪ মি.মি.	২১৯ মি.মি.	-	৪ মি.মি.					২,০১১-১৫২৩মি.মি. ২০১২-১২৪৮মি.মি. ২০১৩-১০৬২মি.মি. সুতারাং পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তথ্য সুত্রঃ বিবিএস-২০১১, এফজিডি, কে আই আই ও সাধারণ জনগণ।

- **তাপমাত্রাঃ**

ইসলামপুরে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৩.০° সে. ও ১২.০° সে.। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা থাকে ২৮.৩° সেঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৮.৩°সে. থাকে ।এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ-এ ঝুঁকি আরো বাড়বে। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত লোক বিকল্প পেশা হিসেবে পোল্ট্রি ফার্ম ব্যবসা, গবাদিপশুপালন চালু করেছিল তাদের এই ব্যবসাও ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

ছক-২০: মৌসুম অনুযায়ী তাপমাত্রার বিবরণ

গড় তাপমাত্রা	কোন মৌসুমে কেমন তাপমাত্রা												কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	
২৮.৩ ডিগ্রি সে.	৩৪.৬	৩৪.৬	৩৭.৬	৩৮.১	৩৬.২	৩৫.১	৩০.০০	২৮.২	২১.৩	১৫	২৫	২৭.৩	

তথ্য সুত্রঃ বিবিএস-২০১১, এফজিডি, কে আই আই ও সাধারণ জনগণ।

- **ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরঃ**

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুই বার পানির স্তর পরিমাপ করা জন্য জরিপ চালানো হয়। এ-অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল মাসে এই স্তর ২৮-৩০ ফুটের মধ্যে থাকে এবং মে মাসে এই পানির স্তর আরও নিচে নেমে যায়। মে মাসে এই স্তর থাকে ৩০-৩৫ ফুটের মধ্যে। এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর না-কমলেও দিন দিন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ।

ছক-২১: বিগত পাচঁ বছরে পানির স্তরের অবস্থা

পানির স্তর কত ফুট নিচে	পানির স্তরের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা	বিগত পাঁচ বছরের পানির স্তর					শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির সংকট হয় কি না	শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির সংকট হয় কি না	মন্তব্য
		২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮			
৩০-৩৫	হ্যাঁ	৩০-৩৫	২৮-৩০	২৮-৩০	২৬-২৭	২৫-২৭	না	হ্যাঁ	

তথ্য সুত্রঃ জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর।

১.৪.৪ অন্যান্যঃ

• ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ৩৫,৩৬৭ হেক্টর জমি আছে । যার মধ্যে আবাদী জমির পরিমান ২৫,৩২২ হেঃ, অনাবাদী জমি ২৮,৪১১ হেঃ, একফসলী জমি ১,০২৫ হেঃ, দু'ফসলী জমি ২৬,৩১০ হেঃ ও তিন ফসলী জমি ৭,৯২৭ হেঃ এবং বসতি জমির পরিমান ৬, ৯৫৬হেঃ

ছক-২২: ভুমি ও ভূমির ব্যবহার

মোট জমির পরিমান	আবাদি	অনাবাদী	এক ফসলী	দু-ফসলী	তিন ফসলী	বসতি এলাকার পরিমান	মন্তব্য
৩৫,৩৬৭ হেঃ	২৫,৩২২ হেঃ	২৮,৪১১ হেঃ	১,০২৫ হেঃ	২৬,৩১০ হেঃ	৭,৯২৭ হেঃ	৬,৯৫৬ হেঃ	আবাদি জমি বেশি কিন্তু বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়

তথ্য সূত্রঃ মোঃ মোজ্জাম্মেল হক
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা,
মোবাঃ ০১৭৬৩-৯৬৩০৮২

• কৃষি ও খাদ্যঃ

ইসলামপুর উপজেলার প্রধান ফসল ধান, গম, পাট, ভুট্রা ও মরিচ। এই এলাকার মানুষের প্রধান খাবার ভাত ও রুটি এছাড়াও মাছ, মাংস, সবজি ও নানা রকম ফল-মূল তাদের খাদ্যাভ্যাসের মূল উপাদান। এ উপজেলায় মানুষের খাদ্যাভাস সকালে ১ বার, দুপরে ১ বার ও রাতে ১ বার ।

ছক-২৩: কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান

প্রধান প্রধান ফসল কি কি	বিগত ১০ বছরের উৎপাদনের পরিসংখ্যান (মেঃটন)										প্রধান খাদ্য সমূহ
	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	
ধান	১৫২,৬৮০	১৯ ৯২,০৪২	২০৩,১৬৩	১৬৬,৮২২	১৬১,০২৩	১১৩,৫৬৫	১১৮,৩৫৪	৯৭,৪১৬	৩২,৭০৬	২৭,৩৬৭	
গম	৪,৫৮৪	২,২৯৬	২,০৬২	১,৭৫০	১,৮০০	২,৩৭৪	১,৪০০	৮৭০	৮৫০	৭৭০	
পাট	৯৪৪৬৬ বেল	১২০৩৮৯ বেল	১৩৩৪৫৭ বেল	৩৫২৮১ বেল	১৩৫৫০ বেল	২৯১৪ বেল	১১,৭৫০ বেল	৯৩৭৫ বেল	৫৩৪০ বেল	১৯৫৬ বেল	
ভুট্টা	৪৪২৪	২৯৭০	২৬০৭	২২৫০	১৯৮০	২৭৮৮	১,১৫৫	৭৫০	৬৭০	৬৫০	
মরিচ	৩৩৯১	৪০২৫	৩৯৬৫	৩৩৬০	১৮২০	৯১০	৫৮৭	৫৭৬	৫৫৪	৪৯০	
প্রধান প্রধান ফসল কি কি	বিগত ১০ বছরের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য										খাদ্যভাস
	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	
ধান	৭৫৫০ হেঃ	-	-	-	-	৬৫০০ হেঃ	৭৯০০ হেঃ	-	৩৫০ হেঃ	৪৫ হেঃ	
গম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পাট	-	-	-	-	-	-	-	-	১০৪ হেঃ	-	-
ভুট্টা	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
মরিচ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

তথ্য সূত্রঃ মোঃ মোজ্জাম্মেল হক

● নদীঃ

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ০২ টি নদী । নদী দু'টির নাম যথাক্রমে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র । এ নদী দুটির শাখা উপজেলার প্রায় সবকটি ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ছক-২৪: নদীর উপকার ও অপকার

উপজেলার মধ্যে বা পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নাম	নদীর উপকার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	নদীর অপকার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
যমুনা নদী	এই নদী থেকে জেলেরা জীবিকা নির্বাহ করে, জমিতে সেচ দেয় এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যোগাযোগ করে।	এই নদী তীরবর্তী ০৬টি ইউনিয়ন, যার ফলে বন্যার সময় গ্রাম প্লাবিত হয়, তারা নদী ভাঙ্গানের স্বীকার হয়।
ব্রহ্মপুত্র নদী	এই নদীতে প্রচুর মাছ থাকায় জেলেরা মাছ স্বীকার করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং জমিতে সেচ দেয় ।	ব্রহ্মপুত্র নদীর শাখার পূর্বে ০৫ টি ইউনিয়নের প্রায় সকল গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয় এর মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন প্রতি বছরই নদী ভাঙ্গানের স্বীকার হয়।

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা মৎস্য অফিসার।

● পুকুরঃ

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ১,১৫৩ টি পুকুর আছে । এ পুকুর গুলোতে বছরের সব সময় পানি থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ পুকুর সাধারণত মাছ চাষ করা জন্য ব্যবহার করা হয় ।

ছক-২৫: উপজেলার মোট পুকুর ও ব্যবহার উপযোগী পুকুরের সংখ্যা

উপজেলায় মোট পুকুর সংখ্যা	ব্যবহার হয় কতটি	ব্যবহার হয় না কতটি	পুকুরের উপকারীতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১,১৫৩টি	**১,০৩১টি**	**২২টি**	**পুকুরে মৎস্য চাষ করা হয়, পুকুরে হাঁস পালন করা, গোসল করা, কাপড় ধোয়া ও জমিতে সেচ দেওয়া যায় । মাছ বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়।**

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা মৎস্য অফিসার।

● খালঃ

ইসলামপুর উপজেলায় মোট ০৮টি খাল থাকলেও বর্তমানে সব কটি খাল সক্রিয় নয়। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট কারনে অনেক খাল বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নিচের টেবিলে বর্ণনা করা হলোঃ

ছক-২৬: উপজেলার খালের সংখ্যা এবং উপকারীতা ও অপকারীতা

ক্রঃ নং	উপজেলার মধ্যে বা পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালের নাম	খালের উপকার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	খালের অপকার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	চিনার চর হতে বেনুয়ারচর	বন্যার সময় পানি কম থাকা অবস্থায় মাছ চাষ করে, এছাড়াও ফসলী জমিতে সেচ দেয়।	-
	পিরিজপুর হতে লক্ষীপুর	বন্যার সময় পানি কম থাকা অবস্থায় মাছ চাষ করে, এছাড়াও ফসলী জমিতে সেচ দেয়।	-
	পশ্চিম বামনা হতে চর শিশুয়া	বন্যার পর পানি কম থাকায় মাছ চাষ করা হয়।	-
	কাচিহারা হতে ধমকুড়া পর্যন্ত	বন্যার পর পানি কম থাকায় মাছ চাষ করা হয়।	-
	পোড়ার চর হতে মরাকান্দি	বন্যার পর পানি কম থাকায় মাছ চাষ করা হয়।	-
	লাউদত্ত হতে বামনা পর্যন্ত ৫কি.মি.	এগুলোতে বাধঁ দিয়ে মাছ চাষ করা হয়।	-
	কান্দারচর হতে সাজেলেরচর পর্যন্ত ৪কি.মি.	এগুলোতে বাধঁ দিয়ে মাছ চাষ করা হয়।	-
	গোয়ালেরচর হতে মহলগীরি	এগুলোতে বাধঁ দিয়ে মাছ চাষ করা হয়।	-

তথ্য সূত্রঃ ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের নিকট থেকে।

● বিলঃ

ছক-২৭: ইসলামপুর উপজেলায় মোট বিল ৫টি, নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো

বিলের নাম	বিলের ব্যবহার (কয় ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে কিনা ইত্যাদি বর্ণনা)	বিলের উপকারীতা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
বাঁকা বিল	এক ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে ।	এই বিলে মাছ চাষ করা হয় ও ফসলী জমিতে সেচ দেওয়া হয়।
হলহলিয়া বিল	এক ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে ।	এই বিলে মাছ চাষ করা হয় ও ফসলী জমিতে সেচ দেওয়া হয়।
দেলির বিল	এক ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে ।	এই বিলে মাছ চাষ করা হয় ও ফসলী জমিতে সেচ দেওয়া হয়।

ভাঙ্গার বিল	এক ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে ।	এই বিলে মাছ চাষ করা হয় ও ফসলী জমিতে সেচ দেওয়া হয়।
খলিশাকুড়া বিল	এক ফসল হয়, সারা বছর পানি থাকে ।	এই বিলে মাছ চাষ করা হয় ও ফসলী জমিতে সেচ দেওয়া হয়।

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা ভূমি অফিসার।

● আর্সেনিক দুষণঃ

এলাকায় অগভীর নলকূপ গুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহার অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপ-গুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপ-গুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। । আশংকা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপ-গুলোতেও আর্সেনিক, আয়রনমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আর্সেনিক দূষণ মানচিত্র অনুযায়ী এ-অঞ্চলের ৫% টিউবওয়েল আর্সেনিক আক্রান্ত।

ছক-২৮: আর্সেনিক দুষণ আছে কি না এবং কত শতাংশ টিউবওয়েলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে তার বিবরণ

আর্সেনিক দুষণ আছে কি না	দুষণের মাত্রা	কত শতাংশ টিউবওয়েলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে	আর্সেনিকযুক্ত সবগুলি টিউবওয়েলে লাল চিহ্ন দেওয়া আছে কি না	আর্সেনিক দুষণের ফলে কি হচ্ছে
হ্যাঁ	০.১০%	৫%	না	আর্সেনিকোসেস

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

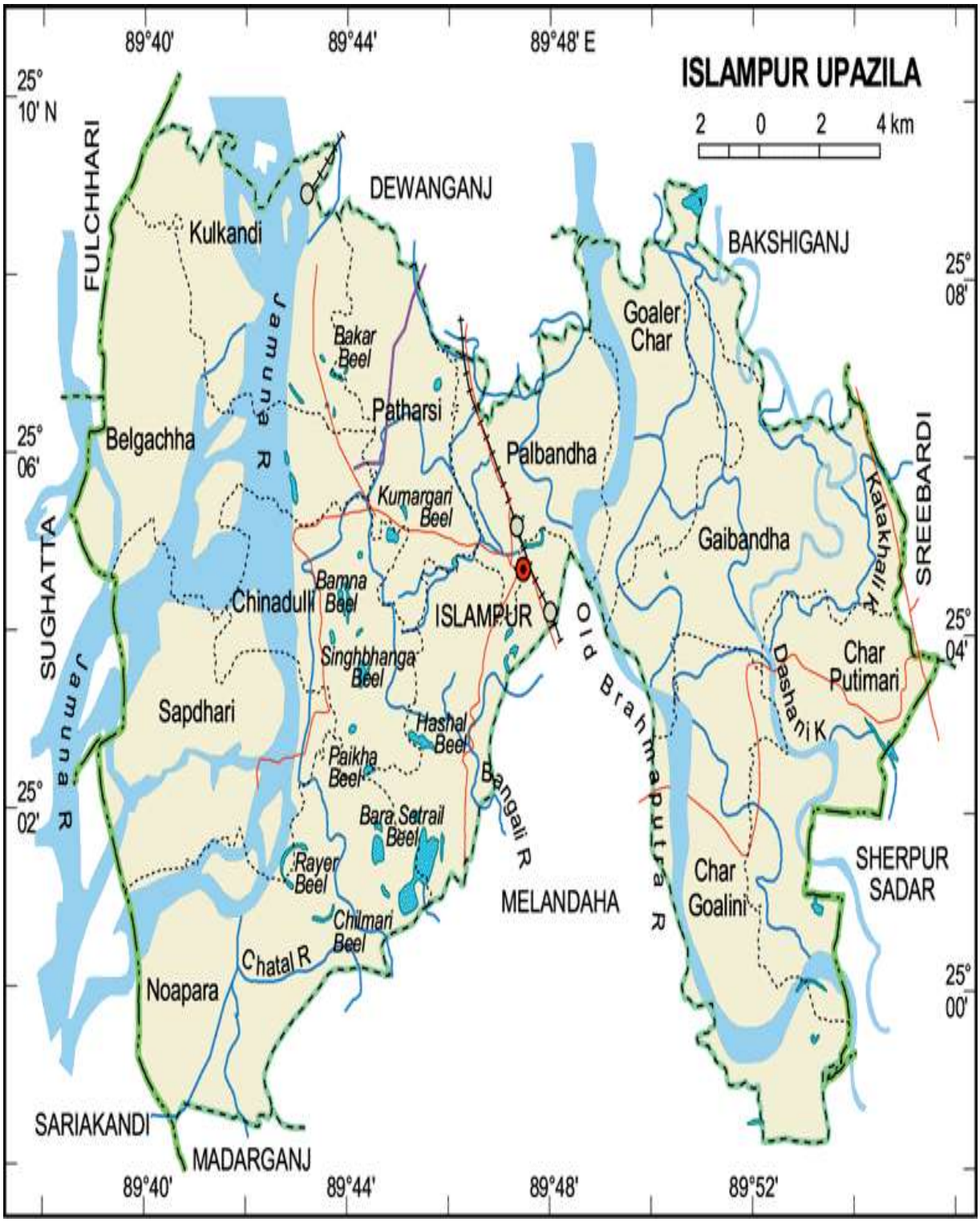
ISLAMPUR UPAZILA
2 0 2 4 km
89°40'
89°44'
89°48' E
89°48'
89°52'
25° 10' N
25° 08'
25° 06'
25° 04'
25° 02'
25° 00'
FULCHHARI
SUGHATTA
SREEBARDI
SHERPUR SADAR
SARIAKANDI
MADARGANJ
MELANDAHA
DEWANGANJ
BAKSHIGANJ
ISLAMPUR
Kulkandi
Belgachha
Sapdhari
Noapara
Chinadulli
Patharsi
Palbandha
Goaler Char
Gaibandha
Char Putimari
Char Goalini
Jamuna R
Jamuna R
Old Brahmaputra R
Bangali R
Chatal R
Dashani K
Katakhali K
Bakar Beel
Kumargari Beel
Bamna Beel
Singhbhanga Beel
Hashal Beel
Paikha Beel
Bara Setrail Beel
Rayer Beel
Chilmari Beel

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস (বিগত ১০ বছরের)ঃ

জামালপুর জেলার দুর্যোগ ঝুঁকি-সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে ইসলামপুর উপজেলা অন্যতম। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন দূর্যোগের সম্মুখীন হয় এই উপজেলা। বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, অতিবৃষ্টি, কালবৈশাখী সহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নদীর দু-কুল ভাসিয়ে উপজেলার ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়। তাছাড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ফলে উপজেলার নিম্ন এলাকার বসত বাড়ীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। যা প্রায় ১৫ থেকে ১ মাস স্থায়ী থাকে। নদীর নাব্যতার ফলে এ এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪ সালে ও ২০০৭ সালে দেখা গেছে উজান থেকে নেমে আসা ঢলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৩-৫ দিনের মধ্যে ইসলামপুর সহ সমগ্র জামালপুর জেলা প্লাবিত হয়ে যায়। বন্যার প্রকপে বসতবাড়ি তলিয়ে মানুষ গৃহহারা হয়ে যায়, শ্রোতের প্রকপে আধা কাঁচা ও কাঁচা ঘরবাড়ি বিলিন হয়ে যায়, ক্ষেতের ফসল ডুবে নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাট সহ সকল ধরনের অবকাঠামোর ক্ষতি হয়, সার্বিকভাবে জনজীবন বিপন্ন হয়ে উঠে। ইসলামপুরের সমগ্র এলাকায় দূর্যোগের ঘোষণা করা হয় এবং সরকারী ও বেসরকারীভাবে উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ

ছক-২৯: দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়
বন্যা	২০০১, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭, ২০১০,২০১৩	আনুমানিক প্রায় ১৩৮ কোটি	কৃষি, মৎস্য, ঘরবাড়ী, রাস্তা, ব্রীজ, আসবাপত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি
নদী ভাঙ্গন	২০০১, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯,২০১১,২০১২, ২০১৩	আনুমানিক প্রায় ৯৭ কোটি	ফসলী জমি, ঘরবাড়ী, রাস্তা, ব্রীজ, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি
কালবৈশাখী	২০০১, ২০০৩, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১	আনুমানিক প্রায় ৭ কোটি, ২২ লাখ	কৃষি, ঘরবাড়ী, গাছপালা, ফসল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি
খরা	২০০৬, ২০০৭, ২০১০	আনুমানিক প্রায় ১৫ কোটি, ৭ লক্ষ	ঘরবাড়ি, গাছপালা
অতিবৃষ্টি	২০০৯	আনুমানিক প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ	জীবন ও জীবিকা, রবিশষ্য, সবজি, রাস্তাঘাট
কুয়াশা ও শৈতপ্রবাহ	২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২	আনুমানিক প্রায় ৮৩ লক্ষ	জীবন ও জীবিকা, রবিশষ্য, সবজি, স্বাস্থ্য

তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

২.২ উপজেলার আপদ সমুহঃ

ছক-৩০: দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান, ঘটার সময় এবং ক্ষয়ক্ষতি এবং খাত সমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হলঃ

ক্রম #	আপদ	ক্রম #	অগ্রাধিকার
১	নদী ভাঙ্গন	১	বন্যা
২	বন্যা	২	নদী ভাঙ্গন
৩	ঘূর্ণিঝড়/ কালবৈশাখী	৩	কালবৈশাখী
৪	খরা	৪	কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ
৫	কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ	৫	খরা
৬	অতিবৃষ্টি	৬	অতিবৃষ্টি

তথ্য সূত্রঃ এফজিডি, এলাকার জনসাধারণ ও ইউনিয়ন পরিষদ।

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ণনাঃ

১. **বন্যাঃ** ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা ইসলামপুর উপজেলা । আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত বন্যা অব্যহত থাকে। যার ফলে এলাকার কৃষি, মৎস্য অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় । প্রতি বৎসর বন্যা হলেও ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪ এবং ২০০৭ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে বড়। বন্যার পানি সাধারণত ২০-২৫ দিন পর্যন্ত অবস্থান করে, ২০০৭ সালে ১ মাসেরও বেশী স্থায়ী ছিল। ২০০৭ সালে বন্যার সংকেত পাওয়ার ২ দিনের মধ্যে সমগ্র এলাকা প্লাবিত হয়ে যায় এবং মানুষ, গবাদীপশু অন্যত্র আশ্রয় নিতে শুরু করে।

২. **নদীভাঙ্গনঃ** ইসলামপুর উপজেলায় নদীভাঙ্গন সাধারণত কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, ইসলামপুর সদর, গাইবান্ধা ইউনিয়নে বেশি পরিলক্ষিত হয় । প্রতি বৎসর নদীভাঙ্গন অব্যহত থাকে। নদীভাঙ্গন হয় আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত। যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যপক হারে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয় । এছাড়া বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় এবং বহু আবাসস্থল বিলীন হয়ে যায় ।

৩. **শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশাঃ** ২০০০ সালের পর থেকে অত্র এলাকায় প্রতিবছর শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার প্রকপ দেখা যায়। প্রতিবছরই প্রায় ১০-১৫ দিন এর প্রভাব থাকে। শৈত প্রবাহের ফলে জন-জীবন তথা বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বেশী ক্ষতি হয়। এসময় তীব্র শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, এমনকি মানুষের প্রাণ হানি ঘটে। ঘন কুয়াশার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বীজ তলা নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, মানুষ, পশুপাখি ও মাছের রোগবালাই বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক ব্যপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে জামালপুর জেলায় প্রতি বছরই শীতের প্রকপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **কালবৈশাখীঃ** সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাস থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । ঝড়ে এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় । গাছপালা, পশুপাখি, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় । এই কাল বৈশাখী ঝড়ে পঙ্গুত্ব বেড়ে যায়। মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শিশু ,বৃদ্ধ ,ও প্রতিবন্ধী ও গর্ভবতীদের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয় । যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এলাকায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় হলেও ২০০৬ ও ২০০৯ সালের ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। ২০০৬ ও ২০০৯ সালের ঝড়ে এলাকার প্রায় ৪০-৫০ ভাগ আমন ধান, ২০ -৩০ ভাগ ফলের বাগান ও ৬০ ভাগ শাক-সবজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৫. **অতিবৃষ্টিঃ** অতি বৃষ্টির ফলে কৃষি ফসল, পশু-পাখি ও গাছপালার বেশি ক্ষতি হয় এবং মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ব্যহত হয়। জলবায়ুর পরিবরর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমে গেলেও প্রতি ২/৩ বছর পর পর অতি বৃষ্টি হয়ে থাকে।

৬. **খরাঃ** খরার প্রবণতা ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হয় এবং তা চৈত্র ও বৈশাখ মাস পর্যন্ত বেশী থাকে, আবার জৈষ্ঠ্য মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তা শেষ হয় । অত্যাধিক খরায় উক্ত এলাকার কৃষি ফসলের ক্ষতি ও গবাদী পশুর খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। খরার প্রভাব প্রতিবছরই কিছু কিছু বেড়ে চলেছে। ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং পুকুর শুকিয়ে গিয়ে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়, পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যবহারের পানির সংকট দেখা দেয়।

● ২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবেলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে।

সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভায়াবহতাকে হ্রাস করে।

ছক- ৩১: কোন কোন এলাকা কি কি কারণে কিভাবে বিপদাপন্ন তার বিবরণ

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
বন্যা	• শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর চলাচলের সমস্যা হয় • খাবারের সমস্যা হয় • শিশু খাবারের সমস্যা হয় • নিরাপদ পানির অভাব হয় • মানুষের বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দেয় • যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় • মৃত দেহের সৎকারেরর সমস্যা হয় • স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সমস্যা হয় • ঘর বাড়ী, বসতভিটা ডুবে যায় • ফসলের ক্ষতি হয় • গবাদী পশুর খাবার, স্থানান্তরের সমস্যা ও রোগব্যাধী দেখা দেয় • শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয় • আশ্রয় কেন্দ্রের সমস্যা	• এলাকার মানুষ পূর্বের তুলনায় বন্যা বিষয়ে অনেক সচেতন • যে কোন স্থানে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম আছে। • যোগাযোগ মাধ্যম সক্রিয় • অনেকের বন্যা মোকাবেলায় নিজস্ব সক্ষমতা রয়েছে • আবহাওয়া বার্তা যথাসময়ে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা আছে
নদীভাঙ্গন	• আশ্রয় নেয়ার জায়াগা পায় না • রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায় • বেকারত্ব/দারিদ্রতা বেড়ে যায় • বাড়ী ঘর নদীর মধ্যে চলে যায় • ফসলের জমি নদীর মধ্যে চলে যায় • খাবার সংকট দেখা দেয় • ডাক্তার বা চিকিৎসা সেবা পেতে সমস্যা হয়	• আগে থেকেই এলাকার মানুষ নদী ভাঙ্গনের লক্ষণ বুঝতে পারে • নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য এই উপজেলায় অবদা ও বেরি বাধঁ নির্মান করা হয়েছে। • নদী ভাঙ্গন-জনিত সমস্যার সাথে নিজেরা খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	• শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যাওয়ায় পড়া লেখা বন্ধ হয়	
খরা	• পানির অভাব দেখা দেয় • গাছপালা মারা যায় • গবাদী পশুর খাবারের সংকট হয় • মাছ চাষের সমস্যা হয় • প্রাণী কূলের মৃত্যু হয় • ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় • গরমের প্রভাবে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দেয়	• পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপের ব্যবস্থা রয়েছে।
অতিবৃষ্টি	• রাস্তা ঘাট ডুবে যায় • রাস্তা ঘাট ভেঙ্গে যায় • ফসল নষ্ট হয় • পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়	• কিছু পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে • ঘরে বসে কাজ করা মতো কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে
কালবৈশাখী ঝড়	• ফসল মাটিতে পরে ক্ষতি হয় • ঘর বাড়ী গাছপালা ভেঙ্গে যায় ও পরিবেশের ক্ষতি হয় • প্রাণ হানি ঘটে • মানুষ ও পশু পাখির ক্ষতি হয় • আগুন লেগে যায় • পঙ্গুত্ব বেড়ে যায় • বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়	• পূর্বের তূলনায় মানুষ এখন সচেতন • পর্যায়ক্রমে গাছপালা লাগানো হচ্ছে • বাড়ির চারপাশে গাছপালা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে • যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ মাধ্যম পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত • শেল্টার রয়েছে • আবহাওয়া বার্তা যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা আছে
শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	• পশু সম্পদের ক্ষতি হয় • কাজে যেতে না পারায় কাঁসারী শিল্পের উৎপাদন কম হয় • প্রাণ হানি ঘটে • পোল্ট্রি সম্পদের ক্ষতি হয় • ফসলের ক্ষতি হয় • রোগ বালাই বৃদ্ধি পায় • বীজতলা নষ্ট হয়	• শিশুদের নিউমনিয়ার টিকা প্রদানের ব্যবস্থা আছে • পোল্ট্রি চাষের জন্য ঘরে তাপ মাত্রা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে • সরকারী ও বেসরকারীভাবে গরীবদের মাঝে কিছু শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে।

তথ্য সূত্রঃ সকল ইউপি চেয়ারম্যান

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাঃ

ছক-৩২: কোন কোন গ্রাম কি কি কারণে কিভাবে সর্বাধিক বিপদাপন্ন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
বন্যা	ইউনিয়নঃ কুলকান্দি; ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩, ৪ ইউনিয়নঃবেলগাছা; ওয়ার্ড নং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইউনিয়নঃচিনাডুলী ; ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইউনিয়নঃ সাপধরী; ওয়ার্ড নং ১, ৫, ৯ ইউনিয়নঃনোয়ারপাড়া; ওয়ার্ড নং ২, ৪, ৭, ৮, ৯ ইউনিয়নঃইসলামপুর; ওয়ার্ড নং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ইউনিয়নঃ পার্থশী; ওয়ার্ড নং ১, ২, ৫, ৭, ৮, ইউনিয়নঃপলবান্ধা; ওয়ার্ড নং ১, ৩, ৫, ৬ ইউনিয়নঃ গোয়ালেরচর; ওয়ার্ড নং ১, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯ ইউনিয়নঃগাইবান্ধা; ওয়ার্ড নং ১, ২, ৫, ৯ ইউনিয়নঃ চরপুঠিমারী; ওয়ার্ড নং ১, ৩, ৭, ৮, ৯ ইউনিয়নঃ চরগোয়ালিনী; ওয়ার্ড নং ৩, ৫, ৭, ৮, ৯	• এলাকা নিচু • বসতভিটা নিচু • বন্যার আগাম সংকেত না পাওয়া • বাঁধ সংস্কার না করা • আবাদী জমি নিচু • বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নেই • বন্যা সহনশীল জাতের চাষাবাদ সম্পর্কে ধারণা নেই • বন্যা সময়ের পরিবর্তন	প্রায় ৫৭, ০০০ পরিবার
নদীভাঙ্গান	ইউনিয়নঃকুলকান্দি; ওয়ার্ড নং ৩, ৪, ৫, ২ ইউনিয়নঃবেলগাছা; ওয়ার্ড নং ৪, ৫, ৬, ৭ ইউনিয়নঃচিনাডুলী; ওয়ার্ড নং ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ইউনিয়নঃসাপধরী; ওয়ার্ড নং ২, ৫, ৮ ইউনিয়নঃ নোয়ারপাড়া; ওয়ার্ড নং ১, ২, ৪, ৭, ৮ ইউনিয়নঃ পার্থশী; ওয়ার্ড নং ১, ২ ইউনিয়নঃ পলবান্ধা; ওয়ার্ড নং ১, ৩, ৫, ৬	• বাঁধ না হওয়ার কারনে • নদীর গভীরতা কম • সঠিক সময়ে নদী খনন না করা • বাঁধ মেরামত না করা • আগাম সতর্ক সংকেত না	প্রায় ৩১, ০০০ পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	ইউনিয়নঃগোয়ালেরচর; ওয়ার্ড নং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইউনিয়নঃ গাইবান্ধা; ওয়ার্ড নং ১, ৬, ৯ ইউনিয়নঃ চরপুঠিমারী; ওয়ার্ড নং ১, ৮, ইউনিয়নঃগোয়ালিনী; ওয়ার্ড নং ৩, ৫, ৭	পাওয়ার কারনে ● প্রয়োজনীয় বেরী বাঁধ না থাকায় ● ঢেউয়ের আঘাতে নদীর পাড় ভেঙ্গে ● নদীর স্বাভাবিক গতি বাধা গ্রস্থ হলে ● নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলে ● নদীর আকার নদী ভাঙ্গনের কারণ ● পলি পড়ে নদী ভরাট হলে ● পাড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে ● অতিবৃষ্টি হয়ে ● গাছ ও বনাঞ্চল নিধনের ফলে ● চরের গাছ ও কাঁশবন ধ্বংসের ফলে	
খরা	চর ব্যতীত সকল ইউনিয়ন	● পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিলের গভীরতা কম থাকায় ● পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া ● বিকল্প সেচের অভাব ● প্রচন্ড রোদের তাপ ● গভীর নলকূপ পর্যাপ্ত না থাকায় ● বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ● পর্যাপ্ত গাছ পালা না থাকায় ● খরা সহনশীল জাতের ফসল সম্পর্কে ধারণা না থাকা ● বৃষ্টির অভাব	৫০, ০০০ পরিবার
কালবৈশাখী ঝড়	উপজেলার সমগ্র ইউনিয়ন	● দুর্বল ঘর বাড়ী ● আর্থিক সক্ষমতা না থাকা ● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দুর্বল ● কালবৈশাখী সহনশীল গাছপালা না থাকা ● ঘর বাড়ী নিয়মিত মেরামত না করা ● ঝড়ের পূর্বাভাস না পাওয়া ● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পরিকল্পনার অভাব ● পরিকল্পনা ছাড়া বাড়ী করা	প্রায় ৬০ হাজার পরিবার
শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	উপজেলার সমগ্র ইউনিয়ন	● গাছপালা না থাকার কারণে ● নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থান হওয়ায় কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ বেশী প্রভাব ফেলে।	প্রায় ৬০ হাজার পরিবার

তথ্য সূত্রঃ ইউপি সদস্যগণ

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকার মানচিত্রঃ

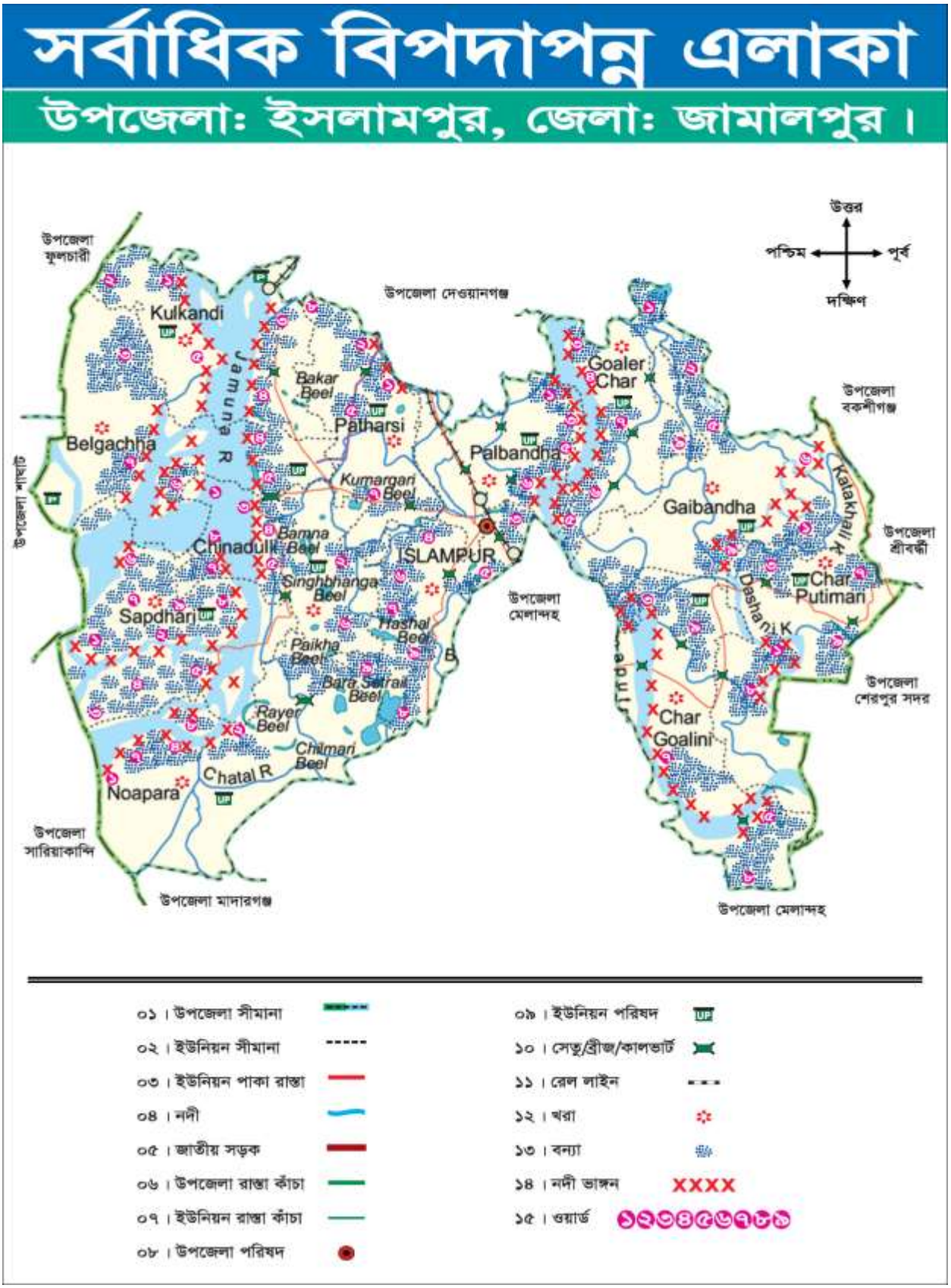

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ঠিক করে কর্মপন্থা স্থির করা প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ছক-৩৩ : খাতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা ও ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	**বন্যা**	২০০৪ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার পৌরসভা-সহ ১২টি ইউনিয়নের ২০,০০০ একর জমির ফসল পানিতে ডুবে ৩৫,০০০ পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। সেই সাথে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পরে।	• কৃষি খাতে উন্নয়নের জন্য পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। • বন্যা সহনশীল জাত ফসলের চাষাবাদের প্রচলন করতে হবে। • আগাম ফসল চাষাবাদ করতে হবে।
	নদীভাঙ্গন	প্রতিবছরের ন্যায় নদীভাঙ্গনের প্রভাবে ইসলামপুর উপজেলায় কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, পার্থশী, পলবান্ধা, গোয়ালেরচর, গাইবান্ধা, চরগোয়ালিনী, চরপুঠিমারী ইউনিয়নে ১৮,৫০০ একর বসতভিটা-সহ আবাদী জমী নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার গ্রাম গুলোর ৪০,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	
	খরা	খরার কারণে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভ ও ১২টি ইউনিয়নের ১৫,৮০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানির অভাবে পুড়ে যেতে পারে। এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ৫০,০০০ পরিবারের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০০৯ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের প্রায় ২৪,৮০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবর্তীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।	
মৎস্য	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে, ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের ৪৪৭টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট বড় পোনা সহ মাছ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছের সংকট ও পরবর্তীতে মাছ চাষের জন্য পোনা মাছের সংকট দেখা দিতে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলে পরিবার আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে।	মৎস্য চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ৩ স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা টেকশই পুকুর প্রস্তুত করা জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গনের প্রভাবে, ইসলামপুর উপজেলায় কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, পার্থশী, পলবান্ধা, গোয়ালেরচর, গাইবান্ধা, চরগোয়ালিনী, চরপুঠিমারী ইউনিয়ন, সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০ টি পুকুর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার প্রতিটি মৎস্য চাষী ও জেলে পরিবার আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।	
	খরা	খরার কারণে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২ টি ইউনিয়নের ৩০০টি পুকুরের পানি শুকিয়ে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, সেই সাথে এলাকায় মাছের ঘাটতি দেখা দিতে পারে ।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের ৭৮০টি পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।	
পশুসম্পদ	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে, ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের গরু, ছাগল, ভেড়ার খাদ্যাভাব-সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে ।	পশুখাদ্য তৈরির জন্য মিল তৈরি করা জন্য উদ্বুদ্ধ করা পশুর টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চরনভুমি তৈরি করা পাশাপাশি জমিতে সমন্বিত পাতি-হাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা
	খরা	২০০৬ সালের মত আবার খরা হলে এবং বর্তমানের চলমান রের্কড পরিমান খরা অব্যাহত থাকলে, ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাস পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০০৯ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় গবাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাখি মারা যেতে পারে এবং আহত হতে পারে। ফলে ঐ সকল ইউনিয়নে পশু পালনে মানুষের আগ্রহ কমে যেতে পারে।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৯ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার সবকটি ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । যার প্রভাবে পশুর মৃত্যু ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।	
স্বাস্থ্য	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলার ৩৫,০০০ পরিবারের বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুর পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।	প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	খরা	খরার কারণে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুসহ সকল শ্রেনীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।	• স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা • পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিশোধকের ব্যবস্থা করা • বেশী করে গাছ পালা লাগানো • শীত বস্ত্র বিতরণ করা
	শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	প্রতি বছর এভাবে শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশা বাড়তে থাকলে মানুষ ও পশু পাখির রোগবালাই বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে প্রবল শীতে শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বেশী আক্রান্ত হতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে ফসলের ক্ষয় ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে পারে।	
জীবিকা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে, যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।	• টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা • টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা • মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে আয়ের ব্যবস্থা করা • জনগোষ্টি ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা • সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা
	নদীভাঙ্গন	২০১১ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় সকল এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।	
	খরা	২০০৬ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের প্রায় ৩৫,০০০ পরিবারে জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৯ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায়-নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, কাঁসারী কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, কাঁসারী কারিগর-শ্রেণীর পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।	
গাছপালা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নে কাঠ, ফল ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে ।	-রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা; -বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করা জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা; -পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; -অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করা জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা। -প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা -স্লুইজগেট নির্মাণ করা *-পর্যাপ্ত ফ্লাড সেল্টার নির্মাণ করা*
	খরা	খরা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নে ব্যাপক গাছপালা বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০০৯ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	
অবকাঠামো	**বন্যা**	ইসলামপুর উপজেলাতে ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলার বিশেষ করে রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজারের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।	
	নদীভাঙ্গন	প্রতি বছরের ন্যায় নদীভাঙ্গন দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজার নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এই উপজেলায় প্রায় ২৫, ০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	ইসলামপুর উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় হলে ২০০৯ সালের মত আঘাত হানলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	
কাঁসারী শিল্প	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার কাঁসারী/নকশী কাঁথা শিল্প পানিতে ডুবে কাঁসারী/নকশী কাঁথা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ১,৫০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	• কাঁসারী ঘর উঁচু স্থানে স্থাপন করা • ক্লাস্টার ভিত্তিক কাঁসারী কারখানা করা • কাঁসারীদের ঋণের ব্যবস্থা করা • নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে কাঁসারী কারখানা সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ স্থানে স্থাপন করা
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় প্রায় ৩০-৪০টি কাঁসারী পরিবার আংশিক ও মারাত্তকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৯ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের কাঁসারী পরিবার ও কাঁসারীর সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলি আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে।	

তথ্য সূত্রঃ ইউপি সদস্য

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

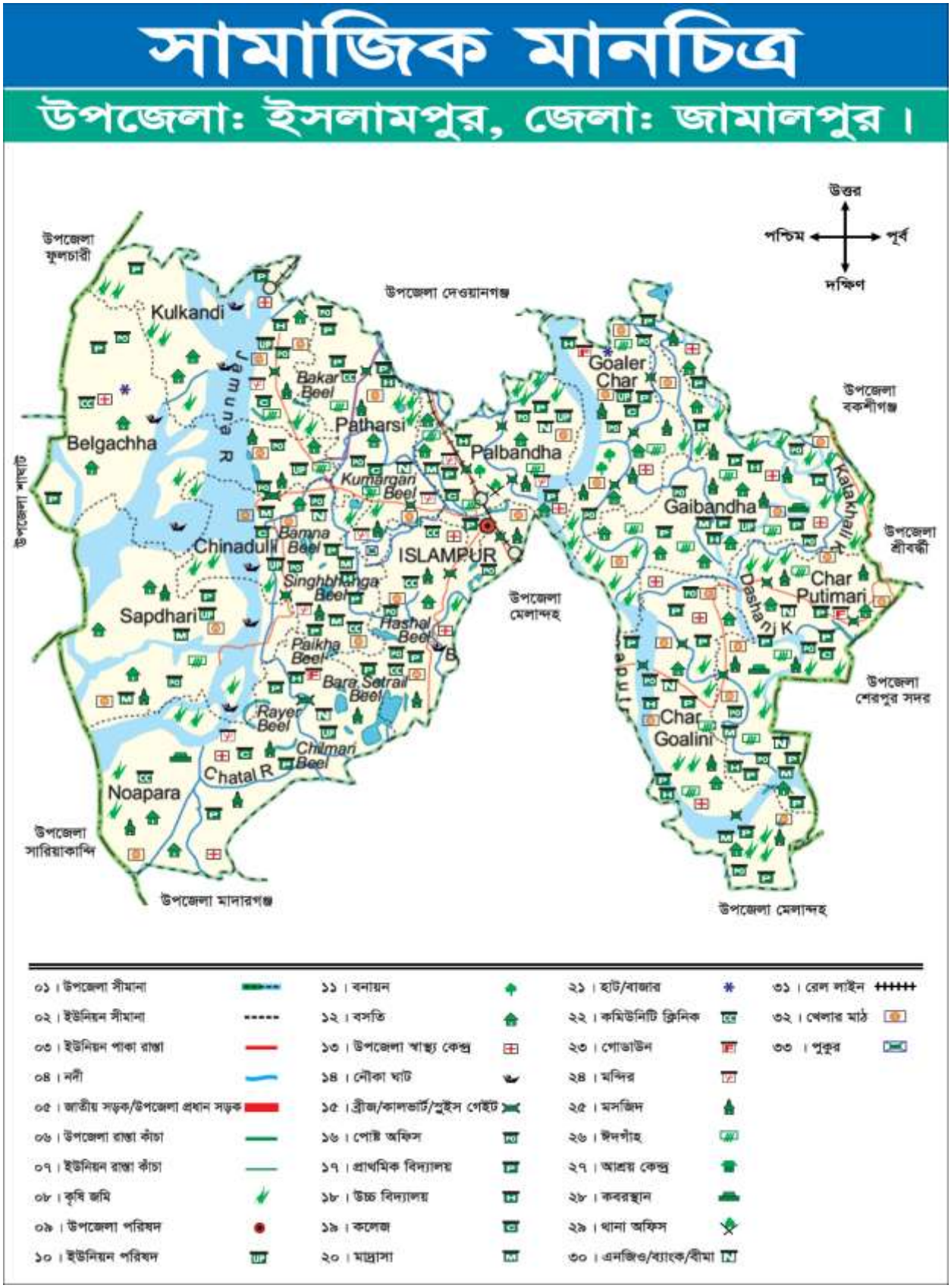

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

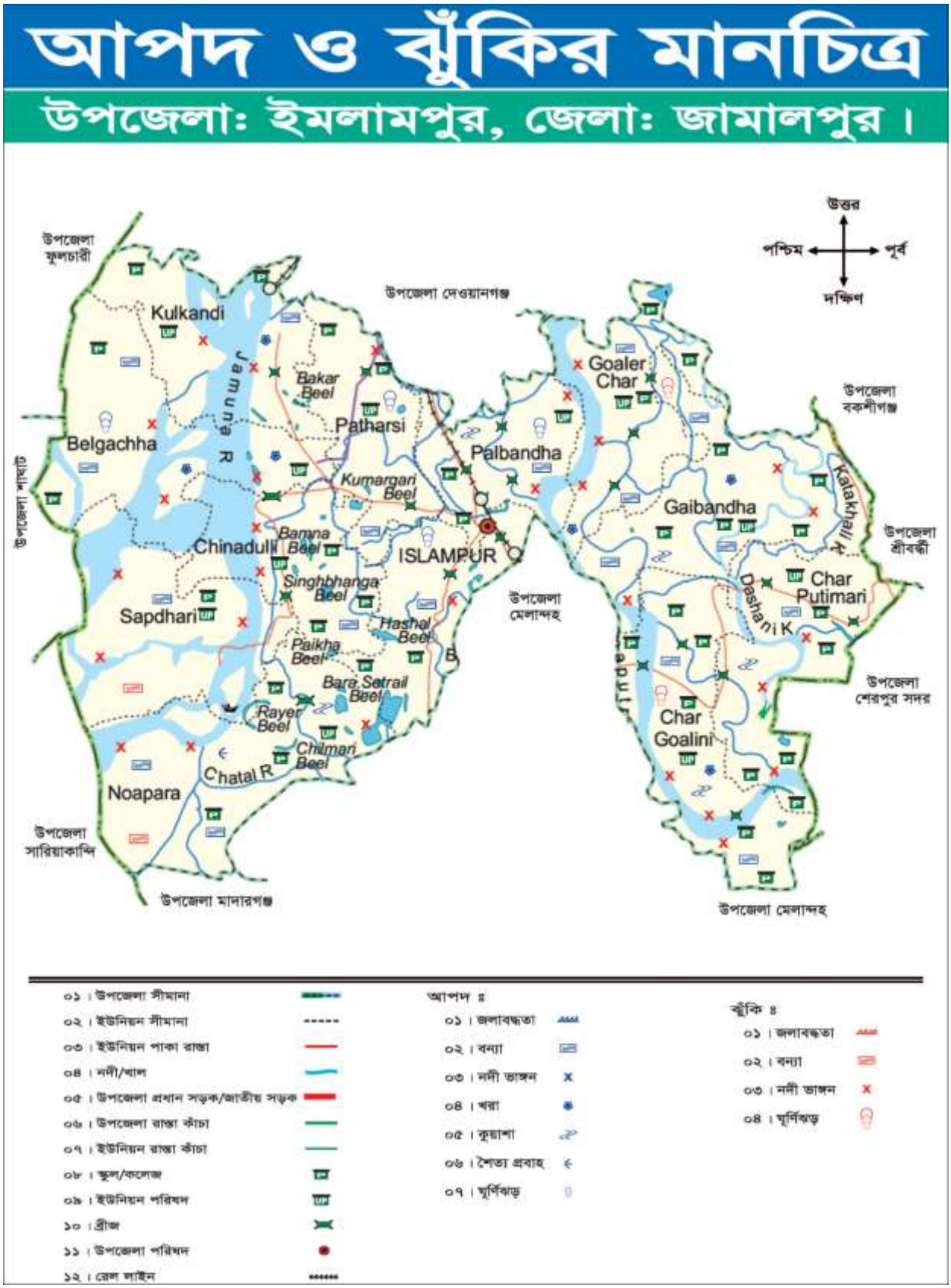

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

ছক-৩৫: কোন কোন আপদ কোন কোন মাস গুলোতে আঘাত করতে পারে তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো

ক্রমিক	আপদসমূহ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বন্যা												
২	নদীভাঙ্গন												
৩	খরা												
৪	কালবৈশাখী/ঝড়												
৫	শিলাবৃষ্টি												
৬	শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা												

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণঃ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসের প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়ঃ

বন্যা ইসলামপুর তথা জামালপুর জেলার অন্যতম প্রধান আপদ। বন্যা এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জীবন জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে ।

ইসলামপুর উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে নদীভাঙ্গন ঘটে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত।

শৈত্যপ্রবাহ এ অঞ্চলের একটি অন্যতম সমস্যা। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী এলাকা বিধায় এখানে কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহের প্রভাব বেশী, এছাড়া উত্তরের হিমালয়ের থেকে আশা শৈত্য আবহাওয়া এ অঞ্চলে অনেক অসুখ- বিসুখের প্রভাব বিস্তার করে।

কালবৈশাখী /ঘূর্ণিঝড় আর একটি মারাত্মক আপদ। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।

ইসলামপুর উপজেলার খরা সংঘঠিত আপদের মধ্যে একটি। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সঙ্কট। জুন মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই এলাকাতে খরা দেখা যায়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

ছক-৩৬: কোন কোন মাসে জীবিকার বা কর্মসংস্থানের কি অবস্থা হয় তা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১.	কৃষি												
২.	মৎস্যজীবী												
৩.	দিনমুজুর												
৪.	ব্যবসা												

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণঃ

- জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে নভেম্বর থেকে শুরু করে মে মাস পর্যন্ত কৃষি কাজ থাকে তবে ডিসেম্বর-জানুয়ারী এবং এপ্রিল-মে মাসে কৃষি কাজ বেশি থাকে। এছাড়া অন্যান্য মাস গুলিতেও কিছু কিছু কৃষি কাজ করতে দেখা যায়।
- যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তি উপজেলা হওয়ায় সারা বছরই এলাকার জেলেরা মাছ ধরার কাজ করতে পারে । তবে জুলাই মাস থেকে মৎস্যজীবীদের কাজ বেশী দেখা যায়।
- এলাকার প্রধান দিনমজুরের ক্ষেত্র হলো কৃষি কাজ। দিনমজুর সারা বছরই কম বেশী থাকে তবে কৃষি কাজ যখন বেশী থাকে মজুরদের চাহিদা তখন বেশী থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের দিকে কাজ একটু কম থাকে । কৃষি ও অকৃষি উভয় প্রকার দিনমজুর অত্র এলাকায় বিদ্যমান ।

- অত্র এলাকার প্রধান ব্যবসা কাঁসারী ব্যবসা। ইসলামপুর প্রায় ৫% লোক কাঁসারী শিল্পের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত রয়েছে।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতাঃ

এলাকার প্রধান জীবিকা সমূহ কি কি এবং জীবিকা সমূহকে কোন কোন আপদ/দুর্যোগ ক্ষতি করে তা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

ছক-৩৭: আপদ ও দুর্যোগ সমূহ

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ					
		বন্যা	নদীভাঙ্গন	কালবৈশাখী ঝড়	খরা	অতিবৃষ্টি	শৈত্যপ্রবাহ
০১	কৃষি	■	■	■	■	■	■
০২	মৎস্য	■	■	-	■	■	■
০৩	দিনমুজুর	■	-		■	■	■
০৪	ব্যবসায়ী	■	■		■	■	■

এলাকাটি কাঁসারী ব্যবসা ও কৃষি প্রধান হওয়ায় এই দুটি খাতই বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বন্যায় কৃষি, ব্যবসা ও মৎস্য খাতের ক্ষতি হয়। নদীভাঙ্গনে কৃষি জমি ও ঘরবাড়ির বিলিন হয়ে যায়। খরায়, শিলাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ দিনমজুরের খাতে ব্যপক ক্ষতি করে থাকে । প্রচন্ড খরায় ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় ফলে দিনমজুররা কোন কাজ করতে পারে না । ২০০৭ সালের বন্যার ফলে এলাকার অধিকাংশ কাঁসারী শিল্প বন্ধ হয়ে যায়, প্রায় ১ মাসেরও অধিক সময় এলাকায় কাঁসারী শ্রমিকদের কোন কাজ ছিল না। ২০০৪ ও ২০০৭ সালের বন্যায় ইসলামপুরে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়ে ৬০% কৃষি পরিবার পুঁজি হারিয়ে ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। বিগত ৫ বছরের শৈত্যপ্রবাহের ফলে দেখা গেছে অধিকাংশ বৃদ্ধ ও বয়স্ক দিনমজুর ও কাঁসারী শ্রমিক কাজে বের হতে পারে না, এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজন হয়।

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনাঃ

উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করণঃ

ছক-৩৮: বিপদাপন্ন সামাজিক উপদান সমূহ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
নদীভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
খরা	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-
কালবৈশাখী	■	■	-	-	■	-	-	■	-	-
শিলাবৃষ্টি	■	■	■	-	■		-	-	-	-
শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	■		■	■					■	

নিম্নে খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হলোঃ

- বন্যার ফলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা-সহ ১২ টি ইউনিয়নের ফসল, গাছপালা, পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ঘরবাড়ি, অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্রসহ সকল সামাজিক উপাদানেরই ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে।
- নদীভাঙ্গনের ফলে ইসলামপুর উপজেলার কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, ইসলামপুর সদর, গাইবান্ধা, চরপুঠিমারী, চর গোয়ালিনী ইউনিয়নের ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ- কালভার্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়ে থাকে এমনকি ঐ সকল সমাজিক সম্পদসমূহ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।
- খরা অত্র উপজেলার সকল সামাজিক উপাদান সমুহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। খরার কারণে ফসলের ক্ষতি হয় গাছপালা মারা যায়, পশু সম্পদের খাদ্যের অভাব দেখা দেয়, খাবার পানি, গোসলের পানিসহ নিত্য ব্যবহারের পানির সংকট প্রকট আকারে দেখা দিয়ে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। খরার কারণে এলাকায় রোগবালাইয়ের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে শিশুরা ডাইরিয়াতে আক্রান্ত হয় এমন কি পানি শুণ্যতার কারণে অনেক শিশু মারা যায়। কৃষি প্রধান এলাকা হওয়ার কারণে সেচ ব্যবস্থায় ব্যাপক পানির সংকট দেখা দেয় এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার সম্মুখিন হয়।
- কাল বৈশাখী এ এলাকার জন্য নিত্য ঘটনা না হলেও মাঝে মাঝে বিশেষ করে বৈশাখ -জৈষ্ঠ্য মাসে আঘাত হেনে এলাকার ফসল, গাছপালা ও ঘরবাড়ির ব্যপক ক্ষতি করে থাকে।
- অতি বৃষ্টি এখন একটি অনিয়মিত ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। এখন আর সময় মতো বৃষ্টি হয় না, অসময়ে অতিবৃষ্টি হয়ে কৃষকের অপ্রস্তুতের কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায় এবং পশু সম্পদের খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। অতি বৃষ্টির কারণে কোন কোন সময় কাঁসারী/নকশী কাঁথা ব্যবসায়ীদের ও ক্ষতি হয়ে থাকে, কারণ কাঁসারী/নকশী কাঁথা শ্রমিকরা কাজে আসতে পারে না। নিচু এলাকার কাঁসারী/নকশী কাঁথা ঘর গুলিতে পানি জমে থাকে।

- শৈতপ্রবাহ ও কুয়শার কারণে প্রতি বছরই জনজীবন মারাত্বকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। শিশু ও বৃদ্ধরা শীত জনিত রোগে বেশী আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রচন্ড কুয়শার কারণে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার প্রবনতা বেড়ে যায়। ঘন কুয়শায় ফসল, বীজতলা ও শাকসবজী নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিবছরই এ এলাকাতে শীতবস্ত্র বিতরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবঃ

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘের পরিমান ও মেঘের প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ওই স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, তা ভুপৃষ্ঠ শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূণ্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে।

ছক- ৩৯: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কোন কোন খাত কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার বিস্তারিত বর্ননা

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	**বন্যা**	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসময়ে বন্যা হয়ে কৃষি জমি তলিয়ে গিয়ে ফসলের ব্যপক ক্ষতি হতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়ে আবাদি জমির পরিমান কমে যেতে পারে, যার ফলে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গরমের সময় প্রচন্ড খরায় চারিদেকে পানির সংকট দেখা দেবে। পানির স্তর নিচে নেমে গিয়ে কৃষিতে সেচ কার্য ব্যহত হবে ফলে কৃষি উৎপাদন কম হবে, যার ফলে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, সময়ে বৃষ্টিপাত না হয়ে অসময়ে প্রচুর বৃষ্টি পাত হয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
মৎস্য	**বন্যা**	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, অসময়ে বন্যা হয়ে ইসলামপুর উপজেলার বহু সংখ্যক পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ বের হয়ে গিয়ে মৎস্য চাষিদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে, অসময়ে বন্যা হয়ে এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে প্রচুর নদী ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে যার ফলে, মৎস্য চাষিদের পুকুর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে সেই সাথে মাছের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, প্রচন্ড খরায় পানি শুকিয়ে এবং পানির স্তর নিচে নেমে গিয়ে পুকুর, নদী, খালে, বিলের মাছ মারা যেতে পারে, মাছের প্রজনন্ ব্যহত হয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাবে। ফলে এলাকায় মাছের ও আমিষের ঘাটতি দেখা দেবে।
	অতিবৃষ্টি	অসময়ে বৃষ্টি হয়ে অতিবৃষ্টির পানিতে পুকুর ডুবে গিয়ে, পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।
	শৈত্য প্রবাহ ও কুয়াশা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রচন্ড ঠান্ডায় মাছের বৃদ্ধি কমে যেতে পারে ফলে মৎস্য চাষের কাঙ্খিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ব্যহত হতে পারে এবং কৃষক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হবে।
পশুসম্পদ	**বন্যা**	অসময়ে বন্যা হয়ে পশুর খাদ্যাভাব-সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে ।
	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাস পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদ ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । যার প্রভাবে পশুর মৃত্যু ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	**বন্যা**	জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে ২০০৭ সালের মতো বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থ্যর উপর খারাপ প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।
	খরা	প্রচন্ড খরার কারণে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী, শিশু-সহ সকল মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টিতে বিভিন্ন খাল বিল ভরে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে পানিতে মল- মুত্র, মরা প্রাণী পচে গিয়ে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে । যার ফলে ঐ সকল এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।
	শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শীতের সময় তীব্র শীত ও গরমের সময় তীব্র গরম পড়ে। তীব্র শীতে বিশেষ করে শিশু বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেশী ক্ষতি হতে পারে এমনকি মারাও যেতে পারে।
জীবিকা	**বন্যা**	বন্যার ফলে বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে, যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
	নদীভাঙ্গন	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদী ভাঙ্গন এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।
	খরা	প্রচন্ড খরার কারণে জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল ও ফলজ গাছ-সহ পশু সম্পদের উপর পানির অভাবে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে ও খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
	কালবৈশাখী	উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় সকল গ্রামের জমির ফসল গাছপালা পশুপাখি, ঘরবাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কাঁসারী শিল্প কারখানা, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে বেকারত্বের সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে এ উপজেলার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বাঁধার কারণ হয়ে দাড়াতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, কাঁসারী/ নকশী কাঁথা শিল্প কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, কাঁসারী/নকশী কাঁথা কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।
গাছপালা	**বন্যা**	বন্যার হলে বন্যার পানিতে গাছপালা মারা গিয়ে ও নষ্ট হতে পারে এতে করে সকল ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাণীর অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিতে পারে সেই সাথে মানুষের কাঠ, ফল, ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে ।
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গনের ফলে গাছপালা নদীর গর্ভে বিলীন হতে পারে। ঐ সকল এলাকার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।
	খরা	খরার ফলে গাছ মরে যেতে পারে এবং গাছপালা বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। পানির অভাবে গাছের চারা মারা গিয়ে গাছের বিস্তার কমে যেতে পারে। ফলে আর্থিক ক্ষতি এবং পরিবেশের ক্ষতি উভয়ই হতে পারে।
	কালবৈশাখী	কালবৈশাখী ঝড়ে গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট এমনকি বন জঙ্গাল উজাড় হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
অবকাঠামো	**বন্যা**	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এলাকার বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবাসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিনিয়ত নদী ভাঙ্গন হলে এলাকার রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, ব্রীজ, কালভার্ট, কাঁচা রাস্তা, পাকা রাস্তাসহ বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো ভেঙ্গে নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে।
	কালবৈশাখী	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপজেলার বাড়িঘর, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে এলাকার প্রচুর সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারনে মাটি ধসে ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।
কাঁসারী/ নকশী কাঁথা শিল্প	**বন্যা**	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসময়ে বন্যা হয়ে এলাকার কাঁসারী শিল্প / নকশী কাঁথা শিল্পের ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কাঁসারী /নকশী কাঁথা পরিবার সহ এর সাথে জড়িত সব লোকের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
	শৈত্য প্রবাহ	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তীব্র শীত পড়ে কাঁসারী/ নকশী কাঁথা শ্রমিকরা ঘর হতে বের হতে পারবে না ফলে কাঁসারী/নকশী কাঁথা শিল্পের উৎপাদন ব্যহত হবে।

তথ্য সূত্রঃ এফজিডি, এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের (কেআইআই) ও এলাকার জনসাধারন।

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

এলাকার চিহ্নিত আপদগুলোর দ্বারা উপজেলা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার তাৎক্ষণিক, মাধ্যমিক ও চুড়ান্ত কারণ চিহ্নিত করে নিম্নে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

ছক-৪০: ঝুঁকির বর্ণনা এবং কারণ সমূহ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
বন্যা ২০০৬ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার কুলকান্দি ইউনিয়নে ১, ২, ৩, ও ৪ নাম্বার ওয়ার্ড এর প্রায় ৮৩০ একর জমির, বেলগাছা ইউনিয়নের ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১০০০ একর জমির, চিনাডুলী ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়াডের প্রায় ১২০০ একর জমির, সাপধরী ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ২৫০০ একর জমির, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের ২, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১০২০ একর জমির, ইসলামপুর সদর ইউনিয়নের ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৪০০ একর জমির, গাইবান্ধা ইউনিয়নের ১, ২, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৭০০ একর জমির, চরপুঠিমারী ইউনিয়নের ১, ৩, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ২০২৫ একর জমির, চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের ৩, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৫০০ একর জমির, পার্থশী ইউনিয়নের ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ২৪০০ একর জমির, পলবান্ধা ইউনিয়নের ৩, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১০০০ একর জমির, গোয়ালেরচর ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ২৫০০ একর জমির, ইসলামপুর পৌরসভা ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ৯২৫ একর জমির (আউশ, আমন, পাট, রবিশষ্য, পেয়ারা, শাকসবজি) ইত্যাদি ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং এর ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলাতে কুলকান্দি ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১২টি মসজিদ, ৩০কি.মি. কাঁচা রাস্তার, ২টি মাদ্রাসা, ২টি কবরস্থান, ইসলামপুর সদর ইউনিয়নের মোট ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫টি মসজিদ, ৩৫কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১টি মাদ্রাসা, ২টি কবরস্থান, বেলগাছা মোট ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০টি মসজিদ, ৪০কি.মি. কাঁচা রাস্তা, চিনাডুলী ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা, ১৫টি মসজিদ, ৬০কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ঈদগাঁহ ২টি, সাপধরী ইউনিয়নের মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ, ১৫কি.মি. কাঁচা রাস্তা, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের মোট ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ১৪টি মসজিদ, ৩০কি.মি. কাঁচা রাস্তা, গাইবান্ধা ইউনিয়নের মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯টি মসজিদ, ৭টি ঈদগাঁহ, ৮টি মসজিদ, ২টি মাধ্যমিক, ৪৫কি.মি. কাঁচা রাস্তা, চরপুঠিমারী ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক, ৫টি মসজিদ, ২৭কি.মি.কাঁচা রাস্তা, ঈদগাঁহ ২টি, চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৬টি মসজিদ, ৩৫কি.মি. কাঁচা রাস্তা, পার্থশী ইউনিয়নের মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ২০টি মসজিদ, ২৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, পলবান্ধা ইউনিয়নের মোট ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি মসজিদ, ১০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, গোয়ালেরচর মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৫টি মসজিদ, ৪টি কবরস্থান, ৬টি ঈদগাঁহ, ১২ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ইসলামপুর পৌরসভায় মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক, ২টি মাদ্রাসা, ২০টি মসজিদ, ৭০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ঈদগাঁহ ৬টি মাঠ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য-সেবা সহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলার কূলকান্দি ইউনিয়নে প্রায় ৬০ টি পুকুর, বেলগাছা ইউনিয়নের প্রায় ৬০-৭০ টি পুকুর, চিনাডুলী ইউনিয়নের প্রায় ৪০-৪২ টি পুকুর, সাপধরী ইউনিয়নের প্রায় ২০-৩০ টি পুকুর, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে প্রায় ৩৫-৪০ টি পুকুর, ইসলামপুর সদর ইউনিয়নের প্রায় ৮০-১০০টি পুকুর, গাইবান্ধা ইউনিয়নের প্রায় ৩০-৩৫টি পুকুর, চরপুঠিমারী ইউনিয়নের প্রায় ৩০টি পুকুর, চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের প্রায় ৩০-৩৫টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট	রাস্তা উচুঁ না থাকা রাস্তার দু'পাশে বনায়ন ও দূর্বা ঘাস না থাকা ব্রীজ সংস্কার ও মেরামত না করা উজান বাঁধ ভাঙ্গা অতিবৃষ্টি সঠিক সময়ে বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা না পৌঁছানো বন্যার আগাম সংকেত না থাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ না থাকা	অপরিকল্পিত ভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ অধিক হারে গাছপাল না লাগান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিস্ক্রিয় থাকা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন না করা রাস্তার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য কমিটি না থাকা বৃক্ষ নিধন নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	সঠিক পরিকল্পনার অভাব সরকারি/বেসরকারীভাবে রাস্তা মেরামত ও বন্যা রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া পরিকল্পিত ভাবে বাঁধ নির্মাণ না করা পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া। জলবায়ুর পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে সরকারের অসচ্ছতা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
বড় পোনা মাছ সহ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছের সংকট ও পরবর্তীতে মাছ চাষের জন্য পোনা, মাছের সংকট দেখা দিয়ে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলে পরিবার আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে ।			
নদীভাঙ্গন ২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার কুলকান্দি ইউনিয়নে ৩, ৪, ৫ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ৭০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, বেলগাছা ইউনিয়নের ৪, ৫, ৬ ও ৭ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ৫০০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, চিনাডুলী ইউনিয়নের ১, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ৩০০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, সাপধরী ইউনিয়নের ২, ৫ ও ৮ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ৩৫ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের ১, ২, ৪, ৭ ও ৮ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ১২০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, পার্থশী ইউনিয়নের ১, ২ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ২২০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, পলবান্ধা ইউনিয়নের ১, ৩, ৫ ও ৬ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ৭০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, গোয়ালেরচর ইউনিয়নের ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ১২০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, গাইবান্ধা ইউনিয়নের ১, ৬ ও ৯ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ৫০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, চরপুঠিমারী ইউনিয়নের ১ ও ৮ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ৫০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের ৩, ৫ ও ৭ নাম্বার ওয়ার্ড এর নদীভাঙ্গনে প্রায় ৫০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমি, ভেঙ্গে নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ৩০, ০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	উজান বাঁধ ভাঙ্গা ঘর-বাড়ী নদীর তীরবর্তী স্থানে হওয়া বেলে মাটি হওয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ না থাকা অতি বৃষ্টি	ফারাক্কা বাঁধ না করা অপরিকল্পিত ভাবে বাড়ী ঘর নির্মাণ অধিক হারে গাছপালা নিধন	বৃক্ষ রোপন না করা নদীর গতিপথ পরিবর্তন আবহওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন নদীর গভীরতা কমে যাওয়া
খরা ২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার পৌরসভার প্রায় ৪৫০ একর, ইসলামপুর সদর ইউনিয়নের প্রায় ৬০ একর জমির ফসল, কুলকান্দি ইউনিয়নের প্রায় ৯৯০ একর জমির ফসল, বেলগাছা ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ একর জমির ফসল, চিনাডুলী ইউনিয়নের ১০৫০ একর জমির ফসল, সাপধরী ইউনিয়নের প্রায় ২২০০ একর জমির ফসল, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের প্রায় ১১০০ একর জমির ফসল, গাইবান্ধা ইউনিয়নের প্রায় ১৯৫০ একর জমির ফসল, চরপুঠিমারী ইউনিয়নের প্রায় ৯০০ একর জমির ফসল, চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের প্রায় ১৯০০ একর জমির ফসল, পার্থশী ইউনিয়নের প্রায় ১৯০০ একর জমির ফসল, পলবান্ধা ইউনিয়নের প্রায় ১৫০০ একর জমির ফসল, গোয়ালেরচর ইউনিয়নের প্রায় ৮০০ একর জমির ফসল, যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানির অভাবে পুড়ে যেতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর প্রায় ৫০, ০০০ পরিবারে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।	গভীর নলকূপ না থাকা পুকুরের গভীরতা কম বৃক্ষ নিধন পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ না থাকা অনাবৃষ্টি	বনভূমি উজাড় পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া	পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গভীর নলকূপের ব্যবস্থা না করা । অধিকহারে বৃক্ষ রোপন না করা আবহাওয়ার পরিবর্তন
কালবৈশাখী/ঝড় ২০১২ ও ২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার পৌরসভার প্রায় ৪০০ একর জমির ফসল, ইসলামপুর সদর ইউনিয়নের প্রায় ৫৬০ একর জমির ফসল, কুলকান্দি ইউনিয়নের প্রায় ২২০০ একর জমির ফসল, বেলগাছা ইউনিয়নের প্রায় ১১০০ একর জমির ফসল, চিনাডুলী ইউনিয়নের ১২০০ একর জমির ফসল, সাপধরী ইউনিয়নের প্রায় ২৬০০ একর জমির ফসল, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের প্রায় ১২০০ একর জমির ফসল, গাইবান্ধা ইউনিয়নের প্রায় ১৩২০ একর জমির ফসল, চরপুঠিমারী ইউনিয়নের প্রায় ১৫০০ একর জমির ফসল, চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের প্রায় ২১০০ একর জমির ফসল, পার্থশী ইউনিয়নের প্রায় ৩৫০০ একর জমির ফসল, পলবান্ধা ইউনিয়নের প্রায় ২৫০০ একর জমির ফসল, গোয়ালেরচর ইউনিয়নের প্রায় ৩২০০ একর জমির ফসল, বেলগাছা ইউনিয়নের প্রায় ১৫০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবতীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।	বসতবাড়ী গুলো নিচু স্থানে হওয়া গাছ পালা নিধন বসতবাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছপালা না হওয়া সময় মত আবহাওয়া বার্তা না পৌঁছানো পূর্ব প্রস্তুতির অভাব	পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া সময় মত আবহাওয়া বার্তা না পৌঁছানো নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা না থাকা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া	[বন বিভাগের উদাসিনতা সচেতনতার অভাব ওজন স্তরের ক্ষতি স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের উদাসীনতা
অতিবৃষ্টি ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার পৌরসভার ৬, ৭, ৮, ও ৯ নাম্বার ওয়ার্ড এর প্রায় ৯টি গ্রামের, ইসলামপুর সদর ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ০৮টি গ্রামের, কুলকান্দি ইউনিয়নের ২, ৫, ৬, ৭,	অধিক হারে বৃক্ষ নিধন	সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি	আবহাওয়ার বৈরী মনোভাব/পরিবর্তন বৃক্ষ রোপন না করা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৮টি গ্রামের, বেলগাছা ইউনিয়নের ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৭টি গ্রামের, চিনাডুলী ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৮টি গ্রামের, সাপধরী ইউনিয়নের ২, ৩, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ২১টি গ্রামের, নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ও ৫ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১১টি গ্রামের, পার্থশী ইউনিয়নের ১, ২, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৬টি গ্রামের, পলবান্ধা ইউনিয়নের ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ২০টি গ্রামের, গোয়ালেরচর ইউনিয়নের ২, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৯টি গ্রামের, গাইবান্ধা ইউনিয়নের ৩, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১৬টি গ্রামের, চরপুঠিমারী ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ২০টি গ্রামের, চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এর প্রায় ১২টি গ্রামের প্রায় ইউনিয়ন নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, কাঁসারী কারখানা, নকশী কাঁথা সেলাই ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, কাঁশা কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।			
শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা বিগত ৫ বছরের মতো শৈত্যপ্রবাহের প্রকোপ বাড়তে থাকলে ইসলামপুর উপজেলার হতদরিদ্র, বৃদ্ধ শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে উপজেলার প্রায় ৩৫০০ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রচন্ড ঠান্ডায় মাছের রোগবালাই বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মাছের উৎপাদন কমে যেতে পারে তাতে করে মৎস্য চাষের সাথে সম্পৃক্ত ৫-৬ শত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পশু সম্পদের রোগবালাই বৃদ্ধি পেয়ে পশু মারা যেতে পারে ফলে প্রায় ৪০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	সুর্য আলো পৃথিবীতে না পৌঁছানো উত্তরের বাতাস	বাতাসে আদ্রতা কমে যাওয়া	রাত দিন ছোট বড় হওয়া

তথ্য সূত্রঃ এফজিডি, এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি ও এলাকার জনসাধারন।

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণঃ

চিহ্নিত আপদগুলো নিরসনের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উপায় নিম্নে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

ছক- ৪১: ঝুঁকির বর্ণনা ও ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বন্যাঃ ▪ ২০০৬ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার পৌরসভা-সহ ১৩টি ইউনিয়নের ২০, ০০০ একর জমির ফসল পানিতে ডুবে প্রায় ৩৫, ০০০ পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। সেই সাথে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পরে। ▪ ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা-সহ ১৩টি ইউনিয়নের ৪৪৭টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট বড় পোনা মাছ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছের সংকট ও পরবর্তীতে মাছ চাষের জন্য পোনা মাছের সংকট দেখা দিতে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলে পরিবার আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। ▪ ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা-সহ ১৩টি ইউনিয়নের গরু, ছাগল, ভেড়ার খাদ্যাভাব-সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে । ▪ ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলার প্রায় ৩৫, ০০০ পরিবারের বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুর পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থ্যেরে উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে । ▪ ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান	▪ শক্ত খুঁটি দিয়ে ঘর বাড়ি নির্মান করা ▪ বেশী ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি পাকা করা ▪ বাড়ীর ঢালে গাছ লাগানো ▪ বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণ ▪ বন্যার পূর্বে ফসল রোপন না করা ▪ বাড়ী উঁচু করা	▪ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধঁ নির্মান ▪ স্লুইস গেট নির্মান ▪ উন্নত বীজের ব্যবহার করা ▪ সময় উপযোগী বীজ সংগ্রহ করা ▪ বাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো ▪ বাড়ী নির্মানের জন্য জনগণকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা	• সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বন্যা সম্পর্কে জনগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা • বৃক্ষ রোপন করা • আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা • বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মান • স্লুইস গেট নির্মান

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। ▪ ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নে কাঠ, ও ফল, ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে । ▪ ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার প্রায় ১৫০০ কাঁসারী/নকশী কাঁথা শিল্প পানিতে ডুবে কাঁসারী/নকশী কাঁথা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবার ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।			
▪ **নদীভাঙ্গনঃ** ▪ প্রতিবছরের ন্যায় নদীভাঙ্গনের প্রভাবে ইসলামপুর উপজেলায় কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, পার্থশী, পলবান্ধা, গোয়ালেরচর, গাইবান্ধা, চরগোয়ালিনী, চরপুঠিমারী ইউনিয়নে ১৮, ৫০০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমী নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার গ্রাম গুলোর প্রায় ৪০, ০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ নদীভাঙ্গনের প্রভাবে ইসলামপুর উপজেলায় কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, পার্থশী, পলবান্ধা, গোয়ালেরচর, গাইবান্ধা, চরগোয়ালিনী, চরপুঠিমারী ইউনিয়ন সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০ টি পুকুরের নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার প্রতিটি মৎস্য চাষী ও জেলে পরিবার আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে । ▪ ২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলায় সকল এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে। ▪ নদীভাঙ্গন দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজার নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে উপজেলার প্রায় ২৫, ০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	• নদীর তীরে বনায়নের ব্যবস্থা করা • নদী হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বাড়ী ঘর নির্মান করা • রাস্তা মেরামত করা • নদীর তীরে বনায়নের ব্যবস্থা করা	• পরিকল্পিত ভাবে রাস্তাঘাট নির্মান • বাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছপালা লাগানো • ঋণ সহযোগিতা দেওয়া • রাস্তার দু'পাশে গাছ লাগানো	• নদী পূনঃ খনন করা • আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ • নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণ করা
▪ **খরাঃ** ▪ খরার কারণে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের প্রায় ১৫, ৮০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানির অভাবে পুড়ে যেতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর প্রায় ৫০, ০০০ পরিবারে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ▪ খরার কারণে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা-সহ ১৩টি ইউনিয়নের ১০০টি পুকুরের পানি শুকিয়ে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, সেই সাথে এলাকায় মাছের ঘাটতি দেখা দিতে পারে । ▪ ২০০৮ সালের মত আবার খরা হলে এবং বর্তমানের চলমান রের্কড পরিমান খরা অব্যাহত থাকলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৩টি ইউনিয়নে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাস পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে। ▪ ২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের প্রায় ৩৫, ০০০ পরিবারের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ▪ খরা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের ব্যাপক গাছপালা বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	• পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা • পানি সেচের ব্যবস্থা করা • পুকুরে পানি সেচের ব্যবস্থা করা	• গভীর করে পুকুর খনন করা • সরকারী উদ্যোগে খাল খননের ব্যবস্থা করা • পুকুর পাড়ে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপন করা	• অধিক হারে বৃক্ষ রোপনে সরকারী উদ্যোগে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা • জনগণকে উৎসাহিত করা ।
▪ **কালবৈশাখী/ঝড়ঃ** ▪ ২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের প্রায় ২৪, ৮০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবর্তীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে। ▪ ২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় গবাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাখি মারা যেতে পারে এবং আহত হতে পারে। যার ফলে ঐ সকল ইউনিয়নে পশু পালনে মানুষের আগ্রহ কমে যেতে	• সঠিক সময়ে ঝড়ের পূর্বাভাস পেরণ করা • শক্ত খুঁটি দিয়ে বাড়ি ঘর নির্মাণ	• কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান • উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন • সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে বাড়ী ঘর নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা	• পর্যাপ্ত হারে গাছ লাগানো • জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা • বাড়ীর চার পাশে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপন করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
পারে। ▪ ২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। ▪ ইসলামপুর উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় হলে, ২০১৩ সালের মত আঘাত হানলে শিক্ষা প্রতিস্ঠান, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। যার কারণে পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।		প্রাদান	
অতিবৃষ্টিঃ ● ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা-সহ ১৩টি ইউনিয়নের প্রায় ৭৮০টি পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে । ● ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে, ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, কাঁসারী কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয়ে দিনমজুরী, ব্যবসায়ী, কাঁসারী কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে। ● ২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের কাঁসারী পরিবার ও কাঁসারীর সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলি আর্থিক ভাবে ব্যপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে।	● উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন করা ● অতিবৃষ্টি সহনীয় ফসলের চাষ ● সরকারী উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসংস্থাপনের সৃষ্টি করা ● যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা	● পানি নিঃষ্কাশনের ব্যবস্থা করা	● পর্যাপ্ত হারে বনায়নের ব্যবস্থা করা
শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশাঃ ● বিগত ০৫ বছরের মতো শৈত্যপ্রবাহের প্রকোপ বাড়তে থাকলে ইসলামপুর উপজেলার হতদরিদ্র, বৃদ্ধ ও শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেতে পারে। ● শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হতে পারে।	● শীত বস্ত্র বিতরণ ● শীত বস্ত্র পরিধানে উৎসাহিত করা	● শীত ও কুয়াশা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	● অধিক হারে বৃক্ষরোপন করা ● কুয়াশা সহনশীল ফসলের চাষাবাদ প্রবর্তন করা

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

ছক- ৪২: এনজিও গুলোর কাজ ও প্রকল্পের মেয়াদকাল

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	আশা	দূর্যোগের সময় টিম গঠন করে সহায়তা প্রদান করা হয়	৯৬০জন	২ লাখ	২০০০ সাল থেকে শুরু করে চলমান
২	ব্র্যাক	দূর্যোগের সময় টিম গঠন করে সহায়তা প্রদান করা হয়	১৫০০জন	১৮ লক্ষ	১৯৯৬ সাল থেকে শুরু চলমান
৩	সাজেদা ফাউন্ডেশন	প্রাইম প্রকল্প দুর্যোগের সময় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০০০/=	চলমান কর্মসূচী
৪	সনির্ভর বাংলাদেশ	স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প বন্যার সময় ক্যাম্প করে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়	চাহিদা অনুযায়ী	----------	চলমান কর্মসূচী

তথ্য সূত্রঃ সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাঃ

মোট চারটি ধাপে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি করা হয়। ১। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ২। দুর্যোগ কালীন ৩। দুর্যোগ পরবর্তী ৪। স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকি হ্রাস সময়ে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে পরিকল্পনা গুলির বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিঃ

ছক-৪৩: দুর্যোগ এর সময় কে কি ধরণের কাজ করবে তার বিবরণ

ক্রঃনং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১.	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন	১২০ টি	৩৯০০০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
২.	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	১২০ টি	৫০০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৩.	বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	১২০ টি	২০, ০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৪.	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম সংবাদ প্রচারের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন	১২০ টি	২১৪০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৫.	আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত	৪০ টি	২৪, ০০, ০০০/	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৬.	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	১২ টি	১২, ০০, ০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৭.	মহড়ার আয়োজন	২২ টি	২, ২০, ০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৮.	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২+১(ইউনিয়নে ১২ টি+পৌঃসভা)	৪৮, ০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৯.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষা কারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখা	শুকনো ৬ টন চাল/ডাল-১০ টন	৭, ০০, ০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৪০%	১০%	৩০%	২০%
১০.	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৫৫ টি স্কুলে	১, ১০, ০০০/	স্কুলে	ফেব্রুয়ারী	৪০%	১০%	৩০%	২০%
১১.	সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নম্বর সংরক্ষণ করা	UzDMC, UDMC এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার		ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায়	ফেব্রুয়ারী	৪০%	১০%	৩০%	২০%
১২.	দুযোর্গের পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার	১২০টি	২, ২২, ০০০	ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড;	দুর্যোগের পূর্ব মূহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীনঃ

ছক-৪৪: দুর্যোগ কালীন কে কি করবে তার বিবরণ

ক্রঃনং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১.	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	১২০	-	পুরো উপজেলার ইউনিয়ন, ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
২.	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	৩০০০০ পরিবার	১৫০০০০/	পুরো উপজেলার ইউনিয়ন, ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৩.	উজানে নিকটস্থ নদীর পানির বিপদ সীমা অতিক্রম করা সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।	১২০	-	পুরো উপজেলার ইউনিয়ন, ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৪.	বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা	২৪০০০ পরিবার	-	পুরো উপজেলার ইউনিয়ন, ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৫.	শুকনো খাবার বিতরন করা	১২০	-	পুরো উপজেলার ইউনিয়ন, ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৬.	আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা	চুরি ডাকাতি করতে না দেওয়া	-	পুরো উপজেলার ইউনিয়ন, ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৭.	আহত ব্যাক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	১২০	-	পুরো উপজেলার ইউনিয়ন, ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৮.	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	১২০	-	পুরো উপজেলার ইউনিয়ন, ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৯.	জরুরী সভা	৪টি	৪০০০	উপজেলা পরিষদে	দুর্যোগ কালীন	১০০%			
১০.	দ্রুত বার্তা প্রেরণ		১০০০	উপজেলা থেকে ইউনিয়ন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে	দুর্যোগ কালীন	১০০%			
১১.	দ্রুত পূনরুদ্ধার		২০০০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%
১২.	আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা			নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে	দুর্যোগ কালীন	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%
১৩.	স্বেচ্ছা সেবক দলকে দায়িত্ব বন্টন			দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকাতে	দুর্যোগ কালীন	৫০%		৫০%	
১৪.	আক্রান্ত এলাকায় মেডিকেল টিম প্রেরণ	১৩টি	৫৫০০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকাতে	দুর্যোগ কালীন	৫০%	১০%	৩০%	১০%
১৫.	স্যানিটেশনের ব্যবস্থা	৪০	২০০০০	আশ্রয় কেন্দ্র গুলিতে	দুর্যোগ কালীন	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%
১৬.	নিরাপদ পানি সরবরাহ			আশ্রয় কেন্দ্র গুলিতে	দুর্যোগ কালীন	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%
১৭.	জরুরী ত্রাণ বিতরণ	২০ হাজার পরিবার		ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে	দুর্যোগ কালীন	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%
১৮.	যাতায়াত ব্যবস্থা সচল রাখা			সমস্যাগ্রস্ত এলাকাতে	দুর্যোগ কালীন	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%
১৯.	আলো/বাতি ও জ্বালানী সরবরাহ	২০ হাজার পরিবার		দুর্যোগ আক্রান্ত পরিবার ও আশ্রয়কেন্দ্রে	দুর্যোগ কালীন	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%
২০.	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দায়িত্ব বন্টন ও তাদের কাজ তদারকি			সংশ্লিষ্ট এলাকায়	দুর্যোগ কালীন	১০০%			

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তীঃ

ছক-৪৫: দুর্যোগ এর পর কে কি করবে তার বিবরণ

ক্রঃনং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১.	উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যত দ্রুত সম্ভব	১২০ টি	৪, ০০, ০০০		দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
২.	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।	টি	২, ৫০, ০০০/	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৩.	মৃতঃ মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	১০০০০	২, ৪০, ০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৪.	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	১২০ টি	---	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৫.	অধিক ক্ষতি গ্রস্তদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	১০০০০ টি	২, ০০, ০০০০০/-	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৬.	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	১২০ টি	২, ৮৫, ০০০	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৭.	প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	১২০ টি	-	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৮.	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	১২০ টি	-	ইউপি, পৌরসভা	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
৯.	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	৮০০০ পরিবার			দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	৪০%	১০%	৩০%	২০%
১০.	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১১.	ক্ষতিগ্রস্তদের পূণর্বাসন		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১২.	কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১৩.	অবকাঠামো (প্রাতিস্ঠানিক) সংস্কার		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১৪.	রাস্তা সংস্কার		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী		দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১৫.	কালভার্ট সংস্কার		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১৬.	বাঁধ সংস্কার		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১৭.	চাহিদা ভিত্তিক কৃষি উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী		দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১৮.	প্রাণী সম্পদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসন		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	অত্র উপজেলার সকল ওয়ার্ডে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	
১৯.	মৎস্য জীবী ও চাষিদের পূণর্বাসন		ক্ষতির মাত্রা বুঝে	উপজেলার সকল ওয়ার্ডে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়েঃ

ছক-৪৬: রাস্তা,ব্রীজ, মসজিদ, কার্লভার্ট সংস্কারের কাজ কে কতটুকু করবে তার বিবরন

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১.	ব্রীজ সংস্কার	৯টি	গোয়ালেরচর	ওয়ার্ড নং ৬, সভুকুড়া গাইবান্ধা সীমানার নিকট	২০০০ সালে তৈরি করা হয় তবে মেরামত যোগ্য। ব্রীজের দু'পাশে মাটি সরে গেছে এটা মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে।	কার্যক্রম শুরুর আগে সকলে বসে বাজেট এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে কাজের পরিমান ও দায়িত্ব বন্টন করা হবে।			
২.				ওয়ার্ড নং ৮, মহলগীরি চামার বাড়ীর নিকট	অনেক আগে তৈরি করা হয় তবে মেরামত যোগ্য। ব্রীজের দু'পাশে মাটি সরে গেছে এটা মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে।				
৩.				ওয়ার্ড নং ৮, মহলগীরি হাঁসপাতালের নিকট	ব্রীজের দু'পাশে মাটি সরে গেছে এটা মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে।				
৪.			বেলগাছা	ওয়ার্ড নং ৩, বেলগাছা ছালামের দোকানের সামনের ব্রীজ	এই ব্রীজ পূর্বে ভাল ছিল বর্তমানে এটি সংস্কার করা দরকার।				
৫.				ওয়ার্ড নং ৩, ধনতলা প্রাঃ স্কুলের সামনের ব্রীজ	ভাল ছিল তবে বর্তমানে এটি সংস্কার করা প্রয়োজন।				
৬.			গাইবান্ধা	ওয়ার্ড নং ৪, পোড়া বাড়ী বলিদা বাড়ী রাস্তার মাঝখানের ব্রীজ	ব্রীজের সামনে ও পিছনে মাটি দিতে হবে				
৭.				ওয়ার্ড নং ৬, সরকার পাড়া রাস্তায় মরাকান্দি গ্রামের ব্রীজ	ব্রীজের দুই পাশের মাটি সড়ে গেছে, মাটি দিতে হবে				
৮.				আর্দশ গ্রাম রাস্তার মাঝের ব্রীজ	ব্রীজের সামনে ও পিছনে মাটি দিতে হবে				
৯.			পলবান্ধা	ওয়ার্ড নং ৫, পূর্ব বাহাদুরপুর প্রাঃ বিদ্যাঃ পাশের ব্রীজ	এই ব্রীজটি নদীর পাশে অবস্থিত থাকায় রাস্তার সাইডে মাটি ভেঙ্গে যায়				
১.	কালভার্ট সংস্কার	৫৯টি	কুলকান্দি	আক্তারের বাড়ীর নিকট কালভার্ট; ৯ নং ওয়ার্ড	রিং কালভার্ট ভাঙ্গা এক সাইডে সংস্কার করতে হবে।				
২.				ইটায়ারী রাস্তার উপরের কালভার্ট ;৮নংওয়ার্ড	এটা রিং কালভার্ট , মাটিতে চাপা পড়েছে।				
৩.			বেলগাছা	বেলগাছা তফের মন্ডলের বাড়ীর সামনের কালভার্ট ; ৯ নং ওয়ার্ড	বক্স কালভার্টটি ভাঙ্গা যা সংস্কার করতে হবে				
৪.				মুন্নিয়া ছাত্তারের বাড়ীর সামনের কালভার্ট ; ৯ নং ওয়ার্ড	রিং কালভার্ট ভাল তবে রাস্তা ভাঙ্গা থাকায় মেরামত প্রয়োজন				
৫.				হাজার আলীর বাড়ীর সামনের কালভার্ট ; ৯নংওয়ার্ড	রিং কালভার্ট ভাল তবে রাস্তা ভাঙ্গা, রাস্তা মেরামত করা প্রয়োজন				
৬.				ধনতলা ইয়াকুব মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব পাশের কালভার্ট	এক সাইড ভাঙ্গা আছে এটা সংস্কার করতে হবে				
৭.				ধনতলা আলমের বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ১	কিছু কিছু জায়গায় ভাঙ্গা আছে যা মেরামত করা				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
				নং ওয়ার্ড	দরকার				
৮.				ধনতলা লাবলুর বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ১ নং ওয়ার্ড	একপাশে ভাঙ্গা আছে যা সংস্কার করতে হবে				
৯.				ধানতলা ইয়াদ আলী বাড়ী পশ্চিম পাশের রিং কালভার্ট; ১ নং ওয়ার্ড	রিং কালভার্ট ভাঙ্গা যা সংস্কার করতে হবে				
১০.			চিনাডুলী	হাইদারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশের রিং কালভার্ট	এখানে তিনটি রিং কালভার্ট আছে যার একটি একটি বন্ধ হয়ে আছে				
১১.				ছাত্তার মুন্সির বাড়ীর সামনের রিং কালভার্ট; ৩ নং ওয়ার্ড	কালভার্ট টি মাটিতে চাপা পড়ে আছে যা মেরামত করা প্রয়োজন				
১২.				সোনার বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ৪ নং ওয়ার্ড	এটা ইউডেন কালভার্টের এক সাইডে কিছুটা ভাঙ্গা আছে				
১৩.				সাইফনের বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ৪ নং ওয়ার্ড	এটা রিং কালভার্ট মাটিতে চাপা পড়ে আছে				
১৪.				গোলাপ উদ্দিনের বাড়ীর সামনের বক্স কালভার্ট; ৯ নং ওয়ার্ড	এই বক্স কালভার্টটি এক সাইডে ভেঙ্গে গেছে				
১৫.			সাপধরী	মন্ডল পাড়া চেয়ারম্যান বাড়ীর উত্তর পাশেরকালভার্ট	কালভার্টটি দুই সাইডে ভেঙ্গে গেছে এটা মেরামত করতে হবে				
১৬.				চরদিয়ারী দক্ষিণ মাদ্রসার পূর্ব পাশের কালভার্ট	কালভার্ট টি ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করতে হবে				
১৭.				সাপধরী উচ্চ বিদ্যাঃ পশ্চিম পাশের কালভার্ট	বন্যার পানির চাপে কালভার্টটি ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করতে হবে				
১৮.				মন্ডল পাড়া বাজার এর দক্ষিণ পাশের কালভার্ট	দুই পাশের মাটি সরে গেছে , সংস্কার করতে হবে				
১৯.			নোয়ারপাড়া	আতা বিয়েতসী বাড়ী সামনের কালভার্ট; ৮ নং ওয়ার্ড	পূর্বে ভাল ছিল, তবে বর্তমানে ভেঙ্গে যাওয়ায় সংস্কার করা দরকার				
২০.				মান্নান মেম্বরের বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ৭ নং ওয়ার্ড	পূর্বে ভাল ছিল এখন সংস্কার করা দরকার				
২১.				সুকচর প্রাঃ বিদ্যাঃ সংলগ্ন পূর্ব পাশের কালভার্ট; ৭ নং ওয়ার্ড	বর্তমানে দুইপাশের কিছুটা ভেঙ্গে পড়ার কারণে সংস্কার করা দরকার				
২২.				সৈয়দ বাড়ীর পশ্চিম পাশের কালভার্ট; ৭ নং ওয়ার্ড	আগে ভাল ছিল তবে এখন দুই পাশে ভাঙ্গার জন্য সংস্কার করা দরকার				
২৩.				একতা বাজারের উত্তর পাশের কালভার্ট; ৭ নং ওয়ার্ড	আগে ভাল ছিল তবে এখন দুই পাশে ভাঙ্গা সংস্কার করা দরকার				
২৪.				জরীপ আলীর বাড়ীর উঃ পাশের কালভার্ট; ৭ নং ওয়ার্ড	আগে ভাল ছিল তবে রাস্তার কারণে কিছুটা ভাঙ্গা, সংস্কার করা দরকার				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
২৫.				নরুল ইসলামের বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ৭ নং ওয়ার্ড	কোন রকম ভাল মেরামত করতে হবে।				
২৬.				হাবিবর সরদার বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভালো থাকলেও কালভার্টটি ভাঙ্গা তাই মেরামত করা প্রয়োজন				
২৭.				সামছু সরদারের বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ৯ নং ওয়ার্ড	পূর্বে ভাল ছিল, এখন সংস্কার করা দরকার				
২৮.				ছামাদের বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর	পূর্বে ভাল থাকলেও এখন অবস্থা ভাল না, সংস্কার করা দরকার				
২৯.				ব্রমনে বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর	অনেক জায়গায় ভাঙ্গা থাকার কারণে সংস্কার করা দরকার				
৩০.				আঃ লতিফ মেম্বার বাড়ী সামনের কালভার্ট; ৭ নং ওয়ার্ড	আগে ভাল ছিল তবে এখন দুই পাশে ভাঙ্গা সংস্কার করা দরকার				
৩১.				ইমতাজের বাড়ীর নিকট ; ৭ নং ওয়ার্ড	আগে ভাল থাকলেও এখন দুই পাশে ভাঙ্গা, সংস্কার করা দরকার				
৩২.				আইজল হকের বাড়ীর সামনের কালভার্ট; ৬ নং ওয়ার্ড	আগে ভাল ছিল তবে এখন দুই পাশে ভাঙ্গা সংস্কার করা দরকার				
৩৩.			পার্থশী	কৃষ্ণনগর ওয়াহেদের বাড়ীর নিকট	এই রিং কালভার্টটি ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করতে হবে				
৩৪.				হাড়িয়া বাড়ী শান্ত বিলের পাশের কালভার্ট; ৪ নং ওয়ার্ড	এই বক্স কালভার্টটি এক সাইডে ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করতে হবে				
৩৫.				রাধির আগলা জুলের পাড়ে অবস্থিত কালভার্ট; ৫ নং ওয়ার্ড	এই রিং কালভার্টটি এক সাইডে ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করতে হবে				
৩৬.				মুখশিমলা লিয়াকত চেয়ারম্যান এর বাড়ীর নিকটতম কালভার্ট; ৫ নং ওয়ার্ড	এটি বক্স কালভার্ট পুনরাই সংস্কার করতে হবে				
৩৭.				মুখশিমলা ফারাজী বাড়ীর দিকে; ৫ নং ওয়ার্ড	এই রিং কালভার্টটি এক সাইডে ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করতে হবে				
৩৮.			পলবান্ধা	দক্ষিণ সিরাজাবাদ শাহজাহান এর দেকানের পাশের কালভার্ট; ৩ নং ওয়ার্ড	কালভার্টটির এক সাইড ভেঙ্গে গেছে এটি সংস্কার করতে হবে				
৩৯.				উত্তর বাহাদুর পুর মসজিদের সম্মুখে রাস্তার উপর	এই রিং কালভার্টটির নিচে আর্বজনা জমা হয়েছে তা পরিষ্কার করতে হবে				
৪০.				দক্ষিণ বাহাদুরপুর মকবুলের বাড়ী রাস্তার উপর	এই রিং কালভার্টটির মাঝেভেঙ্গে গেছে এটি সংস্কার করতে হবে				
৪১.				পূর্ব বাহাদুরপুর আজিতের বাড়ী রাস্তার উপর	ধসে যাবার মত অবস্থা হয়েছে এটা সংস্কার করতে হবে				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
৪২.				উত্তর বাটিকামারী লাল মিয়ার বাড়ীর নিকট রাস্তার উপর	এই বক্স কালভার্টটি এক সাইড ভেঙ্গে গেছে এটি সংস্কার করতে হবে				
৪৩.			গোয়ালেরচর	সভার চর ইজ্জতের বাড়ীর নিকট ; ৫ নং ওয়ার্ড	কালভার্টের দুই পাশে রাস্তায় মাটি দিতে হবে				
৪৪.				সভার চর মইন উদ্দিন মাষ্টারের বাড়ীর নিকট; ৫ নং ওয়ার্ড	কালভার্টের দুই পাশে রাস্তায় মাটি না থাকার কারণে যোগাযোগ ব্যহত হচ্ছে তাই মাটির কাজ জরুরী				
৪৫.				গোয়ালেরচর কাসেম মন্ডলের বাড়ী নিকট ; ৭ নং ওয়ার্ড	বক্স কালভার্ট ভাল তবে রাস্তা মেরামত করতে হবে				
৪৬.				গোয়ালেরচর ঈদগাহ মাঠের নিকট ; ৭ নং ওয়ার্ড	বক্স কালভার্ট ভাল থাকা সত্বেও রাস্তা ভাল না থাকায় রাস্তা মেরামত করতে হবে				
৪৭.				মহলগিরী লক্ষীর বাড়ীর নিকট ; ৮ নং ওয়ার্ড	রিং কালভার্ট ভাল তবে রাস্তা ভাঙ্গা আছে				
৪৮.				মহলগিরী বিষ্ণু মন্ডলের বাড়ীর নিকট ; ৮ নং ওয়ার্ড	রিং কালভার্ট ভাল আছে তবে রাস্তা ভাঙ্গা থাকায় রাস্তা মেরামত করা দরকার				
৪৯.				কাছিমারচর হামেদ আলীর বাড়ীর নিকট ; ৯ নং ওয়ার্ড	বক্স কালভার্ট ভাল তবে রাস্তা ভাঙ্গা আছে				
৫০.				কাছিমারচর শেখেরচর রাস্তার নিকট ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তার অবস্থা ভাল না তবে বক্স কালভার্ট টি ভাল আছে				
৫১.				সভুকুড়া হিয়াদ আলীর বাড়ীর নিকট ; ৬ নং ওয়ার্ড	ভাল তবে রাস্তার এক পাশে ভেঙ্গে যাওয়ায় কালভার্টটি ভাসমান আছে				
৫২.				গোয়ালেরচর মনোয়ার মাষ্টার বাড়ী নিকট ; ৭ নং ওয়ার্ড	কালভার্টটি বক্স তবে এক সাইডে ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে				
৫৩.				গোয়ালেরচর রহিম দালালের বাড়ীর নিকট ; ৭ নং ওয়ার্ড	কালভার্টটি বক্স তবে এক সাইডে ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে				
৫৪.			গাইবান্ধা	পোড়ার চর ডেবুর বাড়ী নিকট ; ২ নং ওয়ার্ড	খারাপ দু'পাশে ভাঙ্গা আছে মেরামত দরকার				
৫৫.				মহিষকুড়া বেলকুচী পাড়া ; ৩ নং ওয়ার্ড	এক সাইডে ভাঙ্গা আছে				
৫৬.				বলিদাপাড়া সুলতানের বাড়ীর নিকট ৫নংওয়ার্ড	কালভার্টটির দুই পাশে মাটি নাই				
৫৭.				বন্দে আলী ব্রীজ হতে দশানীফেরীঘাট ; ৬ নং ওয়ার্ড	এটার এক সাইড ভাঙ্গা আছে যা মেরামত করতে হবে				
৫৮.				কড়াইতলা কান্দাপাড়া কামালের বাড়ীর নিকট ; ৮ নং ওয়ার্ড	ইউডেন কালভার্টটি এক সাইডে ভাঙ্গা আছে				
৫৯.			চরগোয়ালিনী	বেপারীপাড়া হাবিবের বাড়ীর পশ্চিম পাশে ; ৮ নং ওয়ার্ড	এটা ইউড্রেন কালভার্টটি মাটি চাপা পড়ে আছে				
১.	রাস্তা	১৩৬টি	কুলকান্দি	পার্থশী সীমানা হতে পাইলিংপার পর্যন্ত; ৪ নং	রাস্তার অনেক স্থানে ভাঙ্গা থাকায় ঝুকিপূর্ণ অবস্থায়				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
	সংস্কার			ওয়ার্ড	এবং বন্যায় প্লাবিত হয়।				
২.				সনেট চেয়ারম্যান বাড়ী হতে পার্থশী সীমানা পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়।				
৩.				বাঁধ হতে ঈদগাহ টেংকুড়া মাঠ পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হওয়ার কারণে রাস্তা টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যা মেরামত করা দরকার				
৪.				সামছুরনাহার উচ্চ বিদ্যাঃ হতে মেহেদী মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়।				
৫.				বাঁধ হতে গিয়াসউদ্দিনের বাড়ী হয়ে মোছার বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাল আছে কিন্তু বন্যায় সব প্লাবিত হয়।				
৬.				ধনতলা সীমানা হাতে জাকিউল মেম্বার বাড়ী হয়ে ছড়া পাতা মুনছর বাড়ী পর্যন্ত; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তার মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয়।				
৭.				জাকিউল মেম্বর বাড়ী হতে শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যাঃ হয়ে কবী বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়।				
৮.				ধানতল সীমানা হতে বোয়ালমারী ব্রীজ হয়ে পার্থশী সীমানা পর্যন্ত; ৯ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হওয়ার কারণে রাস্তার সাথে সাথে রাস্তার অবস্থাও নাজুক হয়ে গেছে				
৯.				মকবুল হোসেনের বাড়ী হতে তোতার বাড়ী হয়ে চতলবিল পর্যন্ত; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তার মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয়।				
১০.				লাভলু মেম্বার এর বাড়ী হতে চান্দু মেম্বার এর বাড়ী হয়ে মোবারক মাষ্টার এর বাড়ী পর্যন্ত; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তার মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয়।				
১১.				জিগাতলা লোকার বাড়ী হতে আখেরের বাড়ী পর্যন্ত; ১ নং ওয়ার্ড	অনেক জায়গায় রাস্তাটি ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে।				
১২.				বেড়কুশা নুরইসলামের বাড়ী হতে ইসুফের বাড়ী পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	প্রাকৃতিক কারণে রাস্তাটি অনেক স্থানে খানা-খন্দকে ভরে আছে এছাড়াও বন্যায় প্লাবিত হয়।				
১৩.				হরিনধারা ইবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে যমুনানদী পর্যন্ত; ৩ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে।				
১৪.				হামিদুর এর বাড়ী হতে মকবুল মেম্বারের ভিটা পর্যন্ত; ৭ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হয়, মেরামত করতে হবে				
১৫.			**বেলগাছা**	কাছিমা ব্রীজ হতে আলী আকন্দের বাড়ী পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় সংস্কার করতে হবে				
১৬.				কাছিমা মোড় হতে সুগার মিল পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাল আছে কিন্তু বন্যায় প্লাবিত হয় বলে উচুঁ করা দরকার				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১৭.				মিয়া বাড়ী চাঁন আকন্দ বাড়ী হতে হাফেজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটির অবস্থা খারাপ এটা সংস্কার করতে হবে				
১৮.				গোয়ালের ডোবা তাছের আলী বাড়ী হতে ধন বেপাড়ী বাড়ী পর্যন্ত; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা আছে যা সংস্কার করতে হবে				
১৯.				উত্তর মধ্যে বেলগাছা বুচা বাড়ী হতে কালাম এর বাড়ী হতে পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	বন্যায় রাস্তাটি ডুবে যায় এটা সংস্কার করতে হবে				
২০.				উত্তর মধ্যে বেলগাছা মানিক মিয়ার বাড়ী হতে কালাম আকন্দ বাড়ী পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটির মাঝ খানে ভাঙ্গা আছে এটি সংস্কার করতে হবে				
২১.				মিলদহ আফসারের বাড়ী হতে মিলদহ স্কুল পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয়				
২২.				ঘোনা পাড়া পাকা বাস্তা হতে জামাল মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় যা সংস্কার করতে হবে				
২৩.				ঘোনা পাড়া মোস্তফা বাড়ী থেকে তারার বাড়ী পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় যা সংস্কার করতে হবে				
২৪.				আজিম উদ্দিন বাড়ী হতে মুন্নিয়া বাজার পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা ; ৯ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তার পূর্ব পাশে ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করতে হবে				
২৫.				মুনিয়া বাজার হতে দক্ষিণ জয়নাল হাওদার বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তার দুই পাশেই ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করা প্রয়োজন				
২৬.				মুন্নিয়া আঃ খালেক চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে আসাদ মন্ডল এর বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি সংস্কার করতে হবে				
২৭.				মিয়া পাড়া ফরহাদ হোসেন এর বাড়ী হতে মানিক মিয়া বাড়ীর সামনে ব্রীজ পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটির এক জায়গায় ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে				
২৮.				ধনতলা সানুর বাড়ী হতে সাজুর বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি উঁচু করতে হবে বন্যায় প্লাবিত হয়				
২৯.				ধনতলা চাঁদমোল্লার বাড়ী হতে লাবলু বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	অনেক জায়গায় নিচু থাকার কারণে উঁচু করতে হবে কারণ বন্যায় প্লাবিত হয়				
৩০.				ধনতলা জামাল এর বাড়ী হতে প্রধান বাড়ী হয়ে দুলাল ডাঃ বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে				
৩১.				ধনতলা পাকা রাস্তা হতে সরদার বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হওয়ার কারণে রাস্তাটির ভাঙ্গা অংশ মেরামত করা দরকার				
৩২.				ফকির পাড়া হতে ধনতলা স্কুল পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা এবং বন্যার পানিতে ডুবে যায় যা সংস্কার করতে হবে				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
৩৩.				ধনতলা রইচ উদ্দিন বাড়ী মসজিদ হতে হাজের আলী বাড়ী পাকা রাস্তা পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে				
৩৪.				ধনতলা আলাল মোল্লার বাড়ী হতে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি নিচু থাকার কারণে বন্যায় প্লাবিত হয়, উচু করা প্রয়োজন				
৩৫.				জারুলতলা বাজার হতে কাছিমা ব্রীজ পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে যা মেরামত করতে হবে				
৩৬.			**চিনাডুলী**	ওয়ারেছ আলী হতে তারা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তার অনেক স্থানে ভাঙ্গা আছে যা মেরামত করতে হবে				
৩৭.				খোকা মিয়ার বাড়ীতে অহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে যা মেরামত করতে হবে				
৩৮.				গন্দের বাড়ী থেকে মুক্তির বাড়ী পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	যানবাহন চলাচলের কারণে রাস্তাটির অনেক স্থানে গর্ত হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু জায়গায় ভাঙ্গা আছে যা মেরামত করা প্রয়োজন				
৩৯.				বড় দেলির পার ব্রীজ হতে দুলালের বাড়ির দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	গর্ত ও ভাঙ্গা আছে যা মেরামত করা প্রয়োজন				
৪০.				কতোবুল্লার চর চান মিয়ার বাড়ী হতে লাল মনির বাড়ী পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তার মাঝে মাঝে ভাঙ্গা যা মেরামত করতে হবে				
৪১.				নালু বেপারীর পাকা রাস্তা হতে আমাজের বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	বন্যা ও বৃষ্টির কারণে রাস্তার অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে যা মেরামত করতে হবে				
৪২.				বিস্কুটের বাড়ী হতে কেইয়েগুড়ী বিল পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মাঝে ভাঙ্গা মেরামত করা প্রয়োজন				
৪৩.				আবুলের বাড়ী হতে মান্নান বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটির অনেক স্থানে ভাঙ্গা ও উচু-নীচু আছে যা মেরামত করা প্রয়োজন				
৪৪.				লেবুর বাড়ী হতে খইরাক্ষির বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মাঝে ভাঙ্গা মেরামত করা প্রয়োজন				
৪৫.				খইরাক্ষির বাড়ী হতে পাইলোয়ানের বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা ও বন্যায় প্লাবিত হয়				
৪৬.				সাদেক বেপাড়ীর মোড় থেকে নদী পাড়া পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা ও বন্যায় প্লাবিত হয় মেরামত করা প্রয়োজন				
৪৭.				মেলেপারীর বাড়ী হতে উমর আলীর বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মাঝে গর্ত ও ভাঙ্গা				
৪৮.				মাছুমের বাড়ী হতে নানুর বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	বর্ষার সময় রাস্তার অনেক স্থান ভেঙ্গে ও গর্ত হয়ে গেছে যা সংস্কার করা প্রয়োজন				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
৪৯.				দুলালের বাড়ী হতে নন্দনের পাড় স্কুল পর্যন্ত ; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মাঝে গর্ত ও ভাঙ্গা				
৫০.				মজি মেম্বারের বাড়ী হতে গুলুর বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তার মাঝখানে গর্ত ও ভাঙ্গা থাকার কারণে চলাচলের সমস্যা হচ্ছে				
৫১.				আছর উদ্দিন এর বাড়ী হতে বিশুর বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	বৃষ্টির ফলে রাস্তার মাটি ধুয়ে রাস্তায় গর্তের সৃষ্টি হয়ে যোগাযোগ ব্যহত হয়				
৫২.				কাছের বাড়ী হতে হব্বির হাজীর বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মাঝে গর্ত ও ভাঙ্গা				
৫৩.				মেছের মন্ডলের বাড়ী হতে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে মেরামত করা প্রয়োজন				
৫৪.				বামনা বাজার থেকে বাদশা মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা মেরামত করা প্রয়োজন				
৫৫.				বলিয়াদহ ব্রীজ হতে ঈদগাহ পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটির কিছু কিছু জায়গায় ভাঙ্গা আছে মেরামত করা প্রয়োজন				
৫৬.				শিংভাঙ্গা হতে চিনাডুলী পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাল তবে মাঝখানে ৪ থেকে ৫ জায়গায় সামান্য ভাঙ্গা রয়েছে				
৫৭.			**সাপধরী**	দুদুর হতে চর দিঘরী দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত	এই রাস্তার মাঝে অনেক ভাঙ্গা আছে যা চলা ফেরার উপযোগী নয় এজন্য রাস্তাটি মেরামত করতে হবে				
৫৮.				আজিম উদ্দিন এর বাড়ী হতে দিঘারীর স্কুল পর্যন্ত	এই রাস্তা দুই সাইডে ভেঙ্গে গেছে মেরামত করতে হবে				
৫৯.				চরদিঘারী দাখিল মাদ্রাসা হতে কাসেম মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত	এই রাস্তা পুরটাই ভাঙ্গা তাই সংস্কার করতে হবে				
৬০.				আকন্দ পাড়া বাদশা বাড়ী হতে দক্ষিণ স্যাটালাইট ক্লিনিক পর্যন্ত	রাস্তার অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে তা সংস্কার করতে হবে				
৬১.				গনী গেন্দার বাড়ী হতে দক্ষিণ বিলাল এর বাড়ী পর্যন্ত	এই রাস্তা ভাঙ্গা চলা ফেরাই বিপদ ঘটে তাই সংস্কার করতে হবে				
৬২.				কাশারীডুবা ইসহক মন্ডলের বাড়ী হতে নন্দনা পাড়া পর্যন্ত	এই রাস্তা পুরটাই ভাঙ্গা এটা সংস্কার করতে হবে				
৬৩.				কাশারীডুবা ডাবুর বাড়ী হতে উত্তর ইসাকের বাড়ী পর্যন্ত	বন্যায় রাস্তাটি মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে				
৬৪.				কাশারী ডুবা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ হতে পূর্বদিক নদীর ঘাট পর্যন্ত	নতুন করে সংস্কার করতে হবে				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
৬৫.				এমদাদ এর বাড়ী হতে আসাদ এর বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তার মাঝে অনেক ভাঙ্গা আছে এবং চলাচলের সমস্যা হচ্ছে , মেরামত করা প্রয়োজন				
৬৬.			**নোয়ার পাড়া**	উলিয়া বাজার থেকে নোয়ারপাড়া মাঠ পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	মাঝে মধ্যে ২ কি.মি.রাস্তা ভাঙ্গা আছে এগুলো মেরামত করতে হবে				
৬৭.				লুৎফর এর বাড়ী হতে হাবেল এর বাড়ী পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হয় মেরামত ও উঁচু করতে হবে				
৬৮.				রব্বানীর দোকান হতে মকবুল এর বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তার উচ্চতা কম হওয়ায় বন্যায় প্লাবিত হয় ফলে উঁচু করতে হবে				
৬৯.				তফজল হাজী বাড়ী হতে খেদুর বাড়ী পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় মেরামত ও উঁচু করতে হবে				
৭০.				রশিদ এর বাড়ী হতে পাকা রোড় পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় মেরামত ও উঁচু করতে হবে				
৭১.				অবদা থেকে সোহরাব মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় মেরামত ও উঁচু করতে হবে				
৭২.				হেলাল বাড়ী হতে হারুন মৌলবীর বাড়ী পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	কিছু কিছু স্থানের মাটি সরে গেছে এবং ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় , উঁচু করতে হবে				
৭৩.				খলিল খলিফার বাড়ী হতে জনত বাজার পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় মেরামত ও উঁচু করতে হবে				
৭৪.				কাজলা একতা বাজার খলিলুর রহমান উচ্চ বিদ্যাঃ পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	কোন রকম চলাফেরা করা যায় হবে মেরামত করা দরকার				
৭৫.				কাবিজুরের বাড়ী হতে মেরন্দহ থানার সীমানা পর্যন্ত; ৭ নং ওয়ার্ড	কোন রকম মানুষ চলাচল করতে পারে হবে গাড়ী চলাচলের অনুপযোগী				
৭৬.				কালামের বাড়ী হতে জবেদ এর বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা ভাঙ্গা আছে ও বন্যায় প্লাবিত হয় উঁচু করতে হবে				
৭৭.			**ইসলামপুর সদর**	গঙ্গা পাড়া পাকা রাস্তা হতে মাদার দহ বিল পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হওয়ায়				
৭৮.				গঙ্গা পাড়া বেসরকারী প্রাঃবিদ্যাঃ হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় সংস্কার করতে হবে				
৭৯.				নাওভাঙ্গা শেখবাড়ী মসজিদ হতে বজলুলু হক স্কুল পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হয় সংস্কার করতে হবে				
৮০.				পশ্চিম গঙ্গা পাড়া বাক্কা ডাক্তারের বাড়ী হতে খাল পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় সংস্কার করতে হবে				
৮১.				গঙ্গা পাড়া পাকা রাস্তা হতে মোফাজ্জলের বাড়ী	এটা বন্যায় প্লাবিত হয় এবং সংস্কার যোগ্য				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
				পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড					
৮২.				কাচিহারা মফিজের বাড়ী হতে লুৎফরের বাড়ী পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	বন্যা হলে ভেঙ্গে যায় এবং বন্যায় ডুবে যায় তবে সংস্কার হচ্ছে				
৮৩.				কাচিহারা চৌরাস্তা হতে ধমকুড়া সীমানা পর্যন্ত; ৩ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হয় কারন ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে				
৮৪.				পাঁচবাড়ীয়া পাকারাস্তা হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি খুবই খারাপ অবস্থা এটা সংস্কার করতে হবে				
৮৫.				আলাই ব্রীজ হতে খদিয়া কান্দা সীমানা পর্যন্ত; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয় যা সংস্কার করতে হবে				
৮৬.				জামেদ আলী মাদ্রাসা হতে লেবুর বাড়ী পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাল আছে কিন্তু এটা উঁচু করতে হবে কারন বন্যায় ডুবে যায়				
৮৭.				পঁচাবহলা মজিবরের বহিসমিল হতে চিনা ডুলি সীমানা পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় এক সাইড প্লাবিত হয়				
৮৮.				পঁচাবহলা পাকা রাস্তা হতে নোয়ার পাড়া সীমানা পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা অনেক ভাঙ্গা তাই উঁচু করতে হবে				
৮৯.				পঁচাবহলা কাশারী ভীটা হতে পয়খারবিবারল পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা উঁচু করতে হবে বন্যায় প্লাবিত হয়				
৯০.				পঁচাবহলা হেলাল মাষ্টারের বাড়ী হতে আদশ গ্রাম পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় সংস্কার করতে হবে				
৯১.				ধমকুড়া সীমানা হতে কাচিহাড়া সীমানা পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা পুরোটাই বন্যায় ভেঙ্গে গেছে যা সংস্কার করতে হবে				
৯২.			**পার্থশী**	কৃষ্ণনগড় দেওয়ান গঞ্জ হতে শশারিয়া বাড়ী খান পাড়া পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	নীচুঁ থাকায় এটি উঁচু করতে হবে				
৯৩.				পার্থশী পাকা রাস্তা হতে মোরাদাবাদ আঃ কুদ্দুছ এর বাড়ী পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা বন্যায় প্লাবিত হয় এটি উঁচু করতে হবে				
৯৪.				মন্জুরুল হাসান এর বাড়ী হতে বাকা ব্রীজ পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তা বন্যায় প্লাবিত হয়ে রাস্তার মাটি সরে গিয়ে অনেক স্থানে নীচুঁ হয়ে গেছে, এটি উঁচু করতে হবে				
৯৫.				মলম গঞ্জ কুলকান্দী পাকা রাস্তা হতে মন্ডল বাড়ী কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা বন্যায় প্লাবিত হয় এটি উঁচু করতে হবে				
৯৬.				মোজাআটা আঃ মালেক ডাক্তারের বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে গুঠাইল পাকা রাস্তা পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা বন্যায় প্লাবিত হয় এটি উঁচু করতে হবে				
৯৭.				আনোয়ারের বাড়ী হতে হলিয়া বিল পর্যন্ত ; ৮ নং	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে বৃষ্টির সময়				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
				ওয়ার্ড	পানি জমে থাকে				
৯৮.				জারুল তলা পাকা রাস্তা হতে ছোট দেলীর মোড় পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে বন্যায় প্লাবিত হয় রাস্তাটি উঁচু করতে হবে				
৯৯.				মুখশিমলা পাকা রাস্তা হতে সিদ্দিক এর বাড়ী পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা সংস্কার করতে হবে				
১০০.				মুখশিমলা পাকা রাস্তা হতে আজির উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে বন্যায় প্লাবিত হয়				
১০১.				মুখশিমলা প্রধান বাড়ী হতে মোশারফ গন্ড সীমানা পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি ভাঙ্গা সংস্কার করতে হবে				
১০২.				রৌহার কান্দা আঃ মান্নান বাড়ী পাশ হতে ববলু মিঞার বাড়ী পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা ভাল আছে তবে পাকা করতে হবে				
১০৩.				বানিয়া বাড়ী পাকা রাস্তা হতে সুরের পাড় আছির সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়				
১০৪.			**পলবান্ধা**	বাহাদুরপুর সীমানা হতে উত্তর সিরাজাবাদ পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তার মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে এটা মেরামত করতে হবে				
১০৫.				বাটিকামারী পৌরসভা সীমানা হতে বাটিকামারী আকন্দ পাড়া পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	রাস্তার মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে পুনরাই সংস্কার করতে হবে				
১০৬.				সিরাজাবাদ বাজার হতে জোদ্দার বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটির অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে তা সংস্কার করতে হবে কারণ বন্যায় প্লাবিত হয় এজন্য উঁচু করতে হবে				
১০৭.				বাটিকামারী ঈদগাহ মাঠ ধন মামুদের বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি বন্যায় প্লাবিত হয় আর ভাঙ্গা আছে এটি সংস্কার করতে হবে				
১০৮.				চর বাটিকামারী শহিজল গোয়ালের বাড়ী হতে পশ্চিম সিরাজাবাদ নতুমতিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ; ৭ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি বন্যায় প্লাবিত হয় উঁচু করতে হবে ও ভাঙ্গা আছে				
১০৯.				সিরাজাবাদ বাজার হতে মকবুলের বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	এটি নিচু রাস্তা উঁচু করতে হবে কারন এটা বন্যায় প্লাবিত হয়				
১১০.				উত্তর বাহাদুর পুর পাকা রান্তা হতে মুকুলের বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে সংস্কার ও উঁচু করতে হবে কারন বন্যায় প্লাবিত হয়				
১১১.				জমি মেম্বার বাড়ী নিকট হতে পশ্চিম সিরাজাবাদ	এই রাস্তাটি ভাঙ্গা আছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় উঁচু				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
				সোনাউল্লার বাড়ী পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	করতে হবে				
১১২.				দক্ষিণ সিরাজাবাদ আলাউদ্দিনের বাড়ী হতে গায়েন পাড়া পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে এটা সংস্কার করতে হবে				
১১৩.				পূর্ব বাহাদুর পুর প্রাঃবিদ্যাঃ হতে দুলু মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা বন্যায় প্লাবিত হয় উঁচু করতে হবে				
১১৪.			**গোয়ালেরচর**	গাইবান্ধা সীমানা হতে কফিল উদ্দিন মন্ডল বাড়ী পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা আছে সংস্কার করতে হবে				
১১৫.				কুমিরদহ খাঁপাড়া আহালুর বাড়ী হতে মালমাড়া মিষ্টার এর বাড়ী পর্যন্ত; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				
১১৬.				বোলাকীপাড়া কচুখালাঘাট হতে বোলাকী পাড়া বাজার পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				
১১৭.				বোলাকীপাড়া বাজার হতে মহলগিরী চামড়া বাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে বন্যায় ভেঙ্গে যায় তা সংস্কার করতে হবে				
১১৮.				মোহাম্মদপুর বাজার হতে হেলালের বাড়ী পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়ায় সংস্কার করতে হবে				
১১৯.				সভারচর আঃ জুব্বার মেম্বার বাড়ী হতে তাজেলের বাড়ী পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১২০.				সভারচর মনিরউদ্দিন ভিলার বাড়ী হতে মহলগিরী মন্ডল বাড়ী পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১২১.				সভারচর আয়ুব আলী মেম্বার বাড়ী হতে মহলগিরী তালতলা পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১২২.				সভারচর মদিনার বাড়ী হতে দেলুয়ারের বাড়ী পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১২৩.				গোয়ালেরচর আজগর কেরানীর বাড়ী হতে ছাইদ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১২৪.				গোয়ালেরচর মিতালি বাজার হতে ফজলুর দোকান পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১২৫.				মহলগিরী প্রাঃ বিদ্যাঃ হতে মহলগিরী বাজার পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়ায় জনসাধারণ এর চলাচল কঠিন হয়ে পড়েছে				
১২৬.				মহলগিরী বাজার হতে তালতলা হয়ে মালমাড়া সীমানা পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে বন্যায় ভেঙ্গে যায়				
১২৭.				মহলগিরী ভাটিপাড়া স্কুল হতে কুমিরদহ সীমানা পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে উঁচু করতে হবে				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১২৮.				কাছিমার্চর ফকির বাড়ী ব্রীজ হতে বাজারটিল বাঁধের মাথা পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১২৯.			**গাইবান্ধা**	ইসলামপুর ঝগড়ার চর রাস্তা চরদাদনা ঘাট হতে ঝগড়ারচর পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	অনেকস্থান থেকে মাটি সরে গেছে, যান চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে				
১৩০.				চরদাদনা বড় রাস্তা হতে গোয়ালের চর সীমানা পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				
১৩১.				টুংরাকুড়া ব্রীজ হতে ঈদগাহ মাঠ হয়ে স্কুল পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				
১৩২.				তোতা মাষ্টার বাড়ী হয়ে পূর্ব পাড়া স্কুল পর্যন্ত	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে				
১৩৩.				সদারপাড়া সুকলাল চৌকিদার এর বাড়ী হতে শিয়ালদহ নদী পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে				
১৩৪.				দুরমুঠনিলক্ষীয়া রাস্তা আকন্দ বাড়ী মোড় পূর্বপাড়া স্কুল হয়ে ঝগড়ারচর পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে				
১৩৫.				আকন্দবাড়ী মোড় হয়ে মধ্যেপাড়া বড় রাস্তা পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে				
১৩৬.				ময়দান মাষ্টারের বাড়ী হতে দুরমুঠ নিলক্ষীয়া রাস্তা পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি চলাচলের সুবিধা নেই, কারণ ভাঙ্গা				
১৩৭.				ইসলামপুর ঝগড়ারচর রাস্তা হতে কান্দারচর নুরুল মাঃ বাড়ী পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে এছাড়া উঁচু ও করতে হবে				
১৩৮.				ইসলামপুর ঝগড়ারচর রশিদ মেম্বার বাড়ী হয়ে দুরমুঠ নিলক্ষীয়া পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	মধ্যেখানে ভাঙ্গা আছে যা মাটি দিয়ে পূরণ করতে হবে এবং উঁচু করতে হবে				
১৩৯.				গাইবান্ধা সুরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যাঃ হতে ছাত্তার বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	মাঝে খানের কিছু জায়গায় ভাঙ্গা আছে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে				
১৪০.				বলিদাপাড়া ব্রীজ হতে নতুন মারমাড়া পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে				
১৪১.				নাপিতার বাজার হতে নতুন আগুনের চর গাইবান্ধা সীমানা পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	বৃষ্টি ও বন্যায় মাটি সরে গেছে এবং অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে				
১৪২.				চাঁন মেম্বারের বাড়ী হতে আগুনের চর পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে				
১৪৩.				টুংরাপাড়া ব্রীজ হতে মরাকান্দি জামে মসজিদ পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১৪৪.				টুংরাপাড়া ব্রীজ হতে ডাকপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি অনেক জায়গায় ভাঙ্গা আছে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে				
১৪৫.				পোড়াবাড়ী মোড় হতে হাজী পট্রি হয়ে ভূমি অফিস পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি অনেক ভাঙ্গা সংস্কার করতে হবে				
১৪৬.				ডাকপাড়া ফেরীঘাট হতে ভাঙ্গা ব্রীজ পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১৪৭.				দত্তাপাড়া আনন্দ বাজার হতে দশানীফেরীঘাট পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তায় চলাচল কষ্টকর কারণ রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১৪৮.				ফুলকারচর ব্রীজ হতে ফলকারচর উত্তর পাড়া পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১৪৯.				নিমতলী হতে ইদ্রিস মেলেটরীর বাড়ী পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১৫০.				ফুলকারচর মিজানের বাড়ী হতে কাশেম মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	ভাঙ্গা আছে				
১৫১.				কড়ইতলা কামাল মাঃ বাড়ী হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১৫২.				মুল্যার হাট হতে পেচারচর পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	ভাঙ্গা থাকার কারণে অনেক জায়গায় সাধারন যানবাহন আটকে যায় মেরামত পয়োজন				
১৫৩.				ইসলামপুর ঝগড়ারচর হতে জলিল মাঝির বাড়ী পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	ভাঙ্গা আছে অনেক জায়গায়				
১৫৪.				ঝগড়ারচর রাস্তা হতে ফুলকারচর জিয়া খাল পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				
১৫৫.			**চরপুঠিমারী**	বেনুয়ার চর মধ্যপাড়া মাদ্রাসা হতে ঝগড়ারচর পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাল আছে তবে কিছু কিছু জায়গায় ভাঙ্গা আছে				
১৫৬.				বেনুয়ারচর বাজার হতে চিনার চর কান্দারচর বাজার পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তা ভাল আছে তবে কিছু কিছু জায়গায় ভাঙ্গা আছে				
১৫৭.				বেনুয়ারচর বাজার হতে কান্দারচর পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে যা সংস্কার করতে হবে এবং বন্যায় প্লাবিত হয় উঁচু করতে হবে				
১৫৮.				মোদক পাড়া হতে চিনার চর বাজার পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে তা বন্যায় প্লাবিত হয় উঁচু করতে হবে				
১৫৯.				ডিগ্রীরচর মাদ্রাসা হতে চার নংচর বাজার পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা মেরামত যোগ্য				
১৬০.			**চরগোয়ালিনী**	জিসিআর রাস্তা পিরিজপুর হতে মোল্লা পাড়া	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
				পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড					
১৬১.				জিসিআর রাস্তা মোল্লাপাড়া হতে হাফেজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা অনেক স্থানে ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়				
১৬২.				বেপাড়ী পাড়া মসজিদ হতে লালু শেকের বাড়ী পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হয়ে রাস্তাটি ভেঙ্গে গেছে , মেরামত প্রয়োজন				
১৬৩.				তোতা চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে সুর ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তা অনেক ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়				
১৬৪.				পিরিজপুর জিসিআর রাস্তা হতে ডেফরাঘাট পর্যন্ত; ৭ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				
১৬৫.				জিসিআর রাস্তা হতে হাঁসপাতাল হয়ে মাদ্রাসা পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	চলাচল করা কষ্টকর, মেরামত করতে হবে				
১৬৬.				হাসেমের বাড়ী হতে ঈদগাহ মাঠ হয়ে মানিকের বাড়ী পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না মেরামত করতে হবে				
১৬৭.				খালেকের বাড়ী হতে হামেদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	অনেক স্থানে ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১৬৮.				মালেকের বাড়ী হতে আব্দুর রফ এর বাড়ী পর্যন্ত ; ৯ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটির অনেকাংশই ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১৬৯.				মোস্তফা বাড়ী হতে চান ফরাজীর বাড়ী পর্যন্ত ; ৭ নং ওয়ার্ড	অধিকাংশ স্থানে ভাঙ্গার পরিমান বেশি, মেরামত করতে হবে				
১৭০.				সাহেব আলীর বাড়ী হতে আবু মামার বাড়ী পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়				
১৭১.				আবীদিনের বাড়ী হতে ফোরকাদের বাড়ী পর্যন্ত ; ৮ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হয়ে রাস্তার কিছু অংশ ধ্বসে গেছে মেরামত করা জরুরী				
১৭২.				ফোরকাদের বাড়ী হতে সিরাজ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি ভাঙ্গা কারণ বন্যায় প্লাবিত হয়				
১৭৩.				ফুলুর বাড়ী হতে কান্দারচর বাজার পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি ভাঙ্গা কারণ বন্যায় প্লাবিত হয়				
১৭৪.				ফুলুর বাড়ী হতে মুনু ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	ভাঙ্গা সংস্কার করতে হবে				
১৭৫.				কান্দারচর ব্রীজ হতে নজরুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত ; ২ নং ওয়ার্ড	ভেঙ্গে গেছে সংস্কার করা দরকার				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১৭৬.				কান্দারচর বাজার হতে খুনজেলুর বাড়ী ; ১ নং ওয়ার্ড	ভাঙ্গা সংস্কার করতে হবে				
১৭৭.				রশিদের বাদড়ী হতে কান্দারচর বেঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত ; ১ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১৭৮.				ইব্রাহিমের বাড়ী হতে নদীর ঘাট পর্যন্ত; ৪ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি অনেক স্থানে মাটি সরে গেছে, মেরামত করতে হবে				
১৭৯.				লক্ষীপুর খেয়াঘাট হাত বাছেরচর পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১৮০.				আজিজল মোল্লার বাড়ী হতে সেওড়া গাছ পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে রাস্তার বেশকিছু জায়গা গর্ত হয়ে গেছে, মাটি ফেলা দরকার				
১৮১.				লক্ষীপুর খেয়াঘাট হতে ফুলমাহমুদ উচ্চ বিদ্যাঃ	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১৮২.	মসজিদ সংস্কার	২৫টি		তইমদ্দিনের বাড়ী হতে লেবুর বাড়ী পর্যন্ত ; ৫ নং ওয়ার্ড	এই রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				
১৮৩.				শামেজের বাড়ী হতে শাহআলম এর বাড়ী পর্যন্ত ; ৩ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা সংস্কার করতে হবে				
১৮৪.				পিরিজপুর খেয়াঘাট হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	বন্যায় প্লাবিত হয় এবং রাস্তাটি ভাঙ্গা				
১৮৫.				মোতালেব আমিনের বাড়ী হতে মেলান্দহ সীমানা পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে এবং বন্যায় প্লাবিত হয়				
১৮৬.				হাবেলের বাড়ী হতে পিরিজপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা এবং বন্যার সময় পানিতে তলিয়ে যায়, উচুঁ করা প্রয়োজন				
১৮৭.				কালুচান্দা পাকা রাস্তা হতে মন্ডল বাড়ী হয়ে আমির হাজীর বাড়ী পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়				
১৮৮.				ছাত্তারের বাড়ী হতে সেওড়া গাছ পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	রাস্তাটি ভাঙ্গা এবং বন্যায় প্লাবিত হয়				
১৮৯.				মেলান্দহ সীমানা হতে বালুচান্দা শেষ সীমানা পর্যন্ত ; ৬ নং ওয়ার্ড	কিছু কিছু স্থানে ভাঙ্গা আছে মেরামত করতে হবে				
১৯০.			**পৌরসভা**	মোশরফ গঞ্জ বাজার মসজিদ হতে আলীর বাড়ী পর্যন্ত	মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় ভাঙ্গা ও উপরের ঢালাই উঠে গেছে				
১৯১.				সানোয়ার সরকারের দোকান হতে নিখিলের বাড়ী পর্যন্ত	ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
১৯২.				পোদ্দার পাড়া হয়ে লালুর বাড়ী পর্যন্ত	মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	ইউনিয়নের নাম	কোথায় করবে	বর্তমান অবস্থা	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %
১৯৩.				মুন্নু পাহলোয়ানের বাড়ী হতে পঁচাবহলা রোড় বটতলা পর্যন্ত	ভাল তবে রাস্তাটি মাঝে মধ্যে উপরের আবরন উঠে গেছে মেরামত করতে হবে				
১৯৪.				পঁচাবহলা রোড পৌর সীমানা হতে ভেঙ্গুরা দালাল বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তার মধ্যেখানে ভাঙ্গা আছে সংস্কার করা দরকার				
১৯৫.				ভেঙ্গুরা ফজল মিয়ার বাড়ী হতে জামাল এর বাড়ী পর্যন্ত	অধিকাংশ স্থান নিচু ও মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১৯৬.				দরজিপাড়া আন্জুর দোকান হতে ভি পি জাহাঙ্গীর এর বাড়ী পর্যন্ত	নিচু ও মধ্যভাগের অনেকাংশ ভাঙ্গা আছে				
১৯৭.				ভেঙ্গুরা হাসেমের বাড়ী হতে রফিকের বাড়ী পর্যন্ত	অনেক জায়গা নিচু হয়ে গেছে ও মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা আছে				
১৯৮.				সিরাজ মিয়ার বাড়ী হতে দেওয়ানগঞ্জ সীমানা পর্যন্ত	বেশ কিছু স্থানে গভীরতার পরিমান বেশী এবং ভাঙ্গা আছে				
১৯৯.				টংগের আগলা জাহিদুল এর বাড়ী হতে দক্ষিণ টংগের আগলা সীমানা পর্যন্ত	বর্তমান অবস্থা খারাপ মেরামত করতে হবে				
২০০.				বেপাড়ী পাড়া মাজার হতে বাটিকামারী হয়ে মেইন রোড় পর্যন্ত	ভাঙ্গা থাকার কারণে মেরামত করতে হবে				
২০১.				কাসারী পাড়া রমজানের বাড়ী হতে খালেক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত	বর্ষায় রাস্তা ভেঙ্গে গেছে মেরামত করতে হবে				
২০২.				ঢালীবাড়ী হতে রহমত হাজীর বাড়ী পর্যন্ত	অনেক জায়গা ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
২০৩.				খালেপাড় নবীন মিয়ার বাড়ী হতে শহীদের বাড়ী পর্যন্ত	বৃষ্টির কারণে রাস্তার অনেক স্থান ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
২০৪.				ঘোনাপাড়া সিরাজের বাড়ী হতে আশরাফ এর বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তার মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				
২০৫.				মিয়া পাড়া মুকছেদ মিয়া বাড়ী হতে কাশেম এর বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তার মাঝে মধ্যে ইট নেই				
২০৬.				ধন্নাপাড়া ভিমের বাড়ী হতে সৈকতের বাড়ী পর্যন্ত	রাস্তাটি মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা মেরামত করতে হবে				

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)ঃ
দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যেকোনে সাড়া প্রদানে কার্যকরী সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরিক্ষণ, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১ টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকবে।

ছক-৪৭ : দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টারে দ্বায়িত্বপাপ্তদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পেশাগত পদবী	পদবী	মোবাইল
১.	জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	আহবায়ক	০১৫৫৩-৫৪৫৩৯২
২.	ডাঃ সুলতান ও মোঃ শামছুজ্জামান	উপঃ স্বাস্থ্য পঃপঃ কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭১২-১৩২৭০৬
৩.	মোঃ হাবীবুর রহমান চৌধুরী	সদর ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১৮-১২৭৫৮০

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা ও জরুরী অপারেশন রুম পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকবেনঃ
ছক-৪৮ : দুর্যোগে জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনায় দ্বায়িত্বপাপ্তদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পেশাগত পদবী	পদবী	মোবাইল
১.	মোহাম্মদ আলাল উদ্দিন	পিআইও, ইসলামপুর উপজেলা	আহবায়ক	০১৭১৮-৬৩২৭৭৫
২.	মোঃ মমিনুর রহমান	(পি আই ও) সহকারী ইঞ্জিনিয়ার	সদস্য সচিব	০১৭১৪-৩৬৪৪২১
৩.	শ্রী সুশান্ত চন্দ্র দে রায়	এনজিও উন্নয়ন সংঘ (TodRR)	সদস্য	০১৭১৮-২১৬০১০

৪.১.১ যোগাযোগ রুম পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকবেনঃ
ছক-৪৯ : দুর্যোগে যোগাযোগ রুম পরিচালনায় দ্বায়িত্বপাপ্তদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পেশাগত পদবী	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ আঃ হামিদ	সিএ নির্বাহী অফিস	আহবায়ক	০১৭১৫-৮৬৭২২৪
২.	মোঃ মমিনুর রহমান	(পি আই ও) সহকারী ইঞ্জিনিয়ার	সদস্য সচিব	০১৭১৪-৩৬৪৪২১
৩.	শ্রী সুশান্ত চন্দ্র দে রায়	এনজিও উন্নয়ন সংঘ (TodRR)	সদস্য	০১৭১৮-২১৬০১০

জরুরী কন্টোল রুম পরিচালনা কমিটির কাজঃ
১. দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর-পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।

২. উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. জেলা সদরের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪. কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকলীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তা লিপিবদ্ধ রতে হবে।

৫. দেয়ালে টাংগানো একটি উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

৬. কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বো পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাঁজাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টচ© লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনাঃ
ছক-৫০ : আপদকালীন পরিকল্পনায় কে কি করবে এবং কিভাবে করবে তার বিবরণ

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	জরুরী কন্ট্রোল রুম	৩ টি	দুর্যোগ ঘোষনার	কন্ট্রোলরুম	ইউ জেড ডি	উপজেলা ভিত্তিক কন্ট্রোল রুম	

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
	পরিচালনা		পূর্ব মুহূর্তে/সতর্ক বার্তা পাওয়া মাত্র	পরিচালনা কমিটি	এম সি /থানা/ এনজিও	খুলে ২৪ ঘন্টা পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবে	
২.	স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা	১৩ টি টিম	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	সদস্য সচিব ইউ জেড ডি এম সি	ইউ ডি এম সি সভাপতি	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ভিত্তিক দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে	
৩.	সতর্ক বার্তা প্রচার	১৩ টি ইউপি	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	কন্ট্রোল রুম /ইউ ডি এম সি	ইউপি সদস্য	মিটিং ও মাইকিং এর মাধ্যমে	
৪.	নৌকা/গাড়ী/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	৭০	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	আনোয়ার সদাদ	যোগাযোগ রুম পরিচালনা কমিটি	নৌকার মালিক, গাড়ির মালিকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে	
৫.	ঝঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষ ও প্রাণিসম্পদ কে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা	৯০০	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	ইউপি সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক দল	ইউ ডি এম সি ও সেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে	
৬.	উদ্ধার কাজ করা	৫০০	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র এবং দুর্যোগ কালীন	মোঃ জসিম উদ্দিন	ইউপি সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক দল	দলগতভাবে উদ্ধার সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে	
৭.	সম্ভাব্য ত্রাণ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা	১৩টি	দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র	সভাপতি ইউ জেড ডি এম সি	সরকারী প্রতিষ্টান ও এনজিও	যোগাযোগের মাধ্যমে	
৮.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	১৩ টি ইউপি	ত্রাণ বিতরণের সময়	ইউ এন ও	ইউ জেড ডি এম সি সদস্যবৃন্দ	মিটিং এর মাধ্যমে	
৯.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও বিতরণ	৮টন	সাড়া প্রদানের সময়	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	জরুরী জীবিকা সহায়তা কমিটি	অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন পরিবারের মাঝে	
১০.	প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	৯০০	দুর্যোগ কালীন ও পূনর্বাসনের সময়	উপজেলা স্বাস্থ ও পঃপঃ কর্মকর্তা	স্বাস্থ্য সুরক্ষা কমিটি	মেডিকেল টিম গঠণ করে আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে সেবা প্রদানের মাধ্যমে	
১১.	মৃত ব্যবস্থাপনা করা	১৩ টি	দুর্যোগের মধ্যে এবং পরমহূর্তে	উপজেলা প্রকৌশলী	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার কমিটি	সরেজমিনে সেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে	
১২	বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	৩৫ টি স্থানে	সাড়া প্রদানের সময়	সহকারী প্রকৌশলী	ডি পি এইচ ই/এনজিও	আশ্রয়কেন্দ্র গুলিতে নিরাপদ পানির প্লান্ট বসিয়ে	
১৩	প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা ও খাবার নিশ্চিত করা	৪০০	সাড়া প্রদান কালীন	উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা	প্রাণী সম্পদ অফিস ও এনজিও	গবাদীপশুর আশ্রয় কেন্দ্রে খাবার সরবরাহের মাধ্যমে	
১৪	অস্থায়ী স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের ব্যবস্থা করা	১০০ টি	সড়া প্রদান কালীন	সহকারী প্রকৌশলী	ডি পি এইচ ই	আশ্রয় কেন্দ্র গুলিতে স্বাস্থ্য সম্মত অস্থায়ী ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে	
১৫	আশ্রয় কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য)	৮০ টি কেন্দ্রের	সাড়া প্রদান কালীন ও পরমুহূর্তে	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	নিরাপত্তা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি	সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে পালাক্রমে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে	

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখাঃ

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ, আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচারঃ

- প্রাত্যেক ওয়ার্ড এর ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সর্তক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষনা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদিঃ

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক-জনকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা। বার্তা প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে স্ব স্ব ওয়ার্ড এর ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানঃ

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদ্যস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করা ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচলনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাঁসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদী পশু মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেবচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণঃ

- দুর্যোগ প্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্র গুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করণ।
- ৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখাঃ
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলায় কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোন গুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোল রুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

- ৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ
- দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে "এস ও এস ফরম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড" ফরমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ড এর প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করাঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরণের ত্রাণ সামগ্রী/পুর্নবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে । উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে ।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান/সংখ্যা ওয়ার্ড এর জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন ।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখাঃ

- তাৎক্ষণিক বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা-ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি স্থানীয় ভাবে বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে ।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে ।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সী ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে ।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকাঃ

- উপজেলা প্রাণী সম্পদ হাঁসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে ।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণির চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণির চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- ৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করাঃ
- সতর্কবার্তা /পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা ।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অভ্যাহত ভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা ।
- প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্ববরে জনগোষ্ঠিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা ।
- মহড়ার অনুষ্ঠানে অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশূদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ।
- ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে ।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

- দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর পরই উপজেলা পরিষদে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদেস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিষদ সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদ সচিব সার্বক্ষনিকভাবে তত্তাবধান করবেন।
- ৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমুহঃ
- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ণনাঃ

ছক-৫১: আশ্রয় কেন্দ্রের নাম, আয়তন, ধারণ ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম (স্কুল/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	কুলকান্দি	কুলকান্দি হেদায়তিয়া সিঃ মাদ্রাসা	১ একর	এখানে বন্যার সময় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়, এক তলা ও দু'তলা ভবন, ০২টি করে টিউবওয়েল ও ০৪ টি করে ল্যাট্রিন আছে।	৩০ টি পরিবার	
		কুলকান্দি এস এন উচ্চ বিদ্যাঃ	২ একর	-	২০ টি পরিবার	
		কুলকান্দি মাগুনমিয়া বাজার	৩ একর	এই বাজারে বন্যার সময় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এখানে ০১ টি টিউবওয়েল আছে এবং ল্যাট্রিন তৈরি করে ব্যবহার করা হয়	৬০০টি পরিবার	
		কুলকান্দি পাইলিংক বাঁধ	৮০০ মিঃ	পাইলিং পাড় হচ্ছে উঁচু ও নিরাপদ স্থান এখানে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, আসবাপত্র ইত্যাদি রাখা হয় ও আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়	৫০০ টি পরিবার	
	বেলগাছা	বরুল আশ্রয় কেন্দ্র	৫ একর	এই আশ্রয় কেন্দ্র টি নদীতে ভেঙ্গে বিলীন হয়েছে	৩০-৪০ টি পরিবার	
		মধ্য বরুল আশ্রয় কেন্দ্র	৪একর	এই আশ্রয় কেন্দ্রেটি সরকারী ভাবে তৈরী করা হচ্ছে	৩০ টি পরিবার	
		মুন্নিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫২ মিঃ	-	৫০ টি পরিবার	
		উত্তর বরুল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৬০মিঃ	এই স্কুলটির ধারন ক্ষমতা বিশটি পরিবার, একতলা ভবন, টিওবয়েল ২টি ল্যাট্রিন ২টি আছে, যা বন্যার সময় ব্যবহার হয়	২০ টি পরিবার	
		শিলদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	৫৫ মিঃ	এই আশ্রয় কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা ২০ টি পরিবার, এখানে ২টি ল্যাট্রিন ও ২ টি টিউবয়েল আছে যা বন্যার সময় ব্যবহৃত হয়	৫০-৬০ টি পরিবার	
		বেলগাছা উচ্চ বিদ্যাঃ বালিকা	২ একর	এটি বন্যার সময় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এখানে ২টি টিওবয়েল ও ল্যাট্রিন ২টি'র অবস্থা ভাল	৫০টি পরিবার	
		মুন্নিয়া ঈদগাহ মাঠ	১.৫০একর	এই আশ্রয় কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা ৩০/৪০ টি পরিবার, এখানে ২টি ল্যাট্রিন ও ২ টি টিউবয়েল আছে যা বন্যার সময় ব্যবহৃত হয়	৩০-৪০ টি পরিবার	
	চিনাডুলী	গুঠাইল হাই স্কুল	৪ কি.মি.	বন্যার সময় এই স্কুলটি আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এটা মাটি কেটে উঁচু করা হয়েছে, ইহার ধারণ ক্ষমতা (৫০০)জন, এটি এক ও দুই তলা ভবন, এখানে টিওবয়েল-২টি ও ল্যাট্রিন আছে -৪টি।	৫০ টি পরিবার	
		ডেবারাইপেঁচ হাই স্কুল	৩ কি.মি.	এই স্কুলটির অবস্থা ভাল ইহার ধা্রন ক্ষমতা (৬০০) জন এটি উঁচু তাই আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এক তলা ভবন টিউবওয়েল ০২টি, ল্যাট্রিন ৪টি	৫০ টি পরিবার	
	সাপধরী	সাপধরী উচ্চ বিদ্যালয়	৫০ শতাংশ	সরকারী ভাবে কোন আশ্রয় কেন্দ্র নাই।এই স্কুলটিতে ৫০০ জন আশ্রয় নিতে পাড়বে, একতলা ভবন টিওবয়েল দুইটি আছে তবে একটি নষ্ট হয়ে গেছে আর ল্যাট্রিন একটি আছে তবে ভাল কিন্তু নদী ভাঙ্গানের ঝুকি আছে	৩০ টি পরিবার	
	নোয়ার পাড়া	সুখচরী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	২.৫০ একর	এই স্কুলটি দু'তলা ভবন, টিউবওয়েল ৫টি ল্যাট্রিন ৫টি স্কুলের অবস্থা ভাল কিন্তু ল্যাট্রিন গুলোর দরজা নেই, এখানে ২০টি পরিবারের থাকার জায়গা আছে	২০ টি পরিবার	
		নতুন পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৬০ শতাংশ	এই স্কুলটি দু'তলা ভবন, টিউবওয়েল ২ টি ল্যাট্রিন ১ টি স্কুলের অবস্থা ভাল, এখানে ২০টি পরিবারের থাকার জায়গা আছে	২০ টি পরিবার	
	ইসলামপুর	ধমকুড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যা	২০ শতাংশ	এই স্কুল ভবনটি একতলা বিশিষ্ট্য এখানে	৫০ টি	

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম (স্কুল/কলেজ)	আয়তন/কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	সদর			টিউবওয়েল ১টি ও ল্যাট্রিন ১টি আছে স্কুলটি কিছু কিছু জায়গায় মেরামত করতে হবে ।	পরিবার	
		পঁচাবহলা ফকির পাড়া বেসরকারী প্রাঃবিদ্যাঃ	১৫ শতাংশ	এই স্কুলটি দু'তলা ভবন বন্যার কারনে নিচে পাকা করা হয়েছে। স্কুলটিতে টিউবওয়েল ১টি ও ল্যাট্রিন ১টি আছে যা ভাল আছে, ৪৫টি পরিবার আশ্রয় নিতে পারে।	৪৫ টি পরিবার	
	পার্থশী	মলমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	১.৫০ একর	এই স্কুলটি একতলা ভবন কিন্তু এটা বন্যালেভেলের উপরে, এখানে ২ দুটি টিউবওয়েল ও ৭ টি ল্যাট্রিন আছে ।	প্রায় ১২০০ টি পরিবার	
		মলমগঞ্জ মডেল কলেজ	১ একর	এই কলেজে একটি একতলা ভবন ও দু'তলা ভবন আছে, এখানে ৩টি টিউবয়ল যার একটি বন্যার জন্য উঁচু করে দেওয়া হয়েছে আর ল্যাট্রিন ৪ টি আছে এটি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য ব্যবহার করা হয় ।	৩০০টি পরিবার	
		উত্তর শশারিয়া বাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১.৩০ একর	এই স্কুলটি নিচু ছিল সরকারী ভাবে (৫) পাঁচ ফুট উঁচু করা হয়েছে এখানে টিউবওয়েল আছে ১টি উঁচু করা হয়েছে আর ল্যাট্রিন আছে ২টি যার অবস্থা ভাল ।	২০ টি পরিবার	
		শশারিয়া বাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	১ একর	এই স্কুলটি নিচু ছিল, সরকারী ভাবে (৫) পাঁচ ফুট উঁচু করা হয়েছে এখানে টিউবওয়েল আছে ১টি উঁচু করা হয়েছে আর ল্যাট্রিন আছে ২টি	৩০-৪০ টি পরিবার	
	পলবান্ধা	সিরাজাবাদ হাই স্কুল মাঠ	১ একর	এই মাঠে আনুমানিক ১০০০ লোক বসবাস করতে পাড়বে একতলা ও দু'তলা ভবন ও টিউবওয়েল আছে ৩টি এবং ল্যাট্রিন আছে ৩টি যা ভাল আছে ।	২৫০ টি পরিবার	
		বাহাদুরপুর দাখিল মাদ্রাসা	১ একর	এই মাঠে আনুমানিক ৮০০ লোক বসবাস করতে পাড়বে, একতলা ভবন, টিউবওয়েল আছে ২টি এবং ল্যাট্রিন আছে ৩টি যা বন্যার সময় ব্যবহার করে থাকে এগুলো বর্তমানে ভাল আছে ।	২০০ টি পরিবার	
	চরপুঠিমারী	চরপুঠিমারী আশ্রয় প্রকল্প ১নং	১০ একর	এই আশ্রয় কেন্দ্র সরকারী এবং এটার ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২০০ পরিবার একতলা ভবনে টিউবওয়েল ২টি, ল্যাট্রিন ৩টি	২০০ টি পরিবার	
		চরপুঠিমারী আশ্রয় প্রকল্প ২ ওয়ার্ড নং-০১	৮ একর	এটা নতুন হচ্ছে সবে মাত্র মাটি কাটা হচ্ছে (সরকারী)	১০০০টি পরিবার	

বাঁধ

ছক -৫২: বাঁধের বিবরণ

ইউনিয়নের নাম	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম	আয়তন/ কি.মি.	আশ্রয় কেন্দ্র /নিরাপদ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
					ইসলামপুর উপজেলায় বাঁধ আছে কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার উপযোগী নয় । কারণ বন্যার তুলনায় বাঁধ গুলোর উচ্চতা খুবই কম ।

তথ্য সূত্রঃ সরেজমিনে পরিদর্শন, ইউনিয়ন পরিষদ, পিআইও

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেনঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো

- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- চেয়ারম্যান/মেম্বর, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও ষ্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায় দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সভার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।
- কোন স্থানকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবেঃ
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

- আশ্রয়কেন্দ্রে জরুরী ঔষধ /পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার, পানি ও রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিকমত ফেরৎ দেওয়া।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলতঃ দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয় কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষণঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষণ কতে হবে। বিশেষ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত হতে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে

ছক-৫৩ : আশ্রয়কেন্দ্রের নাম ও প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির তালিকা

ইউনিয়নের নাম	ক্রঃ নং	আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
কুলকান্দি		কুলকান্দি হেদায়তিয়া সিঃ মাদ্রাসা	অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম	-	
		কুলকান্দি এস এন উচ্চ বিদ্যাঃ	সরদার জুবাইদুর রহমান	০১৭১১-১২৯৩৯০	
		কুলকান্দি মাগুনমিয়া বাজার	মাসুদ রানা	০১৭৩৪-২৭৩৫০৮	
		কুলকান্দি পাইলিংক বাঁধ	মোঃ আনোয়ার হোসাইন	০১৭২১-২৭২৮৯২	
		বরুল আশ্রয় কেন্দ্র	-	-	
বেলগাছা		মধ্য বরুল আশ্রয় কেন্দ্র	মোঃ আঃ খালেক চেয়ারম্যান	০১৭৬৪-২৬৬৫০০	
		মুন্নিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	-	-	
		উত্তর বরুল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	-	-	
		শিলদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	-	-	
		বেলগাছা উচ্চ বিদ্যাঃ বালিকা	-	-	
		মুন্নিয়া ঈদগাহ মাঠ	-	-	
চিনাডুলী		গুঠাইল হাই স্কুল	চেয়ারম্যানের নিজ দায়িত্বে	-	
		ডেবারাইপেঁচ হাই স্কুল	চেয়ারম্যানের নিজ দায়িত্বে	-	
সাপধরী		সাপধরী উচ্চ বিদ্যালয়	-	-	
নোয়ার পাড়া		সুখচরী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক মোঃ ছানাউল্লাহ	-	
		নতুন পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক মোঃ বদিউজ্জামান	০১৯২২-০৪৬৬৪৬	
ইসলামপুর সদর		ধমকুড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যা	মোঃ রেজাউল করিম (আবু বক্কর)	০১৭৩৯-৮৬৫৪০২	
		পাঁচাবহলা ফকির পাড়া বেসরকারী প্রাঃবিদ্যাঃ	একে ফজলুল হক	-	
পার্থশী		মলমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ হাঁসমত আলী খান ইউপি চেয়ারম্যান	০১৭৪০-৯৯০০৯২	
		মলমগঞ্জ মডেল কলেজ	মোঃ হাঁসমত আলী খান ইউপি চেয়ারম্যান	০১৭৪০-৯৯০০৯২	
		উত্তর শশারিয়া বাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ হাঁসমত আলী খান ইউপি চেয়ারম্যান	০১৭৪০-৯৯০০৯২	
		শশারিয়া বাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ হাঁসমত আলী খান ইউপি চেয়ারম্যান	০১৭৪০-৯৯০০৯২	
পলবান্ধা		সিরাজাবাদ হাই স্কুল মাঠ	মোঃ মজিবর রহমান ইউপি চেয়াম্যান	০১৭২০-৬৪৫৪৮৪	
		বাহাদুরপুর দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ মজিবর রহমান ইউপি চেয়াম্যান	০১৭২০-৬৪৫৪৮৪	
চরপুঠিমারী		চরপুঠিমারী আশ্রয় প্রকল্প ১নং	চেয়াম্যান	-	
		চরপুঠিমারী আশ্রয় প্রকল্প ২ ওয়ার্ড নং-০১	চেয়াম্যান	-	

৪.৫. উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

ছক-৫৩: উপজেলার সম্পদের নাম, সংখ্যা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	অবকাঠামো/ সম্পদের নাম	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১.	কুলকান্দি	নৌকা	০১ টি	সেলিনা আলম চেয়ারম্যান	নৌকাটি মেরামত করতে হবে
২.	বেলগাছা	ভিজিডি গোডাউন	০১ টি	মোঃ আঃ খালেক আকন্দ চেয়ারম্যান	এটা ভিতরে এক পাশে ভিজিডি গোডউন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে
৩.	চিনাডুলী	ভিজিডি গোডাউন	২ টি	সরকারী দায়িত্বে	মালামাল সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়
৪.		নৌকা	০১ টি	এককভাবে	নৌকা একক ভাবে পরিচালনা করা হয়
৫.	সাপধরী	নৌকা	০১ টি	প্রধান শিক্ষক জয়নাল আবেদিন ০১৭২১-৮৬৫৪৯১	নৌকাটি এ, ডি, বি ফান্ড থেকে কেনা হয়েছে এটি স্কুলের শিক্ষকরা ব্যবহার করছে

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	অবকাঠামো/ সম্পদের নাম	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৬.	নোয়ার পাড়া	নৌকা	১ টি	মোঃ মশিউর রহমান (বাদল) ০১৭৭০-৩৮৯৪৪৬	এই নৌকা সচল আছে এবং পাড়াপাড়ে ব্যাবহার হচ্ছে
৭.	ইসলামপুর সদর	গঙ্গা পাড়া আশ্রয় কেন্দ্র	০১ টি	চেয়ারম্যান ০১৭১৮-১২৭৫৪০	-
৮.		নৌকা	০১ টি	লুৎফর রহমান	বন্যার সময় শুধু ব্যবহার
৯.		গোডাউন (অস্থায়ী)	০১ টি	চেয়ারম্যান	ইউপি পরিষদ গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করছে অথচ সরকারী ভাবে কোন গোডাউন নেই ।
১০.	পার্থশী	ভিজিডি গোডাউন	০১ টি	চেয়ারম্যান	এই গোডাউনটি ব্যবহারের জন্য সংস্কার করতে হবে
১১.	পলবান্ধা	গোডাউন	০১ টি	চেয়ারম্যান	এই গোডাউনে বিজিডি প্রকল্পের গম, ধান, চাউল রাখা এবং বিতরণ করা হয়
১২.	গাইবান্ধা	গোডাউন	০১ টি	চেয়ারম্যান	এই গোডাউনে ভিজিডি প্রকল্পের গম, রাখা হয়
১৩.	চরপুঠিমারী	আশ্রয় কেন্দ্র	০২ টি	চেয়ারম্যান	একটি পুরাতন ও আরেকটি নতুন হচ্ছে

তথ্য সুত্রঃ পিআইও

৪.৬ অর্থায়নঃ ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায় ,হাট ,বাজার ইজারা/খাল বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স/ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বিল/প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট বাজার/, খালবিল/ ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। ফলে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে । তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১ অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে % থাকেন। পূর্বে পুরাপুরি ছিল ,এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতনভাত/াদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন ৫/।

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ঃ

(ক) নিজস্ব উৎস্য (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)ঃ

ছক-৫৪: ইউনিয়ন পরিষদের বাৎসরিক আয় বিবরণী

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়												
	কুলকান্দি	বেলগাছা	চিনাডুলি	সাপধরী	নোয়ারপাড়া	ইসলামপুর সদর	পার্থশী	পলবান্ধা	গোয়ালের চর	গাইবান্ধা	চরপুঠিমারী	চরগোয়ালিনী	মোট
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	১, ৫০০	১৫, ০০০	১, ৭০০	১, ৪০০	২২, ০০০	২৭, ৫৪৭	৪, ০৩৯	২৯, ৭৫৮	৩, ৫০০	৬০, ৬০৬	৮, ০০০	৫, ০০০	১, ৮০, ০৫০
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)	২, ০০০	৫, ২০০	৬, ১০০	-------	৪, ০০০	৩, ৮৫০	২২, ২০০	৪, ৬৫৫	৪, ১০০	৭, ৯০০	২, ২০০	১, ২০০	৬৩, ৪০৫
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	-------	---	-------	-------	------	--------	--------	------	-------	-----	------	-------	---------
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় ইজারা ইত্যাদি)	-------	৫, ০০০	-------	১, ৫০০	১, ০০০	১, ২০০	৬, ১০০	১, ৪০০	১০, ৯৯৯	১৭, ৮০০	------	------	৪৪, ৯৯৯
মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর	-------	--	--	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------
সম্পত্তি হতে আয়	--------	---	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	----------	---------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ

উন্নয়ন খাতঃ

ছক-৫৫: খাতের ধরণ, বাৎসরিক অনুদানের বিবরণ

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান												
	কুলকান্দি	বেলগাছা	চিনাডুলি	সাপধরী	নোয়ার-পাড়া	ইসলামপুর সদর	পার্থশী	পলবান্ধা	গোয়ালের চর	গাইবান্ধা	চরপুঠিমারী	চরগোয়ালিনী	মোট
কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরঃ প্রনালী, রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত	১৮, ০৮, ৮৭০	----	----	---	৩৪, ০০, ০০০	২, ০০, ০০০	-------	-----	-------	------	-------	------	৫৪, ০৮, ৮৭০
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত,	----	----	-----	--------	--------	--------	------	--------	-------	---------	----------	----------	----------
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এল.জি.এস.পি)	৭, ৩৪, ৮৮৭	১০, ৭০, ৫২৮	১৫, ৪৭, ০০০	১০, ৭৯, ৬২৭	১৪, ০০, ০০০	১১, ৫৫, ৩১২	১, ৩৫, ২৩২	১২, ৩৮, ৩৪৮	১৩, ৩৩, ৩০৮	১৮, ১৮, ২৫৩	৪, ৮৬, ৫৭২	১১, ৯৯, ৩৪৩	১, ৩১, ৯৮, ৪১০
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা	৩, ০১, ২০০	৩, ০১, ২০০	২, ৫৯, ২০০	৩, ০১, ২০০	৩, ০১, ২০০	৩, ০১, ২০০	৬, ২৪, ৩০০	৩, ০১, ২০০	৩, ০১, ২০০	৩, ০১, ২০০	৩, ০১, ২০০	৩, ০১, ২০০	৩৮, ৯৫, ৫০০
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	৩, ৯৫, ৪৯২	৪, ৬১, ৭১২	২, ৩০, ৪০০	৪, ৩৮, ৯২৪	৪, ৬৯, ৯০০	৪, ৮৬, ৬১২	৬, ২৬, ৭০২	৪, ৬৭, ৫১৪	৪, ১৫, ৫৩৬	৪, ২৯, ৩০০	৪, ১৩, ১১৬	২, ৯০, ৭০০	৫১, ২৫, ৯০৮
ভূমি হস্তান্তর কর ১%	১, ০০, ০০০	১, ০০, ০০০	১, ৬০, ০০০	১, ০০, ০০০	৩, ০০, ০০০	২, ২৭, ০০০	১৬, ০০০	১, ৩৮, ৬০০	১, ২২, ৮৫০	১, ৫০, ০০০	১, ৫০, ০০০	১, ০০, ০০০	১৬, ৬৪, ৪৫০

গ) স্থানীয় সরকারঃ

ছক-৫৬: স্থানীয় সরকার হতে বাৎসরিক প্রদেয় টাকার বিবরণ

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা												
	কুলকান্দি	বেলগাছা	চিনাডুলি	সাপধরী	নোয়ারপাড়া	ইসলামপুর সদর	পার্থশী	পলবান্ধা	গোয়ালের চর	গাইবান্ধা	চরপুঠিমারী	চরগোয়ালিনী	মোট
উপজেলা পরিষদ	-------	---------- -------	---------- -------	------	২, ০০, ০০০	------	------	------	------	------	------	------	২, ০০, ০০০
জেলা পরিষদ	-------	---------- -	---------- -	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ইসলামপুর উপজেলার আয়ঃ

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যো উপর ট্যাক্সঃ ১, ৮০, ০৫০/=
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স) ৬৩, ৪০৫/=
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিসঃ ০০/=
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ
  - হাট-বাজার ইজারা বাবদঃ ৩২, ৯০, ৪৩৬/=
- মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর করঃ ০০/=
- সম্পত্তি হতে আয়/ ভূমি সংস্থার করঃ ০০/=
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তহবিলঃ ০০/=

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ

- উন্নয়ন খাতঃ
  - কৃষি নাইঃ ২, ৬৭, ৬০০/=
  - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালীঃ ১, ০৬, ৮৮, ৬০০/=
  - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতঃ
  - গৃহ নির্মাণ ও মেরামতঃ
  - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজি এসপি)ঃ ১, ২১, ৯৮, ৯১০/=
- সংস্থাপনঃ
  - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতাঃ ৩৬, ১৪, ৪০০/=
- সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদিঃ ৬৬, ০৫, ৯৯৮/=
- অন্যান্যঃ
  - ভূমি হস্তান্তর কর ২%- ১৭, ১৪, ৪৫০/=

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকাঃ ২, ০০, ০০০/=
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকাঃ নাই

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাঃ

- এনজিওঃ নাই
- সিডিএমপিঃ নাই

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি অর্থায়ন করছে। অধিকরতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধাঁ সে গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরী, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণঃ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

ছক-৫৮: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির নাম ও পেশাগত পদবী এবং মোবাইল নম্বর

ক্রঃ নং	নাম	**পেশাগত পদবী**	পদবী	মোবাইল
১.	জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	চেয়ারম্যান	০১৫৫৩-৫৪৫৩৯২
২.	মোহাম্মদ আলাল উদ্দিন	পি আই ও	সচিব	০১৭১৮-৬৩২৭৭৫
৩.	শ্রী সুশান্ত চন্দ্র দে রায়	এনজিও উন্নয়ন সংঘ (TodRR)	এনজিও প্রতিনিধি (অডিটর)	০১৭১৮-২১৬০১০
৪.	মোঃ রমজান আলী	উপঃ প্রকৌশলী এল জি ই ডি	সদস্য	০১৭১৫-০৯২৯৭৭
৫.	মোঃ হালিম দুলাল	কার্যকরী সভাপতি প্রেসক্লাব	সদস্য	০১৭১২-৮১৯৮৪২

কমিটির কাজঃ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বিষয় ভিত্তিক পরিকল্পনার কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপলন, সৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

ছক-৫৯: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি নাম ও পেশাগত পদবী

ক্রমিক নং	**নাম**	**পেশাগত পদবী**	**পদবী**	**মোবাইল**
১.	জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	চেয়ারম্যান	০১৫৫৩-৫৪৫৩৯২
২.	মোহাম্মদ আলাল উদ্দিন	পি আই ও	সচিব	০১৭১৮-৬৩২৭৭৫
৩.	মোছাঃ সুফিয়া বেগম	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	মহিলা সদস্য	০১৭৩০-৯০৩০১৮
৪.	মোঃ রমজান আলী	উপশ্চিম প্রকৌশলী এল জি ই ডি	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১৫-০৯২৯৭৭
৫.	শ্রী সুশান্ত চন্দ্র দে রায়	এনজিও উন্নয়ন সংঘ (TodRR)	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭১৮-২১৬০১০
৬.	মোঃমতিয়ার রহমান	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭৫৬-৮০৭৭৮১
৭.	মোঃ সফিকুল ইসলাম দুলাল	ভাইস চেয়ারম্যান উপশ্চিম পরিষদ	সদস্য	০১৭২১-৪৯৩৮৬৫

কমিটির কাজ

১. প্রতি বৎসর এপ্রিল / মে মাসে বর্তমান পরিকল্পনা পুংখানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করে নতুন পরিকল্পনা প্রস্তত করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
২. প্রত্যক্ষ দুর্যোগের পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনার করে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
৩. প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসে জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশনা মত কমপক্ষে একবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন করতে হবে।
৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি করতে হবে।
৬. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে

পঞ্চমঅধ্যায়

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নঃ

ছক-৬০: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনার খাত সমূহ , আপদের বর্ণনা

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা
কৃষি	**বন্যা**	২০০৬ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার পৌরসভা সহ ১৩টি ইউনিয়নের ২০, ০০০ একর জমির ফসল পানিতে ডুবে ৩৫, ০০০ পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। সেই সাথে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পরে।
	নদীভাঙ্গন	প্রতিবছরের ন্যায় নদীভাঙ্গনের প্রভাবে ইসলামপুর উপজেলায় কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, পার্থশী, পলবান্ধা, গোয়ালেরচর, গাইবান্ধা, চরগোয়ালিনী, চরপুঠিমারী ইউনিয়নে ১৮, ৫০০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমী নদী গর্বে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার গ্রাম গুলোর ৪০, ০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	খরা	খরার কারণে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভসহ ১৩টি ইউনিয়নের ১৫, ৮০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানি অভাবে পুড়ে যেতে পারে। এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ৫০, ০০০পরিবারের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের প্রায় ২৪, ৮০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবর্তীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।
মৎস্য	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের ৪৪৭টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট বড় পোনা মাছ সহ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছে সংকট ও পরবর্তীতে মাছ চাষের জন্য পোনা, মাছের সংকট দেখা দিতে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গনের প্রভাবে ইসলামপুর উপজেলায় কুলকান্দি, বেলগাছা, চিনাডুলী, সাপধরী, নোয়ারপাড়া, পার্থশী, পলবান্ধা, গোয়ালেরচর, গাইবান্ধা, চরগোয়ালিনী, চরপুঠিমারী ইউনিয়ন, সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০ টি পুকুরের নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার প্রতিটি মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে ।
	খরা	খরার কারণে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের ১০০টি পুকুরের পানি শুকিয়ে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে সেই সাথে এলাকায় মাছের ঘাটতি দেখা দিতে পারে ।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের ৭৮০টি পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।
পশুসম্পদ	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের গরু, ছাগল, ভেড়ার খাদ্যাভাব সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে ।
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা হলে এবং বর্তমানের চলমান রের্কড পরিমান খরা অব্যাহত থাকলে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভাসহ ১৩টি ইউনিয়নে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাষ পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় গবাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাখি মারা যেতে পারে এবং আহত হতে পারে। যার ফলে ঐ সকল ইউনিয়নে পশু পালনে মানুষের আগ্রহ কমে যেতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সবকটি ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । যার প্রভাবে পশুর মৃত্যুও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলার ৩৫, ০০০ পরিবারের প্রায় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুর পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থ্যর প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।
	খরা	খরা কারণে ইসলামপুর উপজেলায় পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুসহ সকল শ্রেনীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।
	শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	প্রতি বছর এভাবে শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশা বাড়তে থাকলে মানুষ ও পশু পাখির রোগবালাই বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে প্রবল শীতে শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বেশী আক্রান্ত হতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে ফসলের ক্ষয় ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে পারে।
জীবিকা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় সকল এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের প্রায় ৩৫, ০০০ পরিবারের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ণনা
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, কাঁসারী কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, কাঁসারী কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।
গাছপালা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাণি অক্সিজেন ও মানুষের কাঠ, ফল, ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে ।
	খরা	খরা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের ব্যাপক গাছপালা মরে ও বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
অবকাঠামো	**বন্যা**	ইসলামপুর উপজেলাতে ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ইসলামপুর উপজেলার বিশেষ করে রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজারের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গন দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজার নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এই উপজেলায় প্রায় ২৫, ০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	কালবৈশাখী	ইসলামপুর উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় হলে ২০১৩ সালের মত আঘাত হানলে শিক্ষা প্রতিস্ঠান, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিস্ঠানের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।
কাঁসারী শিল্প	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার ১৫০০ কাঁসারী/নকশী কাঁথা শিল্প পানিতে ডুবে কাঁসারী/নকশী কাঁথা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবার ব্যাপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলায় প্রায় ৩০-৪০টি কাঁসারী পরিবার আংশিক ও মারাত্তকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে ইসলামপুর উপজেলার সকল ইউনিয়নের কাঁসারী পরিবার ও কাঁসারীর সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলি আর্থিক ভাবে ব্যপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধারঃ

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ

ছক-৬১: দ্রুত পুনরুদ্ধার পরিচালনায় প্রমাসনিক কমিটির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ নবী নেওয়াজ খান লোহানী (বিপুল) চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	আহবায়ক	০১৯১৪-৯০৯০৮৫
২.	জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য	০১৫৫৩-৫৪৫৩৯২
৩.	মোহাম্মদ আলাল উদ্দিন পি আই ও	সদস্য	০১৭১৮-৬৩২৭৭৫

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কারঃ

ছক-৬২: দ্রুত পুনরুদ্ধার পরিচালনায় ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার কমিটির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	২. মোঃ রমজান আলী উপঃ প্রকৌশলী এল জি ই ডি	আহবায়ক	০১৭১৫-০৯২৯৭৭
৩.	মোঃ হাবীবুর রহমান চৌধুরী (শাহীন) সদর ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য সচিব	০১৭১৮-১২৭৫৮০
৪.	সুশান্ত চন্দ্র দে রায় এনজিও উন্নয়ন সংঘ (TodRR)	সদস্য	০১৭১৮-২১৬০১০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভঃ

ছক- ৬৩: জনসেবা পুনরারম্ভ কমিটির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ মতিয়ার রহমান উপজেলা কৃষি অফিসার	আহবায়ক	০১৭৫৬-৮০৭৭৮১
২.	মোহাম্মদ আলাল উদ্দিন পিআই ও	সদস্য সচিব	০১৭১৮-৬৩২৭৭৫
৩.	মোঃ হারুনুর রশিদ উপঃ সমাজসেবা অফিসার	সদস্য	০১৭৩৪-৫১০২১২

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তাঃ

ছক- ৬৪: জরুরী জীবিকা সহায়তা কমিটির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ মতিয়ার রহমান উপজেলা কৃষি অফিসার	আহবায়ক	০১৭৫৬-৮০৭৭৮১
২.	মোঃ হারুনুর রশিদ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭৩৪-৫১০২১২
৩.	মোহাম্মদ আলাল উদ্দিন পিআই ও	সদস্য	০১৭১৮-৬৩২৭৭৫